নগর সংস্করণ

শনিবার

২৬ অক্টোবর ২০২৪

১০ কার্তিক ১৪৩১, ২২ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

ওটিটিতে আলো ছড়াচ্ছেন নূর
» বিনোদন ১৪

জুলাই-আগস্টে সহিংসতায় নিহত ৪৪ পুলিশ সদস্য
» খবর ৩

নতুন নেতৃত্ব বেছে নেবে ফুটবল
» খেলা ১৫

মেসির সঙ্গে সেলফি
» প্র ছুটির দিনে ১০

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪৫

রাজনৈতিক ঐক্যের চেষ্টায় ছাত্রনেতারা

রাষ্ট্রপতির অপসারণ দাবি

বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গে বৈঠকের পর আশাবাদী ছাত্রনেতারা। অন্য দলগুলোর সঙ্গেও তাঁরা বসবেন।

- পদত্যাগের পর পরিস্থিতি কী হতে পারে, সংশয়ে বিএনপি।
- ছাত্রনেতারা মনে করেন, ব্যবস্থা না নিলে সরকার প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে সরানোর দাবির পক্ষে ঐকমত্য তৈরির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। এরই মধ্যে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন দুই সংগঠনের নেতারা।

আন্দোলনের ছাত্রনেতৃত্ব ও নাগরিক কমিটি তাদের দাবিতে অনড় থেকে এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে চাইছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতাদের সমন্বয়ে দুটি টিম গঠন করা হয়েছে। টিম দুটি ভাগ করে দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করছে।

প্রথম বৈঠক করেছে বিএনপির সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার রাতে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতাদের একটি দল ওই রাতে ঢাকার গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের বাসায় যায়। পরে সেখানে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীও যোগ দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি নেতাদের সঙ্গে ওই বৈঠকে দুই সংগঠনের নেতারা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে সরানোর দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই বলে রাষ্ট্রপতি যে বক্তব্য দিয়েছেন, এরপর তিনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। ওই বক্তব্যের পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হলে অন্তর্বর্তী সরকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। সে জন্য তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের দাবির পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোকে বোঝাতে চাইছেন।

ওই বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে,

> “ আমরা বুঝতে পারলাম, রাষ্ট্রপতিকে সরানো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
>
> **আরিফ সোহেল**, সদস্যসচিব, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের প্রতি বিএনপির কোনো সহানুভূতি নেই; কিন্তু তাঁকে সরানোর চেষ্টার পেছনে অন্য কোনো বিষয় আছে কি না, অথবা সরানোর পর কী পরিস্থিতি হতে পারে, এসব বিষয়ে সংশয় রয়েছে বিএনপিতে।

এ ছাড়া ২৩ অক্টোবর সালাহউদ্দিন আহমেদসহ দলটির শীর্ষ পর্যায়ের তিনজন নেতা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে এ মুহূর্তে কোনো সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি না করার কথা বলেছিলেন। দলটি মনে করে, এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা হলে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবে, সেটা বিএনপি চায় না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির দুই নেতা তাঁদের অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি ছাত্রনেতাদের এ-ও বলেছেন, তাঁরা বিএনপির শীর্ষ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

» রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে নাগরিক কমিটি : তিনি আর বঙ্গভবনে থাকতে পারবেন না পৃষ্ঠা ২

» নিবন্ধ : রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রশ্নের মীমাংসা কীভাবে হবে পৃষ্ঠা ৮

সন্ত্রাসীদের বড় ‘প্রশ্রয়দাতা’ ছিলেন আ জ ম নাছির

আওয়ামী গডফাদার ১৭

শুধু চট্টগ্রাম নয়, আশপাশের জেলায়ও তাঁর সমান দাপট। ছাত্রলীগের ১১টি উপপক্ষের মধ্যে ৯টি তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

শুধু চট্টগ্রাম নয়, আশপাশের জেলায়ও তাঁর সমান দাপট। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ সহযোগী সংগঠনের কোনো কমিটি তাঁর ইশারা ছাড়া হয়নি। বিভিন্ন কলেজ, ওয়ার্ড ও থানা পর্যায়ে তাঁর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দাপিয়ে বেড়ায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। ক্ষমতার দাপটে নিজেও বন্দরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ডালপালা মেলেছেন।

তিনি হলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন। বলা হয়, ফেনীর সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী তাঁর শিষ্য। ২০১৫ সালে মেয়র পদে নাছিরের ‘একতরফা’ নির্বাচন সফল করতে এই শিষ্য চট্টগ্রামে মাস্তান পাঠিয়েছিলেন।

চট্টগ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্ররাজনীতির বড় নিয়ন্ত্রক আশির দশকের ছাত্রলীগের নেতৃত্বদানকারী আ জ ম নাছির উদ্দীন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ১১টি উপপক্ষের মধ্যে ৯টি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আন্তনগর ট্রেন ‘পঞ্চগড় এক্সপ্রেস’ লাইনচ্যুত হয়। এতে আট ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় কমলাপুরে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়। ছবি : সাজিদ হোসেন

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ চায় পুলিশ

সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক

পদোন্নতি-পদায়নে অবৈধ লেনদেন বন্ধ। এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন কর্মকর্তারা।

মাহমুদুল হাসান, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে পুলিশের পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি, নিয়োগ, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অবৈধ অর্থ লেনদেন হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে পুলিশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্বের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা প্রণয়ন ও বাহিনী পরিচালনায় স্বতন্ত্র কমিশন চান পুলিশ সদস্যরা।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বাহিনীটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে এই আলোচনাগুলো উঠে এসেছে। এতে কর্মকর্তারা বলেছেন, পুলিশকে সেবামুখী করতে পেশাগত মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও পদোন্নতি-পদায়নে লেনদেন বন্ধ করতে হবে। সংস্কারের আগে সমস্যার মূলে যেতে হবে এবং সমাধান করতে হবে। পুলিশ কেন মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, সেই উত্তর খুঁজতে হবে। এ কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারলে পুলিশকে সত্যিকারের জনগণের বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

পুলিশ সদর দপ্তরে ১৫ অক্টোবর সংস্কার কমিশনের সঙ্গে ওই বৈঠকে পুলিশের পক্ষ থেকে আইজিপি (পুলিশের মহাপরিদর্শক) ময়নুল ইসলামসহ সদর দপ্তর ও বিভিন্ন ইউনিটের অতিরিক্ত আইজিপি থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৫০-৬০ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেনের নেতৃত্বে কমিশনের আটজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি চূড়ান্ত না হওয়ায় বৈঠকে ছাত্র প্রতিনিধি ছিলেন না।

বৈঠকের কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে আলোচনার বিস্তারিত জানা যায়। বৈঠকের শুরুতে পুলিশের পক্ষ থেকে বাহিনীর বর্তমান অবস্থা ও সংস্কারের নানা দিক নিয়ে একটি ‘পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন’ দেওয়া হয়। এরপর আলোচনায় অংশ নেন কর্মকর্তারা।

আলোচনার এক পর্যায়ে কমিশনের একজন সদস্য সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) বিষয়ে কথা বলেন। এই বোর্ড পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) থেকে ওপরের

গণ-আন্দোলন দমাতে পুলিশকে এভাবেই ব্যবহার করেছে বিগত সরকার। গত ১৮ জুলাই রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায়। প্রথম আলো ফাইল ছবি

> “ পুলিশ সদস্যদের আগের অভিজ্ঞতা, সংকট ও সমাধানে বিভিন্ন পরামর্শ কমিশন শুনেছে। সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হবে।
>
> **সফর রাজ হোসেন**, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান

> “ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে প্রয়োজন স্বাধীন পুলিশ কমিশন। তারা দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বদলি, পদোন্নতি ও নিয়োগ দিলে অবৈধ লেনদেন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।
>
> **বাহারুল আলম**, এসবির সাবেক প্রধান

পদগুলোতে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেয়।

এই বোর্ডে আইজিপি সদস্য না হওয়ায় পদোন্নতিতে সব সময় কর্মকর্তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না বলে বৈঠকে কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন। এ সময় বিগত সরকারের সময় পুলিশের পদোন্নতি, নিয়োগ, বদলিতে রাজনৈতিক বিবেচনাসহ নানা অনিয়ম ও অবৈধ লেনদেন নিয়ে কথা বলেন কর্মকর্তারা। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিগত সরকারের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি সিন্ডিকেট দিয়ে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে পদোন্নতি, বদলি, নিয়োগ ও পদায়ন নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই সিন্ডিকেটে ছিলেন জননিরাপত্তা বিভাগের একজন যুগ্ম সচিব, চারজন উপসচিব ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী হিসেবে কাজ করা সাবেক এক অতিরিক্ত সচিব। বদলি-পদোন্নতিতে এমন সিন্ডিকেটের কারণে পুলিশে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে। অনেক কর্মকর্তা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বাহিনীতে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশও মানতেন না। এমন প্রভাবশালীদের অনেকে টাকার বিনিময়ে উপপরিদর্শক ও কনস্টেবল নিয়োগে জড়িত ছিলেন।

এ অবস্থা থেকে পুলিশকে বের করে আনতে বাহিনীতে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের প্রতি জোর দিয়েছেন কর্মকর্তারা। বৈঠকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সংস্কারের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালের ‘খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ’ এবং এর আগে যেসব পুলিশ কমিশন বা কমিটি হয়েছে, সেখান থেকেও অভিজ্ঞতা গ্রহণের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি কমিশনের পরিধি বাড়িয়ে এতে একজন বিচারক এবং একজন গণমাধ্যমকর্মীকে যুক্ত করার পরামর্শ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কমলাপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত, যাত্রীদের ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর কমলাপুর স্টেশন এলাকায় গত বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে আন্তনগর ট্রেন ‘পঞ্চগড় এক্সপ্রেস’ লাইনচ্যুত হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

গতকাল শুক্রবার সকাল আটটার দিকে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনটি উদ্ধার করা হয়। এরপর স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দুই ঘণ্টা দেরিতে দিনের ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) আরিফ মহিউদ্দিন গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া দিনের শেষ ট্রেন ছিল। ট্রেনটি যেখানে লাইনচ্যুত হয়েছিল, সেই স্থান পরিষ্কার করা হয়। এরপর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটের দিকে কমলাপুর স্টেশন থেকে ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়। স্টেশনের কাছে আউটার ইউলুপে ট্রেনের বগিগুলো লাইনচ্যুত হয়। এতে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সারদা পুলিশ একাডেমি

ক্লাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে প্রশিক্ষণরত ৫৯ এসআইকে শোকজ

প্রতিনিধি, *রাজশাহী*

রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে চূড়ান্তভাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণরত ৫৯ উপপরিদর্শককে (এসআই) কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ ক্লাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে গত সোম ও বৃহস্পতিবার তাঁদের নোটিশ দেওয়া হয়। এর আগে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণ দেখিয়ে ২৫২ এসআইকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

পুলিশ একাডেমির অধ্যক্ষের পক্ষে পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিক) তারেক বিন রশিদ স্বাক্ষরিত পৃথক চিঠিতে সোমবার ১০ জনকে আর বৃহস্পতিবার ৪৯ জনকে নোটিশ দেওয়া হয়। কয়েকজন এসআই নোটিশ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পুলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে সরাসরি কেউ এ বিষয়ে বক্তব্য না দিলেও একাডেমি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বৃহস্পতিবার ৪৯ জনকে দেওয়া কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়, ‘আপনি বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি রাজশাহীতে ৪০তম ক্যাডেট এসআই ২০২৩ ব্যাচে গত ৫ নভেম্বর থেকে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণরত আছেন। গত ২১ অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা চেমনি মেমোরিয়াল হলে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেট এসআইদের “আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধারার” ওপর ক্লাস ছিল। ওই ক্লাসে আইন প্রশিক্ষক হিসেবে পুলিশ পরিদর্শক মো. রেজাউল করিম, মো. নজরুল ইসলাম, মো. সিরাজুল ইসলাম ও শেখ শাহীন রাজা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ক্লাসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, আসনে বসার সময় আপনি শৃঙ্খলার সঙ্গে না বসে এলোমেলোভাবে বসে হইচই করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। রেজাউল করিমসহ সঙ্গীয় অন্যান্য পরিদর্শকেরা বারবার শৃঙ্খলার সঙ্গে বসার কথা বললেও আপনি তাঁদের নির্দেশ অমান্য ও কর্ণপাত না করে হইচই করতে থাকেন। পাঠদান চলাকালীন আপনার ক্লাসে কোনো মনোযোগ ছিল না এবং পাশাপাশি বসে কথাবার্তা বলছিলেন।’

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

মাহমুদুর রহমান মান্না ও শাহ আলমের সাক্ষাৎকার।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনে বিপদে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন

পরিবেশ-প্রতিবেশ

আগেও দ্বীপটি রক্ষায় তিন দফায় উদ্যোগ নেওয়া হয়। পর্যটন ব্যবসায়ীদের চাপে সরকার পিছু হটে। উদ্যোগ না নিলে প্রবালশূন্য হতে পারে দ্বীপটি।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

- তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন উজাড়, দূষণসহ ২০ ধরনের ঝুঁকি।
- সাদা মাছির উৎপাতে গাছপালা ধ্বংস হচ্ছে।
- নভেম্বর থেকে চার মাস পর্যটক যাতায়াত সীমিত করার সিদ্ধান্ত।

দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন কমপক্ষে ২০ ধরনের বিপদের মুখে পড়েছে। গত দুই যুগে এসব বিপদ তৈরি হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোনো দ্বীপটির মাটি, পানি ও বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের কারণে সৃষ্ট এসব বিপদের কারণে দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় দ্বীপের তাপমাত্রা কমপক্ষে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকছে।

গত ১৫ এপ্রিল *এনভায়রনমেন্টাল অ্যাডভান্স* নামের একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, পর্যটনের কারণে উচ্চ তাপমাত্রার পাশাপাশি লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন উজাড়, দূষণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, কচ্ছপের আবাস ধ্বংস, প্লাস্টিকের ব্যবহার, মিঠাপানির সংকট, জোয়ারে সমুদ্রভাঙনসহ নানা বিপদ দেখা দিয়েছে। দ্বীপে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ১০ হাজার থাকলেও সারা বছরে সেখানে কয়েক লাখ পর্যটক থাকেন।

দুই মাস ধরে দ্বীপে আরেকটি নতুন বিপদ হাজির হয়েছে। সেখানে দেখা দিয়েছে মারাত্মক ক্ষতিকর সাদা মাছির উৎপাত। এই মাছি দ্বীপের গাছপালা ধ্বংস করছে। ঐতিহাসিকভাবে সেখানে শতাধিক প্রজাতির গাছ ছিল। গত এক যুগে নারকেল ও কেওড়াগাছ ছাড়া বাকিগুলো বিলুপ্তির পথে। সাদা মাছির কারণে গত কয়েক মাসে ৩০০ নারকেলগাছ মারা গেছে।

জানতে চাইলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত *প্রথম আলো*কে বলেন, এ ধরনের জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র দ্বীপ রক্ষায় বিভিন্ন দেশ নানা উদ্যোগ নেয়। কারণ, এ ধরনের দ্বীপ তৈরি হতে হাজার হাজার বছর লাগে। কিন্তু কিছু পর্যটকের কয়েক যুগের অত্যাচারে তা কয়েক বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সেন্ট মার্টিন রক্ষায় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকা উচিত।

বিশেষজ্ঞরা সেন্ট মার্টিনের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অপরিকল্পিত পর্যটনকে দায়ী করছেন। তাঁরা বলছেন, মৌসুমি পর্যটকদের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও পরিবেশবিধ্বংসী বিনোদনের ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। গত এক যুগে দ্বীপটি রক্ষায় সরকার তিন দফায় পর্যটন নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছিল। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ রক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তর একটি প্রকল্প চালু করে। কিন্তু পর্যটন ব্যবসায়ীদের চাপে ওই অবস্থান থেকে সরে আসে সরকার।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৯৯ সালে সেন্ট মার্টিনকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণা করে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৪ জানুয়ারি বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী, সেন্ট মার্টিন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ১ হাজার ৭৪৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

সেন্ট মার্টিনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সর্বশেষ ২০২০ সালের আগস্টে সেখানে পর্যটক নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সরকারের তরফে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেসকে (সিইজিআইএস) একটি সমীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা শেষে জানায়, দ্বীপটিতে কোনোভাবেই পর্যটকদের রাতে থাকার অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না। শীতে পর্যটন মৌসুমে দিনে ১ হাজার ২৫০ জনের বেশি পর্যটক যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।

এ ব্যাপারে সিইজিআইএসের নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা আবদুল্লাহ *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘আমাদের ও অন্যান্য গবেষণায় বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে, এই দ্বীপ রক্ষায় পর্যটন নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নাই। পর্যটন প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপ ও অন্যান্য কারণে সরকারের পিছু হটলে চলবে না।’

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সেন্ট মার্টিন নিয়ে আন্তর্জাতিক *ওশান সায়েন্স জার্নাল*-এ প্রকাশিত এক গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়, ২০৪৫ সালের মধ্যে দ্বীপটি পুরোপুরি প্রবালশূন্য হতে পারে। বিশ্বজুড়ে বিলুপ্তপ্রায় জলপাই রঙের কাছিম, চার প্রজাতির ডলফিন, বিপন্ন প্রজাতির পাখিসহ নানা বন্য প্রাণীর বাস এই দ্বীপে। এসব প্রাণীও দ্বীপটি ছেড়ে চলে যাবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নারী বলেই কি কমলা এগোতে পারছেন না

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

হাসান ফেরদৌস

নিউইয়র্ক থেকে

নির্বাচনী জরিপে এক জায়গায় থমকে আছেন কমলা হ্যারিস। এক সপ্তাহ আগে তিনি জাতীয় জনমত জরিপে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে দুই পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। সে অবস্থার তেমন হেরফের হয়নি। অমীমাংসিত সাতটি অঙ্গরাজ্য, যেখানে এবারের নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হবে, তার কোনো কোনোটিতে সামান্য হলেও ট্রাম্প এগিয়েছেন। অন্যদিকে পেনসিলভানিয়ায় কমলা আধা পয়েন্ট হারিয়েছেন। খ্যাতনামা জরিপবিশেষজ্ঞ নেইট সিলভার বলেছেন, ভাবসাবে মনে হচ্ছে কমলা নয়, ট্রাম্পই জিতবেন।

মনে রাখা ভালো, কমলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন একজনের (ট্রাম্প) বিরুদ্ধে, যিনি দুবার কংগ্রেসে অভিশংসিত হয়েছেন এবং ৩৪ দফা ফৌজদারি অপরাধে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন। জেনারেল জন কেলি, যিনি ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ ছিলেন, তাঁকে ফ্যাসিস্ট নামে অভিহিত করেছেন। সাবেক রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির কন্যা ও একসময়ের প্রভাবশালী রিপাবলিকান নেত্রী লিজ চেনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, এই লোকটা প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন। তিনি ও তাঁর বাবা উভয়েই ট্রাম্পকে নয়, কমলা হ্যারিসকেই ভোট দেবেন বলে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরও কী করে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ের দোরগোড়ায়?

কথা উঠেছে, হয়তো আমেরিকা এখনো একজন নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করতে

সমর্থকদের মাঝে কমলা হ্যারিস। গত বৃহস্পতিবার জর্জিয়ায়। ছবি : এএফপি

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

» জলবায়ু বিষয়ে দুই মেরুতে অবস্থান কমলা ও ট্রাম্পের পৃষ্ঠা ১১

আজকের আবহাওয়া

রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৩ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ২ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : চট্টগ্রাম ও রাঙামাটিতে ৩৩.৫° সে.
সর্বনিম্ন : রাজারহাটে ২০.২° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৪৬	মাগরিব	৫:২৭
জোহর	১১:৪৬	এশা	৬:৪১
আসর	৩:৪৭	কাল ফজর	৪:৪৭

সেনাপ্রধান যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর শেষে দেশে ফিরেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ওয়াকার-উজ-জামান

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর শেষে গতকাল শুক্রবার দেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ১৫ অক্টোবর সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যান সেনাপ্রধান। গতকাল আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সফরকালে সেনাপ্রধান জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শান্তিরক্ষা মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধানসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সেনাপ্রধান ১৭ অক্টোবর নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশনস বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যঁ পিয়েরে লেখোয়া, ডিপার্টমেন্ট অব অপারেশনাল সাপোর্ট বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল অতুল খের এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার-সংক্রান্ত হাইকমিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ইলজে ব্র্যান্ড কেহরিসসহ শান্তিরক্ষা মিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় তাঁরা বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এসব বৈঠকে সেনাপ্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কমলাপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবশ্য ট্রেনটির গতি ধীরে থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। দীর্ঘ প্রায় আট ঘণ্টার চেষ্টায় গতকাল সকাল আটটার দিকে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার কারণে ট্রেনের শিডিউলে বিপর্যয় দেখা দেয়। এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। গন্তব্য যেতে দীর্ঘ সময় তাঁদের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় ট্রেন চলাচলের শিডিউলের বিপর্যয় হয়েছে। তবে সকাল থেকেই ট্রেন বাইরে থেকে ঢাকায় আসতে শুরু করে এবং ঢাকা থেকেও ছেড়ে যায়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সমাবেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য এবং আহতরা অংশ নেন। গতকাল রাজধানীর লালবাগের হাজী আব্দুল আলীম ঈদগাহ মাঠে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

তিনি আর বঙ্গভবনে থাকতে পারবেন না

রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে নাগরিক কমিটি

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'ঢাকা রাইজিং' শিরোনামে লালবাগে জাতীয় নাগরিক কমিটির সমাবেশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র নিয়ে 'মিথ্যাচার' করায় মো. সাহাবুদ্দিন আর কোনোভাবেই রাষ্ট্রপতির পদে থাকতে পারেন না বলে মনে করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীতে এক সমাবেশে নাগরিক কমিটির নেতারা অভিযোগ করেছেন, বঙ্গভবনে বসে দেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা করছেন সাহাবুদ্দিন। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।

'ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে' রাজধানীর লালবাগের হাজী আব্দুল আলীম ঈদগাহ মাঠে গতকাল সমাবেশ করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। 'ঢাকা রাইজিং' শিরোনামে এটি তাদের তৃতীয় সমাবেশ। সমাবেশে দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেন। এর আগে ৬ অক্টোবর যাত্রাবাড়ী এবং ১৮ অক্টোবর মেরুল বাড্ডায় দ্বিতীয় সমাবেশ করে তারা। রাজধানীর লালবাগ, কামরাঙ্গীরচর, চকবাজার, বংশাল ও কোতোয়ালি এলাকাকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের 'পালস পয়েন্ট' হিসেবে উল্লেখ করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটি।

রক্তের দাগ শুকানোর আগেই দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য রাষ্ট্রপতি পাঁয়তারা করছেন বলে সমাবেশে অভিযোগ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির বিষয়ে ৫ আগস্ট দফারফা হয়ে গেছে। গণ-অভ্যুত্থানের দিনই সংবিধান অকার্যকর হয়ে গেছে। সাহাবুদ্দিন আর বঙ্গভবনে থাকতে পারবেন না। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার দাবি জানান তিনি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'আপনারা ৫ তারিখে (৫ আগস্ট) ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; কিন্তু এখন নির্বাচনের কলা ঝুলিয়ে বাংলাদেশে বিভাজনের রাজনীতি আপনারা চালু করেছেন।'

সমাবেশে জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, মহামান্যের চেয়ারে বসে যিনি 'মহামিথ্যাচার' করতে পারেন, তিনি কোনোভাবেই আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের ব্যাপারে বিএনপি, জামায়াত, গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণ অধিকার পরিষদসহ সব রাজনৈতিক দলকে অতি দ্রুত এক হতে হবে। ঐকমত্য না থাকলে হাসিনার দোসরদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়তে হবে।

দেশ অনেক সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে আখতার হোসেন বলেন, এই সংবিধানকে বাংলাদেশের মানুষ আর সহ্য করবে না। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, ছাত্রলীগকে মদদ দেওয়া শিক্ষক ও প্রশাসকদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে।

শেখ হাসিনা চলে গেলেও সংকট এখনো কাটেনি বলে মনে করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য মানজুর-আল-মতিন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সঙ্গে কয়েক শ চলে গেছে। বাকিরা তো রয়ে গেছে। তারা চাইছে, আগের পুরোনো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে।

গুম-খুনের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে সমাবেশে উল্লেখ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আরেক সদস্য সানজিদা রহমান। তিনি বলেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। দেশের কোথাও 'আওয়ামী শক্তিকে' মাথাচাড়া দিতে দেওয়া হবে না।

'চাঁদাবাজেরা চেপে বসেছে'

পুরান ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা ফোন করে চাঁদাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করার আকুতি জানাচ্ছেন বলে সমাবেশে উল্লেখ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য আবদুল্ল্যাহ আল মামুন ফয়সাল। তিনি বলেন, খুনিরা বিভিন্ন নামে আবার পুনর্বাসিত হচ্ছে। এদের রুখে দিতে হবে।

যারাই লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে, তারাই স্বৈরাচার হয়ে ওঠে বলে মন্তব্য করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আরেক সদস্য মশিউর রহমান। তিনি বলেন, যদি একটি সঠিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করা না যায়, তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে ভিলেন (খলনায়ক) হয়ে যেতে হবে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের কয়েকজন স্বজন লালবাগের সমাবেশে বক্তব্য দেন। তাঁদের একজন কামরুল হাসান। তাঁর ছেলে খালিদ হাসান গত ১৮ জুলাই গুলিতে নিহত হন। গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য খালিদ জীবন দিয়েছে উল্লেখ করে কামরুল হাসান বলেন, কৃষকেরা মূল্য পায় না; কিন্তু ক্রেতারা বাজারে গিয়ে হাঁসফাঁস করে। ৪০ টাকার বেগুন ১২০ টাকায় কিনতে হয়। আবারও সেই চাঁদাবাজেরা চেপে বসেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চাঁদাবাজদের হাত ভাঙতে পারলেই বাংলাদেশ মুক্তি পাবে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত হওয়া কয়েকজন সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ বক্তব্য দেন। এমনই একজন রাকিবুল হাসান। তিনি রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

রাকিবুল অভিযোগ করেন, বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরিচয়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল হচ্ছে। এ কারণেও সহায়তা পেতে সমস্যা হচ্ছে। তাঁর নাম ও বাবার নাম লেখার ক্ষেত্রে ভুল করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এসব বিষয়ে সরকারকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সমাবেশে 'মুজিববাদ মুর্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়া হয়। এই সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাইফ মোস্তাফিজ, সালেহ উদ্দিন সিফাত, মো. নিজাম উদ্দিন প্রমুখ। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য মুতাসিম বিল্লাহ।

ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকাকে সমর্থন করবে রাশিয়া

ইউএনবি, ঢাকা

রাশিয়ার পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী সের্গেই এ রিয়াবকভ বাংলাদেশের সঙ্গে 'পরিণত' সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ব্রিকস প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করায় বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ব্রিকসের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সময় মস্কো ঢাকাকে বৃহত্তর ভূমিকায় সমর্থন করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী সের্গেই এ রিয়াবকভ।

রাশিয়ার কাজানে ১৬তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে পররাষ্ট্রসচিব মো. জসিম উদ্দিন রাশিয়ার পররাষ্ট্র উপমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে আলোচনা করেন। এ সময় রুশ পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী তাঁকে এ আশ্বাস দেন।

বৈঠকে উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করেন তাঁরা। আলোচনায় রাশিয়ার মস্কোয় পরবর্তী ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

পররাষ্ট্রসচিব বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তাঁরা দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি ও খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাজনৈতিক ঐক্যের চেষ্টায় ছাত্রনেতারা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর্যায়ে ছাত্রনেতাদের দাবি ও বক্তব্যগুলো জানাবেন।

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, সদস্যসচিব আরিফ সোহেল, মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ ও মুখপাত্র উমামা ফাতেমা এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র সামান্তা শারমিন ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম।

নীতিগতভাবে একমত জামায়াত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা গতকাল শুক্রবার বৈঠক করেন জামায়াতে ইসলামীর তিন নেতার সঙ্গে। মগবাজারে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠকে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও হামিদুর রহমান আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সাহাবুদ্দিনকে সরানোর বিষয়ে ছাত্রনেতৃত্বের দাবির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী নীতিগতভাবে একমত বলে জানায়। তবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন করার পক্ষে মত দেয় দলটি।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ এবং তারপর কী করণীয় হবে, এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরও আলোচনা করে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সমাধান করতে চায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক কমিটি। সে কথা তাঁরা বৈঠকে জামায়াত নেতাদের জানিয়েছেন বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

বিএনপির সঙ্গে যাঁরা বৈঠক করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সারজিস আলম ছাড়া বাকিরা জামায়াতের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা পাঁচ দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানাচ্ছি। একটি রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা করছি। আলোচনার মাধ্যমে ঐক্য তৈরি হওয়ার পর আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জানাব।'

রাষ্ট্রপতিকে অপসারণসহ পাঁচ দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল। গত বুধবার বিএনপির তিন নেতা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা সৃষ্টি না করার মত দেন। এরপর বিএনপির অবস্থানের বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা।

গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। একজন উপদেষ্টা *প্রথম আলোকে* জানান, বিএনপিসহ বিভিন্ন দল এ মুহূর্তে কোনো সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির পক্ষে নয়। ছাত্রনেতৃত্বও চাপ বাড়াচ্ছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে জটিলতা বাড়তে পারে বলে সরকার মনে করছে। সে জন্য উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমেই এর সমাধান খোঁজার সিদ্ধান্ত হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি বিএনপি ও জামায়াতের পর পর্যায়ক্রমে ইসলামী আন্দোলন, গণ অধিকার পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলনসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে বৈঠক করবে বলে জানা গেছে।

বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ছাত্রনেতাদের অনেকে মনে করছেন, তাঁদের দাবির পক্ষে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করা সম্ভব। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা যা বুঝতে পারলাম, রাষ্ট্রপতিকে সরানো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু পরবর্তী প্রক্রিয়া, দেশে যাতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে; সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সরানো বা সংবিধান পরিবর্তনের আলোচনা কীভাবে এগোনো যায়, সেটি নিয়ে আরও আলোচনার অবকাশ আছে। সে জন্য হয়তো আমাদের আরও সময় নিতে হবে; কিন্তু আলোচনার অগ্রগতি ইতিবাচক।'

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ চায় পুলিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেন। এ ছাড়া দ্রুত একজন ছাত্র প্রতিনিধিকে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।

এরই মধ্যে কমিশনের একটি সূত্র *প্রথম আলোকে* জানিয়েছে, কমিশনের প্রাথমিকভাবে আরও দুজন সদস্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে বিচার বিভাগের একজনকে রাখার জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে বলা হবে। শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মনোনয়নের বিষয়টিও দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংস্কার কমিশনের সদস্যরা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও নিজেদের মধ্যে দফায় দফায় আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করছেন। এ সময় আরও বেশ কিছু প্রস্তাব এসেছে।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব সফর রাজ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, পুলিশ সদস্যদের আগের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, সংকট ও সমাধানে বিভিন্ন পরামর্শ কমিশন শুনেছে। সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হবে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাজ্য, জাপানসহ উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা থেকে পুলিশকে উত্তম চর্চার ধারায় ফেরানোর প্রস্তাবও থাকবে। এ ছাড়া ২০০৭ সালের পুলিশ অধ্যাদেশের খসড়া কমিশনকে দেওয়া হলে সেটাও বিবেচনা করা হবে।

পরিচালনার ক্ষমতায় ভারসাম্য রক্ষার দাবি

কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে পুলিশের কর্মকর্তারা বাহিনী পরিচালনার ক্ষমতায় ভারসাম্য রক্ষার দাবি জানান। তাঁরা বলেন, পুলিশের ওপর বিভিন্ন সময়ে অনিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়েছে। প্রশাসনিক জটিলতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা পুলিশকে তার নিয়মিত কাজে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ পুলিশিংয়ের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পুলিশের। কিন্তু বাহিনীর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন), লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা, প্রণোদনাসহ বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করতে পুলিশের ক্ষমতা সীমিত। এতে পুরো বাহিনীতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বৈঠকে পুলিশের পদোন্নতির ক্ষেত্রে আইজিপিকে এসএসবি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ বিষয়ে কমিশনের সদস্যরাও একমত পোষণ করে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পুলিশ যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, প্রভাবমুক্ত হয়ে, সততা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে কাজ করতে পারে, সে জন্য জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বৈঠকে উঠে আসে।

শ্রীলঙ্কার কমিশন থেকেও অভিজ্ঞতা গ্রহণের পরামর্শ দেন কেউ কেউ। এ বিষয়ে সংস্কার কমিশনের এক সদস্য *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কার পুলিশ পরিচালনায় ক্ষমতার সুন্দর ভারসাম্য আছে। সেখানে পুলিশ কমিশন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নয়; বরং সংসদীয় কমিটির কাছে দায়বদ্ধ। এ কারণে ওই দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু হলেও পুলিশে ভঙ্গুর অবস্থা তৈরি হয়নি। আমরা সেই অভিজ্ঞতা নিতে পারি।' তিনি বলেন, প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশনে নাগরিক সমাজের ৪ জন প্রতিনিধি, সরকারি ও বিরোধী দলের ২ জন করে ৪ জন সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ১০-১২ জন সদস্য রাখা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শেখ সাজ্জাদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ চাই। মানুষকে প্রত্যাশিত সেবা দিতে চাইলে এ কাজ করতেই হবে। এটা বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা লাগবে।'

নতুন ইউনিট গঠনসহ আরও পরামর্শ

সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তরে বৈঠকের কার্যবিবরণীতে আরও কিছু পরামর্শ বা প্রস্তাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন সময়ের প্রয়োজনে পরিবেশ পুলিশ, সাইবার পুলিশ, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটসহ আরও কিছু নতুন ইউনিট গঠনের কথা এসেছে। সাইবার অপরাধ, আর্থিক অপরাধ ও আন্তদেশীয় অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিও এসেছে। পুলিশের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ দূর করে নীতিনির্ভর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি) নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

বৈঠকে কমিশনকে জানানো হয়, বর্তমানে পুলিশের বিভিন্ন ধরনের যানবাহন প্রয়োজন ১৬ হাজার ১২৪টি; কিন্তু আছে ১০ হাজার ৯৪৬টি। পুলিশি কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনারও দাবি জানান কর্মকর্তারা।

বর্তমানে পুলিশে নারী সদস্য রয়েছে মোট জনবলের ৮ শতাংশ। জেন্ডার ইস্যু মোকাবিলায় আরও অধিক সংখ্যক নারী নিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় বৈঠকে। পুলিশের বিভিন্ন কল্যাণ (আট ঘণ্টা ডিউটি, ছুটি, ঝুঁকি ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি) নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে সংস্কার কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়া জনগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কথাও সংস্কার প্রস্তাবে রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।

আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব

ঔপনিবেশিক যুগের পুলিশ আইন-১৮৬১, পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গলসহ অন্যান্য আইন ও বিধি প্রয়োজনীয়তার আলোকে সংশোধনের প্রস্তাব আসে বলে বৈঠকের কার্যবিবরণীতে আসে। এ প্রসঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের সদস্যরা বলেন, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের অনেকগুলো বিষয় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ও অপ্রাসঙ্গিক। এ ছাড়া অন্যান্য বিদ্যমান আইন, যেগুলো বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখে, সেগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। এ জন্য আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশ গড়ে তুলতে পুলিশ কমিশন গঠন এবং পুলিশ আইনসহ অন্যান্য আইন ও বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রয়োজন।

কমিউনিটি পুলিশিং, বিট পুলিশিং, ওপেন হাউস ডে, নারী শিশু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ডেস্ক, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মতো জনবান্ধব কার্যক্রমগুলো গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেন কমিশনের সদস্যরা।

অতিরিক্ত আইজিপি (সিআইডি) মো. মতিউর রহমান শেখ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখন অপরাধের ধরন বদলেছে। তাই পুলিশের জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে সাইবার অপরাধ ও আর্থিক অপরাধ। সংস্কার প্রস্তাব তৈরিতে এ বিষয়গুলোও বিবেচনায় রাখার জন্য কমিশনকে বলেছি।'

থানায় সেবা বৃদ্ধির ওপর জোর

থানায় সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একধরনের ভীতি বা অনীহা কাজ করে। এর থেকে উত্তরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এ বিষয়গুলো সংস্কার প্রস্তাবে রাখার বিষয়ে মত দিয়েছেন সংস্কার কমিশনের সদস্যরা।

তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মানুষ যাতে অহেতুক হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার না হয়, সে বিষয়ে নজর রাখার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। এ ছাড়া সাক্ষী হাজির ও লাশ ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় আসে।

ভবিষ্যতে পুলিশের মাধ্যমে কোনো নাগরিক যাতে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ বা নির্যাতনের শিকার না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখার বিষয়টিও আলোচনায় আনেন কমিশনের সদস্যরা।

বিদেশে পুলিশ পুনর্গঠনে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সাবেক প্রধান বাহারুল আলমের। তাঁর মতে, পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে প্রয়োজন একটি স্বাধীন পরিচালনাকারী কমিশন বা কর্তৃপক্ষ। সেই কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে দক্ষ ও যোগ্য লোক দিয়ে। কমিশন যখন দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বদলি, পদোন্নতি ও নিয়োগ দেবে, তখন অবৈধ লেনদেন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে জবাবদিহির সংস্কৃতি তৈরি হবে, সঠিক ব্যক্তি সঠিক জায়গায় বসতে পারবেন। ভালোকে পুরস্কৃত ও অপরাধীকে শাস্তির ক্ষেত্রে পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কঠোর হলে পুলিশের সামগ্রিক শৃঙ্খলাও ফিরে আসবে।

সন্ত্রাসীদের বড় 'প্রশ্রয়দাতা' ছিলেন আ জ ম নাছির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ, খুন, চাঁদাবাজি, হলের কক্ষ দখল, কর্মকর্তাদের মারধর, যৌন হয়রানি, ভাঙচুর ও শিক্ষক-ঠিকাদারদের হুমকির পেছনে ছিল নাছিরপন্থীদের আধিপত্য।

শেষ পাঁচ বছরে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে অন্তত ১৬৮ বার। এ ছাড়া সিআরবির জোড়া খুন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক দিয়াজ ইরফান চৌধুরী হত্যায় নাছিরপন্থীদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ছিল। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতেন আ জ ম নাছির।

বড় দলের শীর্ষ নেতা হলেও ছোটখাটো সংগঠনের পদও ছাড়তে রাজি ছিলেন না তিনি। দল পরিচালনা এবং তৃণমূল কমিটি গঠন নিয়ে দলের ভেতরেও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ রয়েছে। আবার মেয়র থাকাকালে প্রকৌশলীকে থাপ্পড় মারা, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৫ শতাংশ ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ তুলে সমালোচনার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আমলে আগাম ৩৩ কোটি টাকা নিয়ে কাজ ফেলে ঠিকাদারের পলায়নের ঘটনাও ঘটে। সড়কবাতির কাজেও হয় অনিয়ম।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতায় নাছিরপন্থীরা

এক দশকের বেশি সময় ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ ছিল ছাত্রলীগের ১১টি উপপক্ষের হাতে। ছাত্রলীগের দুটি পক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছিল সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর। বাকিগুলো নাছিরের নিয়ন্ত্রণে। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর ক্যাম্পাস ছাড়েন ছাত্রলীগের এসব উপপক্ষের নেতা-কর্মীরা। ভিন্নমত দিলেই শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে নির্যাতন করা হতো। ১৬৮ বার মারামারি ছাড়াও নিয়োগে প্রভাব বিস্তার, উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙচুর, শাটল ট্রেনের চালককে অপহরণের ঘটনাও ঘটেছে অন্তত ৪০ বার।

অভিযোগ রয়েছে, আ জ নাছির উদ্দীনের সুপারিশেই অছাত্র হয়েও কমিটিতে পদ পেতেন তাঁর অনুসারীরা। এর মধ্যে অন্যতম শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক রাজু মুন্সি। চট্টগ্রামের সিআরবির জোড়া খুন মামলার আসামি রাজু মুন্সি চাঁদাবাজি, মারামারি ও কখনো শিক্ষককে মারার হুমকির মাধ্যমে আলোচনায় থেকেছেন। এ ছাড়া এককভাবে আবাসিক হল নিয়ন্ত্রণ করেছেন আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সায়েদুল ইসলাম, শামসুজ্জামান সম্রাট, সহসভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী, মইনুল ইসলাম, আবু বক্কর তোহা আর নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক সাজ্জাদ আনম।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ঠিকাদার—সবাই অতিষ্ঠ ছিলেন। অতিষ্ঠ হয়ে নির্মাণকাজও বন্ধ করতে হয়েছে ঠিকাদারদের। একাধিকবার মামলা ও অভিযোগ করে পরিত্রাণ মেলেনি। গত বছর ৯ এপ্রিল ছাত্রলীগের তিন নেতার বিচারের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। এর মধ্যে শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মোফাজ্জল হায়দার ইবনে হোসাইন ও সাদেক হোসেন আ জ ম নাছির অনুসারী।

এ ছাড়া একই বছর চাঁদা না দেওয়ায় প্রধান প্রকৌশলীকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত রাজু মুন্সির বিচার দাবি করে কর্মবিরতি পালন করেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। একই বছর ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদা না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এই ভাঙচুরে ৩ কোটি ২৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয় বলে জানায় প্রশাসন। এ ঘটনায় করা মামলায় ছাত্রলীগের ১২ নেতা-কর্মীর ছয়জনই ছিলেন নাছিরের অনুসারী।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে (চমেক) ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘদিন ধরে নাছিরের হাতে। পাঁচ বছর ধরে এখানে ছাত্রলীগের আরেকটি পক্ষ সক্রিয় হয়। ওই পক্ষ নিজেদের মহিবুল হাসান চৌধুরীর বলয়ভুক্ত হিসেবে পরিচয় দিত। দুই পক্ষের মধ্যে কয়েকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় চমেকে। একইভাবে চট্টগ্রাম আইন কলেজ এবং সরকারি কমার্স কলেজের ছাত্ররাজনীতিও নিয়ন্ত্রণ করতেন নাছির উদ্দীন।

অস্ত্রবাজিতে নাছিরের অনুসারীরা

আ জ ম নাছির উদ্দীনের অস্ত্রধারীদের মধ্যে সাইফুল আলম ওরফে লিমন, আলমগীর টিপু, ইকবাল টিপু, মো. ফিরোজ, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এসরারুল হক, আবদুল কাদের ওরফে মাছ কাদের অন্যতম। জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মাঠে ছিলেন ফিরোজ ও এসরারুল।

১৬ জুলাই মুরাদপুরে ফিরোজ এবং ৪ আগস্ট চান্দগাঁও থানা এলাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর এই দুজন গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফিরোজের অস্ত্র হাতে ছবিও পত্রিকায় এসেছে। সংঘর্ষের ঘটনায় হওয়া অন্তত পাঁচটি মামলায় এই দুজনকে আসামি করা হয়েছে।

নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (গণমাধ্যম) কাজী মো. তারেক আজিজ বলেন, ফিরোজ, এসরারুল হকসহ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

ফিরোজ একসময় ছাত্রশিবিরের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং ২০১৩ সালের জুলাই মাসে অস্ত্রসহ দুবার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। ২০১৪-১৫ সালের দিকে তিনি নিজেকে যুবলীগ নেতা হিসেবে নগরের বায়েজিদ এলাকায় বিলবোর্ড টাঙান। বিলবোর্ডে আ জ ম নাছির ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা দিদারুল আলমের ছবি ছিল। ফিরোজ এখনো নাছিরের বলয়ভুক্ত।

এসরারুল হকও আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী। তিনি চান্দগাঁও ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তাঁর বিরুদ্ধে আগে থেকেই অস্ত্রবাজির অভিযোগ রয়েছে। তিনি এলাকায় একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। তিনি কিশোর গ্যাং লিডার হিসেবেও পুলিশের তালিকায় রয়েছেন।

২০১৩ সালের জুনে সংঘটিত সিআরবির জোড়া খুন মামলার আসামি সাইফুল আলম ওরফে লিমন। নিউমার্কেট এলাকায় গত ৪ আগস্ট আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনায়ও আসামি এই লিমন। এ ছাড়া নাছিরপন্থী ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন ও উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের নিছার আহমেদ ওরফে মঞ্জুকেও এই মামলায় আসামি করা হয়।

এ ছাড়া নাছির অনুসারী কাউন্সিলরদের মধ্যে উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের জহুরুল হক জসিমের বিরুদ্ধে এলাকায় পাহাড় কাটা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। নাছিরের প্রশ্রয়ে জসিম ছিলেন বেপরোয়া। তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত পাঁচটি মামলা রয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারার অভিযোগে একটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

বিতর্কিত ভোটে মেয়র এবং অনিয়ম

২০১৫ সালে তৎকালীন মেয়র মনজুর আলমকে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে হারিয়ে প্রথমবার মেয়রের চেয়ারে বসেন আ জ ম নাছির উদ্দীন। ফেনীতে নাছিরের অনুসারী হিসেবে পরিচিত সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী নির্বাচনে আধিপত্য বিস্তার ও ভোট চুরির জন্য দলে দলে সন্ত্রাসী পাঠিয়েছিলেন। ফলে দুপুর ১২টার মধ্যে মনজুর আলম নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

পাঁচ বছর মেয়র থাকাকালে নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে নাছিরের বিরুদ্ধে। এ কারণে ২০২০ সালে দ্বিতীয়বার আর মনোনয়ন পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে। মেয়র থাকাকালে আ জ ম নাছির উদ্দীনের বিরুদ্ধে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এক প্রকৌশলীকে নগর ভবনে থাপ্পড় মারার অভিযোগ ওঠে। পোর্ট কানেকটিং (পিসি) সড়ক সম্প্রসারণের একটি জায়গা নিয়ে সিটি করপোরেশন ও গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে।

কাজ শেষ করার আগে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ৩৩ কোটি টাকা দেওয়ার অভিযোগও ছিল মেয়রের বিরুদ্ধে। 'টাকা নেই' অজুহাতে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন ঠিকাদার। 'দরদ' দেখিয়ে ঠিকাদারকে অন্য প্রকল্প থেকে আট কোটি টাকা দিয়ে দেয় সিটি করপোরেশন। ২০১৮ সালে চট্টগ্রাম নগরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উন্নয়ন প্রকল্পে ঠিকাদারদের এ সুবিধা দেওয়া হয়। টাকা নিয়ে মাঝপথে কাজ ফেলে চলে গেছেন ঠিকাদারেরা। প্রকল্প দুটি হচ্ছে পোর্ট কানেকটিং (পিসি) সড়কের উন্নয়ন এবং মহেশ খালের পাশে বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ।

৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের দুটি অংশের কাজ পেয়েছিল মেসার্স রানা বিল্ডার্স ও মেসার্স রানা বিল্ডার্স-ছালেহ আহম্মদ নামের দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। প্রকল্প কাজের যাবতীয় কাজ করত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'ছালেহ আহম্মদ'। এই প্রতিষ্ঠানের মালিক কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার পীরযাত্রাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাকির হোসেন।

এই কাজের জন্য ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের কুমিল্লা শাখা থেকে ঋণ নেয় দুটি প্রতিষ্ঠান। শর্ত ছিল প্রতিষ্ঠান দুটির প্রাপ্য টাকার চেক ঠিকাদারদের পরিবর্তে ব্যাংকের প্রতিনিধিকে দেওয়ার; কিন্তু সিটি করপোরেশন নিজেই এই শর্ত ভঙ্গ করে ২৫ কোটি টাকার ১৪টি চেক সরাসরি ঠিকাদারকে তুলে দিয়েছে।

স্বেচ্ছাচারিতা

২০১৩ সালে নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন আ জ ম নাছির উদ্দীন। একই কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। ২০১৭ সালে মহিউদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকে দলের একক নিয়ন্ত্রণ যায় নাছিরের হাতে। তখন মহিউদ্দিনপন্থীদের বিপরীতে দলে নিজের বলয় প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এ নিয়ে বিরোধ চাঙা হয়ে ওঠে। সর্বশেষ এ বছরের ২০ জুন থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বর্ধিত সভায় যুগ্ম সম্পাদক ও সদ্য বিদায়ী মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতণ্ডায় জড়ান নাছির।

ওই সময় রেজাউল করিম অভিযোগ করেছিলেন, দলের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নাছির নিজের ইচ্ছেমতো স্বেচ্ছাচারী মনোভাব নিয়ে নাছির নগরের ওয়ার্ড, থানা ও ইউনিট কমিটি গঠন করেছেন। এসব কমিটিতে ত্যাগীদের মূল্যায়ন করা হয়নি।

চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার (সিজেকেএস) সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আ জ ম নাছির উদ্দীন এক যুগের বেশি সময় নেতৃত্ব দেন। ২০১১ সালে তিনি প্রথম তখনকার সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানকে হারিয়ে কর্তৃত্ব নেন। এরপর আরও তিন দফায় একই পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ঝামেলা এড়াতে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রার্থী হননি।

চট্টগ্রাম কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির পদ নিতে জালিয়াতিতে অংশ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে নাছিরের বিরুদ্ধে। পরপর তিনবার এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। এরপর ওই পদে তাঁর বড় ভাই সাইফুদ্দিনকে সভাপতি করা হয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার সদস্যের এই সমিতিতে থাকাকালে এলাকার জায়গা বেচাকেনা, অংকুর সোসাইটি স্কুলে ভর্তি-বাণিজ্যসহ নানা সুবিধা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

আ জ ম নাছির চট্টগ্রাম ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের সভাপতি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক হিসেবেও রয়েছেন। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরও তিনি পদ ছাড়েননি।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পতনের পর আ জ ম নাছির উদ্দীন আত্মগোপনে চলে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোনে যোগাযোগ করা হলেও পাওয়া যায়নি।

নাছিরের রাজনীতিতে উত্থান

আশির দশকের শুরুতে আ জ ম নাছির উদ্দীন আওয়ামী রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৭৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি হন। একই সময়ে নগর ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ ও ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। একসময় তিনি নগরের ছাত্ররাজনীতিতে একটি গ্রুপ তৈরি করেন। এরপর ধীরে ধীরে তা আওয়ামী রাজনীতিতে ছড়িয়ে দেন।

নাছির উদ্দীন পরপর দুবার নগর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। নভেম্বর ২০১৩ সালে নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন। সেই কমিটি এখনো বহাল রয়েছে।

আ জ ম নাছির উদ্দীনের কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) চট্টগ্রামের সম্পাদক আখতার কবির চৌধুরী বলেন, সব সময় ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা, তাঁর অনুসারী ছাত্রদের মারামারি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো নাছির উদ্দীনের নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ছিল। ছাত্রদের সুনাগরিক ও সুরাজনীতিবিদ হিসেবে গড়ে না তুলে তাঁদের দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দায় এড়াতে পারেন না তিনি। এ কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছাত্রদের পড়ালেখার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে। একজন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে এটা কাম্য নয়।

“ ৫ আগস্টের পর গিরগিটির মতো অনেক ভুয়া সমন্বয়ক তৈরি হয়েছে। আমাদের থেকে তাদের আলাদা করতে হবে।

সারজিস আলম, সাধারণ সম্পাদক, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, গতকাল মাদারীপুরে এক মতবিনিময় সভায়

সংক্ষেপে

বিজিবি ও বিএসএফের বৈঠক স্থগিত

বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠেয় ওই বৈঠক আগামী মাসে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ভারতের সংবাদমাধ্যম পিটিআই জানিয়েছে, বাংলাদেশের পরিকল্পনায় পরিবর্তনের কারণে বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। বিজিবি ও বিএসএফের প্রধানদের নেতৃত্বে বছরে দুবার এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবার ১৮ থেকে ২২ নভেম্বরের মধ্যে নয়াদিল্লিতে এ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। পিটিআই জানিয়েছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আলোচনা স্থগিতের কথা জানানো হয়। বিএসএফ ও বিজিবির মহাপরিচালক পর্যায়ের এই বৈঠক হবে ৫৫তম। সর্বশেষ চলতি বছরের মার্চে ঢাকায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পিটিআই, *নয়াদিল্লি*

হিযবুত তাহ্‌রীরের দুই সদস্য গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)। রাজধানীর তুরাগ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসি। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পক্ষ থেকে পাঠানো এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। হিযবুত তাহ্‌রীরের ওই দুই সদস্যের পরিচয় জানায়নি পুলিশ। তাঁদের কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা-ও জানানো হয়নি। সন্ত্রাসবিরোধী আইন-২০০৯-এর অধীন হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ করা হয়। 'জননিরাপত্তার জন্য হুমকি' ও 'দেশের আইনশৃঙ্খলাবিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করে এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রজাপতি

ফুলে ফুলে উড়ে মধু পান করছে প্রজাপতি। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের লাউয়াছড়ায় গতকাল। ছবি : শিমুল তরফদার

আত্মগোপনে থাকা ঢাবি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মামার বাড়িতে আত্মগোপনে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা ছাত্রলীগের উপক্রীড়া সম্পাদক জাহিদুল হককে (২৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে সদর উপজেলার তালশহর ইউনিয়নে এ অভিযান চালায় পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সদর ও রাজধানীর শাহবাগ থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। জাহিদুলের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার লামাবাইক এলাকায়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ওসি মো. মোজাফফর হাসেন বলেন, জাহিদুল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের মারধরের নেতৃত্বে ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া*

পাখির হাট দেশি-বিদেশি নানা জাতের পাখির হাট বসে রাজধানীর মিরপুরে শাহ আলী মার্কেট এলাকায়। অনেকেই আসেন দূরদূরান্ত থেকে। ম্যাকাও পাখিটি বিক্রি হয় ২ লাখ ১০ হাজার টাকায়। গতকাল সকালে। ছবি : জাহিদুল করিম

সংকটে ৩৫ শিশু বিকাশ কেন্দ্র

শিশু স্বাস্থ্য

৩৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বেতন নেই তিন মাস ধরে। বিশেষ শিশুদের চিকিৎসা বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

শিশির মোড়ল, *ঢাকা*

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার লক্ষ্যে গড়ে তোলা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী ও কর্মীরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। বেতন কবে হবে, সেই নিশ্চয়তাও নেই। সরকার শিগগিরই পদক্ষেপ না নিলে বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যায় থাকা শিশুদের চিকিৎসা ঝুঁকিতে পড়বে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, দেশে শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে ৩৫টি। এর একটি আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বহির্বিভাগে। ২১ অক্টোবর ওই কেন্দ্রে ১৪ জন শিশু চিকিৎসার জন্য এসেছিল। তাদের মধ্যে ছয়জনের ছিল সেরিব্রাল পালসি, দুজনের ডাউন সিনড্রোম, দুজনের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুজনের মৃগীরোগ ও দুজনের বাক্‌প্রতিবন্ধিতা ছিল। কর্মকর্তারা জানালেন, আগের দিন এই ধরনের নানা সমস্যায় ভোগা ৩২ জন শিশুকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল।

এর আগে ১০ অক্টোবর এই কেন্দ্রে কথা হয় মোহাম্মদ পরশমনির সঙ্গে। তাঁর সংসার চলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে চা বিক্রি করে। তাঁর একটিমাত্র ছেলে, বয়স দেড় বছর। ছেলের বয়স যখন সাত মাস, তখন খিঁচুনির সমস্যা ধরা পড়ে। ছেলেকে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে দেখান, পরে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে। চিকিৎসকের পরামর্শে ছেলেকে ওষুধ খাওয়াতে থাকেন। কিন্তু ছেলে পুরোপুরি ভালো হয় না।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের একদিন ছেলের প্রবল খিঁচুনি দেখা দেয়। মোহাম্মদ পরশমনি আবার চিকিৎসকের কাছ যান। চিকিৎসকেরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আসার পরামর্শ দেন। তখন থেকেই ঢাকা মেডিকেলের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ছেলের চিকিৎসা চলছে। মোহাম্মদ পরশমনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ডাক্তারেরা বলেছেন ছেলের ব্রেনের (মস্তিষ্ক) সমস্যা। চিকিৎসায় ভালো হচ্ছে।' চিকিৎসকেরা বলেছিলেন, শিশুটির সেরিব্রাল পালসি।

কেন্দ্রগুলো কী সেবা দেয়

সব প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা এবং ইন্দ্রীয় বিকাশের সুযোগ বাড়াতে ২০০৮ সালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এসব শিশুর সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এখন সারা দেশের ২৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও ১১টি জেলা সদর হাসপাতালে একটি করে মোট ৩৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে। ১০ টাকার টিকিটের বিনিময়ে এসব কেন্দ্রে স্বল্প সময়ে বিশেষায়িত সেবা দেওয়া হয়।

শিশু বিকাশ কেন্দ্রে এক শিশুর চিকিৎসা চলছে। সম্প্রতি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে। ছবি : সংগৃহীত

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৯৩৪ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু চিকিৎসা নেয়।

ঢাকা মেডিকেলের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মনোবিজ্ঞানী আফরোজা বেগম *প্রথম আলো*কে বলেন, ঢাকা ও আশপাশের জেলার শিশুরা এখানে চিকিৎসা নিতে আসে। স্নায়বিক বৈকল্যজনিত সমস্যা, শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, অটিজম, অতিচঞ্চলতা ও মনোযোগের অভাব, মৃগীরোগ, বাক্‌প্রতিবন্ধিতা, শিক্ষণ প্রতিবন্ধিতা ও আচরণগত সমস্যা আছে—এমন শিশুদের এই কেন্দ্রে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, যেকোনো হাসপাতালে এসব শিশুর সমস্যা শনাক্ত করা সম্ভব হয় না, সঠিক চিকিৎসাও হয় না।

তিন মাস বেতন কেন বন্ধ

একেকটি কেন্দ্রে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, ডেভেলপমেন্ট থেরাপিস্ট, অফিস ব্যবস্থাপক ও ক্লিনার মোট পাঁচজন জনবল থাকে। ৩৫টি কেন্দ্রে জনবল আছে ১৭৫ জন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট শাখায় আছেন আরও ১১ জন।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির 'হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক অপারেশন প্ল্যানের আওতায় শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো স্থাপন করা হয়েছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের অর্থায়ন হয় স্বাস্থ্যের উন্নয়ন বাজেট থেকে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি গত জুন মাসে শেষ হয়েছে। এর পর থেকে জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে সারা দেশের কেন্দ্রগুলোর কেউ বেতন পাননি।

ঢাকা মেডিকেলের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আফরোজা বেগম বলেন, 'তিন মাসের বেতন পাই না। কত দিন বেতন ছাড়া থাকতে হবে জানি না। চাকরি আছে কি না, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না—এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে অনেকেই কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যায় থাকা শিশুরা।'

শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলোর চাকচিক্য না থাকলেও বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যায় থাকা শিশুদের সেবা দিয়ে চলেছে তারা। যে ধরনের বিশেষায়িত সেবা কেন্দ্রগুলো দেয়, তা দেশের অন্য কোনো হাসপাতালে পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে কয়েকটি কেন্দ্র থেকে কর্মীরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। অনিশ্চয়তা থাকলে এই প্রবণতা বাড়বে।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. আবু জাফর *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বিষয়টিকে আমরা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রেখেছি।'

রাজনীতিকদের সদিচ্ছার অভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না

আবুল কাসেম ফজলুল হক

দেশের রাজনীতিক, আমলা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী সবারই নৈতিকতার মানের অবনতি ঘটেছে।

আলোচনা সভায় অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে। প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনীতিকদের সদিচ্ছার অভাবের কারণেই বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না বলে মন্তব্য করেছেন দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক চিন্তক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। গতকাল শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না কেন?' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি তাদের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই আলোচনার আয়োজন করে। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এই দলের তাত্ত্বিক ও প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, আধুনিক সভ্য সমাজ বিকাশে রাজনৈতিক দলের কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা ও মতামত থাকা প্রয়োজন। তাঁরা যেন তা অকপটে বাধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন, সমাজে সেই ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এটিই একটি ভালো সমাজ ও ভালো গণতন্ত্রের লক্ষণ। এটা রাজনীতিকদেরই নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্র কেবল নির্বাচনকেন্দ্রিক হলে তাতে ভালো ফল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, 'আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই নির্বাচনের মান পড়তে শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সরকার ও দলকে সুসংহত করতে পারেননি। নানা রকমের বিশৃঙ্খলা, অন্যায়, দুর্নীতি প্রবল হয়ে উঠছিল। নীতিনৈতিকতার মানের অবনতি ঘটেছিল। এর ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ পড়েনি। দেশের রাজনীতিক, আমলা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী—সবারই নৈতিকতার মানের অবনতি ঘটেছে। ফলে সর্বব্যাপী দুর্নীতি, ভোগলিপ্সা, যেকোনোভাবে সম্পদ আহরণসহ এক দুর্বৃত্তপরায়ণতার জাল বিস্তৃত হয়েছে।'

প্রধান অতিথি আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, এই দুর্নীতি ও ক্ষমতালিপ্সুতার জন্য সরকারগুলো ক্রমেই অধিকতর স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরের কাঠামোতেও ছিল এই ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার প্রবণতা। ফলে একক ব্যক্তির হাতে বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অনিবার্যভাবে তাঁকে স্বৈরতন্ত্রের পথে পরিচালিত করেছে। তিনি বলেন, 'এরই চরম প্রকাশ আমরা লক্ষ করেছি ২০১৪, ২০১৮ ও সর্বশেষ ২০২৪ সালের নির্বাচনে। দেশবাসী দেখেছেন, একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল কেমন করে চরম স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হলো এবং সেটি উৎপাটন করতে বিপুল প্রাণের বিনিময়ে এক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ঘটল।'

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, 'নৈতিক চেতনার যে অবনতি ঘটেছে, সেখান থেকে যদি আমাদের উত্তরণ না ঘটে, তবে এই অভ্যুত্থানের সুফল আমরা প্রকৃত অর্থে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না।'

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গণমুক্তি পার্টির সাধারণ সম্পাদক এম এ আলীম সরকার। তিনি বলেন, নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার মতো পরিপক্বতা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে এখনো সৃষ্টি হয়নি। এ কারণে সব সময় ভালো মানুষ নির্বাচিত হতে পারেন না। তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ছয় দফা সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ লিবারেল পার্টির নেতা কে সি মজুমদার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল হোসেন, অধ্যক্ষ মনোয়ার হোসেন, প্রভাষক বিজন হালদার প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন অমূল্য কুমার বৈদ্য।

জুলাই-আগস্টে সহিংসতায় নিহত ৪৪ পুলিশ সদস্য

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস উইং

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত জুলাই-আগস্টে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে এক বার্তায় বলা হয়েছে, 'আমরা লক্ষ করেছি যে কিছু নিউজ আউটলেট এবং কিছু ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে হওয়া গণ-অভ্যুত্থানে নিহত পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা ও ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। নিহত পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রকৃত তালিকা এখানে দেওয়া হলো। পুলিশ সদর দপ্তর এই তালিকা প্রকাশ করেছে।'

প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর বলছে, পুলিশ বিভাগ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যেসব কর্মকর্তা বা কনস্টেবল প্রতিবাদ বা সহিংসতার ঘটনায় আহত বা নিহত হন তাঁদের তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যদি কেউ দাবি করেন, গণ-অভ্যুত্থানে এই তালিকার বাইরেও পুলিশ নিহতের ঘটনা ঘটেছে, সে ক্ষেত্রে প্রমাণ সরবরাহের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এর আগেও পুলিশ সদর দপ্তরের এক বার্তায় পুলিশের ৪৪ সদস্য নিহত হওয়ার তথ্য জানানো হয়েছিল। তখন নিহত পুলিশের নামসহ বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি। গতকাল প্রকাশিত তালিকায় নিহত পুলিশ সদস্যের নাম, পদের নাম, মৃত্যুর তারিখ, কোন ইউনিটে কর্মরত ছিলেন ও ঘটনাস্থল উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন পুলিশ পরিদর্শক, ১১ জন উপপরিদর্শক (এসআই), ৭ জন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই), ১ জন এটিএসআই, ১ জন নায়েক ও ২১ জন কনস্টেবল রয়েছেন।

নিহত তিন পুলিশ পরিদর্শক হলেন মো. আবদুর রাজ্জাক, রাশেদুল ইসলাম ও মো. মাসুদ পারভেজ ভূইয়া। নিহত ১১ জন এসআই হলেন সুজন চন্দ্র দে, খগেন্দ্র চন্দ্র সরকার, রেজাউল করিম, মো. মামুনুর রশিদ সরকার, বাছির উদ্দিন, রইস উদ্দিন খান, তহছেনুজ্জামান, প্রণবেশ কুমার বিশ্বাস, মো. নাজমুল হোসাইন, আনিসুর রহমান মোল্লা ও সন্তোষ চৌধুরী। নিহত সাতজন এএসআই হলেন সঞ্জয় কুমার দাস, ফিরোজ হোসেন, সোহেল রানা, রাজু আহমেদ, ওবায়দুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও মো. মোক্তাদির।

নিহত পুলিশ সদস্যদের মধ্য একজন টিএসআই রয়েছেন। তাঁর নাম আলী হোসেন চৌধুরী। আরেকজন নায়েক মো. গিয়াস উদ্দিন। নিহত ২১ পুলিশ কনস্টেবল হলেন মো. আবদুল মজিদ, রেজাউল করিম, মাহফুজুর রহমান, শাহিদুল আলম, মো. আবু হাসনাত রনি, মীর মোনতাজ আলী, সুমন কুমার ঘরামী, মোহাম্মদ আবদুল মালেক, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মো. আবদুস সালেক, মো. হাফিজুল ইসলাম, মো. রবিউল আলীম শাহ, মো. হুমায়ুন কবীর, মো. আরিফুল আযম, মো. রিয়াজুল ইসলাম, মো. শাহিন উদ্দিন, মো. এরশাদ আলী, মাইনুদ্দিন লিটন, মো. সুজন মিয়া, মো. খলিলুর রহমান ও মো. হানিফ আলী।

তালিকার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নিহত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশে (ডিএমপি) কর্মরত ছিলেন ১৪ জন, সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানার ১৫ জন, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী থানার ২ জন, কুমিল্লার তিতাস থানার ২ জন, চাঁদপুরের কচুয়া থানার ১ জন, হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানার ১ জন, ঢাকার এসবির ১ জন, নারায়ণগঞ্জ পিবিআইয়ের ১ জন, ট্যুরিস্ট পুলিশ সদর দপ্তরের ১ জন, কুমিল্লা হাইওয়ে পুলিশের ১ জন, কসবা থানার ১ জন, খুলনা মহানগর পুলিশের ১ জন, গাজীপুর মহানগর পুলিশের ১ জন ও ঢাকা জেলার ২ জন। নিহত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ২৫ জন থানার ভেতর ও সামনে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন।

সবচেয়ে বেশি পুলিশের ২৪ সদস্য নিহত হয়েছেন শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছাড়ার দিন। এর আগের দিন ৪ আগস্ট মারা গেছেন ১৪ জন।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা, স্বামী গ্রেপ্তার

মতলব উত্তর

স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় ও পারিবারিক কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ ও পরিবার সূত্রের দাবি।

প্রতিনিধি, *মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর*

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ফেরদৌসী বেগম (২৫) নামের এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উপজেলার গাজীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল শুক্রবার উপজেলার চরমাছুয়া টেম্পোঘাট এলাকা থেকে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় গৃহবধূর স্বামী মো. ইয়াসিনকে (৩০) গতকাল সকালে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় ও পারিবারিক কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ ও পরিবার সূত্রের দাবি।

ফেরদৌসী বেগমের বাবার বাড়ি উপজেলার নবুরকান্দি গ্রামে। তাঁর শ্বশুরবাড়ি উপজেলার গাজীপুর গ্রামে। তাঁর স্বামী মো. ইয়াসিন অটোরিকশাচালক। ফেরদৌসী ও ইয়াসিন দম্পতির দুটি ছেলে রয়েছে।

পরিবার, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের ভাষ্য, কয়েক বছর আগে পারিবারিকভাবে উপজেলার ইয়াসিনের সঙ্গে ফেরদৌসীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক নানা বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে ফেরদৌসীর ঝগড়াঝাঁটি হতো। এ ছাড়া বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় ফেরদৌসীর ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন ইয়াসিন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার পর এসব বিষয় নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ফেরদৌসীর কথা-কাটাকাটি হয়। অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থেকে সরে আসতে স্বামীকে চাপ দেন ফেরদৌসী। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ফেরদৌসীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন তাঁর স্বামী। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি (ফেরদৌসী)। তখন বাড়িতে ফেরদৌসীর দুই শিশুসন্তান ছাড়া কেউই ছিল না। হত্যার পর নিজের অটোরিকশায় করে ফেরদৌসীর লাশ উপজেলার চরমাছুয়া টেম্পোঘাট এলাকায় ধনাগোদা নদীর তীরে ফেলে যান তাঁর স্বামী।

ফেরদৌসীর বোন মনোয়ারা বেগম অভিযোগ করেন, তাঁর বোনকে হত্যা করার পর গতকাল ভোরে তাঁর (মনোয়ারা) কাছে তাঁর ভগ্নিপতি ইয়াসিন ফোন করেন এবং তাঁর বোন কোথায় জানতে চান। তাঁর (ইয়াসিন) কথাবার্তায় সন্দেহ হলে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সকালে গাজীপুর গ্রামে যান। সেখানে ফেরদৌসীকে পাননি। তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে ইয়াসিন নানা অসংলগ্ন কথা বলেন। পরে সেখানে তাঁকে আটক করে বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ এসে ইয়াসিনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ইয়াসিনের দেওয়া তথ্য অনুসারে তাঁর বোনের লাশ চরমাছুয়া টেম্পোঘাট এলাকায় ধনাগোদা নদীর তীর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রবিউল হক বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ওই গৃহবধূর লাশ চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ফেরদৌসীর বোন মনোয়ারা বেগম ইয়াসিনসহ চারজনকে আসামি করে থানায় হত্যা মামলা করেছেন। তিনি বলেন, এটি একটি পরিষ্কার হত্যাকাণ্ড। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে বাধা দদওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

ফুটপাত দখল পুরো ফুটপাত দখল করে হকাররা বসিয়েছেন দোকান। এতে ভোগান্তিতে পড়েন পথচারীরা। গতকাল রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আরও পাঁচ প্রসিকিউটর নিয়োগ

বাসস, *ঢাকা*

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশন টিমে দায়িত্ব পালনের জন্য আরও পাঁচজন প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর কার্যালয় থেকে উপসলিসিটর সানা মো. মাহরুফ হোসাইন (জিপি-পিপি) স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত নিয়োগ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর সেকশন ৭(১) অনুসারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনার জন্য পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাঁচজনকে প্রসিকিউটরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগ পাওয়া পাঁচজন প্রসিকিউটর হলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এস এম মঈনুল করিম ও মো. নুরে এরশাদ সিদ্দিকী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদমর্যাদার এবং শাইখ মাহদী, তারেক আবদুল্লাহ, তানভীর হাসান জোহা (ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ) এই তিনজন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদমর্যাদার সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

এর আগে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর হিসেবে মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও অপর চার প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়।

একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। এরপর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তাঁর সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে হত্যার অভিযোগ জমা পড়েছে।

বিমানবন্দর থেকে তিনজন গ্রেপ্তার | ঢাকার বিমানবন্দরে বৃহস্পতিবার যাত্রীদের মালামাল ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চার জেলায় নিহত ৪

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

ঢাকা থেকে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দিনাজপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যায় নওশিন পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস। ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার ভিমলপুর মোড়ে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি সেতুর সঙ্গে বাসটির ধাক্কা লাগে। একপর্যায়ে পাশের খাদে পড়ে উল্টে যায় বাসটি। এ সময় ঘটনাস্থলে বাসের একজন যাত্রী নিহত হন। আহত হন আরও ১৪ যাত্রী।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম খন্দকার মহিব্বুল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ওই যাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। আহত ব্যক্তিদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

দিনাজপুরের এ ঘটনা ছাড়াও বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও তিনজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. বদরুজ্জামান (৭০) নামের এক আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে কালীগঞ্জ-শ্যামনগর মহাসড়কের খানপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় গতকাল সকালে দুধ বহনকারী ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই মো. চান মিয়া (৭২) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। চান মিয়া দক্ষিণ সুরমার বাদিকোনা এলাকার বাসিন্দা।

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নাইম উদ্দিন ভূঁইয়া (২২) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কমলদহ ইউটার্নে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী আহত হন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যাওয়া বাস। গতকাল ভোরে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর ভিমলপুর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

নাইম উদ্দিন ভূঁইয়া উপজেলার ধুম ইউনিয়নের শুক্রবারিয়ারহাট এলাকার মহিউদ্দিন স্বপনের ছেলে। তিনি বারিয়ারহাট কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। নিহতের স্বজন ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতে একজনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে চট্টগ্রাম শহরে যাচ্ছিলেন নাইম উদ্দিন। পথে কমলদহ এলাকায় পেছন থেকে আসা দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার তাঁদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন দুজন। স্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁদের উদ্ধার করে সীতাকুণ্ড স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নাইম উদ্দিন ভূঁইয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুরে সারজিস

দল গঠনের সময় এখন নয়

প্রতিনিধি, *মাদারীপুর*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মানুষগুলোর নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে বলে উল্লেখ করেছেন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামের প্ল্যাটফর্মে নয়, অন্য নামে দল গঠন করতে চাইলে করা যেতে পারে। তবে তা করার সময় এখন নয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে মাদারীপুর পৌরসভার সম্মেলনকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় সারজিস এ কথা বলেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই মতবিনিময় সভা হয়।

সারজিস সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেন, রাজনৈতিক দল করার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকলেও অভ্যুত্থান-পরবর্তী এই সময়ে সেটি করলে নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হবে।

সারজিস আরও বলেন, '৫ আগস্টের পর গিরগিটির মতো অনেক ভুয়া সমন্বয়ক তৈরি হয়েছে। আমাদের থেকে তাদের আলাদা করতে হবে। তাদের মধ্যে সুবিধাবাদী চরিত্রটা পূর্বেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের আলাদা করা না হলে, সমন্বয়কের নাম ভাঙিয়ে আমাদের ইমেজ খেয়ে ফেলবে। দেশের অনেক জেলায় এমনটা হচ্ছে।'

প্রশিক্ষণরত ৫৯ এসআইকে শোকজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নোটিশে আরও বলা হয়, 'ক্লাস চলাকালীন আপনার এ ধরনের শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির নিয়মশৃঙ্খলার পরিপন্থী মর্মে মো. রেজাউল করিম বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির অধ্যক্ষের বরাবর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আপনার এহেন কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে ১৯৪৩ সালের পিআরবি বিধি অনুযায়ী আপনাকে কেন চলমান মৌলিক প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না, তার লিখিত ব্যাখ্যা তলবনামা প্রাপ্তির পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।'

এর আগে গত সোমবার ১০ জন এসআইকে একই ধরনের নোটিশ দেওয়া হয়। সেখানে ১৬ অক্টোবর জিমনেসিয়ামে সন্ধ্যাকালীন একটি ক্লাসে বসা নিয়ে হইচই করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়।

এ বিষয়ে কথা বলতে গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একাধিকবার ফোন করেও পুলিশ একাডেমির অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত আইজিপি) মাসুদুর রহমান ভুঞার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অধ্যক্ষের পক্ষে নোটিশে স্বাক্ষর করা পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিক) তারেক বিন রশিদের মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করলেও তিনি ধরেননি। পরে মুঠোফোন নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়বস্তু জানিয়ে বার্তা পাঠালেও তিনি সাড়া দেননি।

এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস কর্মকর্তা (এআইজি) এনামুল হক সাগর বলেন, '২৫২ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু শোকজ লেটারের বিষয়ে কিছু জানি না। শোকজ লেটার ইস্যু করে থাকে সারদা পুলিশ একাডেমি থেকে। কতজনকে করা হয়েছে, সেটাও জানা নেই।'

কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়া কয়েকজন এসআই জানান, তাঁরা প্রায় এক বছর ধরে নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এত দিন তাঁদের কোনো শোকজ দেওয়া হয়নি। সরকার পতনের পর তাঁদের শোকজ পাঠানো হচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা, পর্যায়ক্রমে তাঁদের সবাইকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রশিক্ষণরত একজন এসআই *প্রথম আলো*কে বলেন, ক্লাসে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি। তিনি কোনো দিন রাজনীতি করেননি। তাঁর পরিবার আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় সত্য; কিন্তু সেভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় নয়।

আরেকজন উপপরিদর্শক বলেন, 'নিয়োগপ্রক্রিয়ায় সমস্যা থাকলে তদন্ত করে দেখা হোক। আমার বেলায় তো কোনো সুপারিশ ছিল না। কারও দ্বারস্থও হইনি। নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছি।'

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৩ সালে এসআই পদে নিয়োগের জন্য ৮২৩ জনকে চূড়ান্ত করে প্রশিক্ষণের জন্য তাঁদের সারদায় পুলিশ একাডেমিতে পাঠানো হয়। ৪০তম ব্যাচের ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণ শেষে আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের কথা ছিল।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতনের পর এসআই পদে নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিএনপি। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অভিযোগ তুলে পুলিশের নিয়োগ বাতিলের দাবি করে দলটি। ২০ অক্টোবর সারদায় সহকারী পুলিশ সুপারদের (এএসপি) সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত করা হয়। পরে ২১ অক্টোবর ২৫২ জন এসআইকে অব্যাহতি দেওয়ার খবর পাওয়া যায়।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনে যুক্ত হয়েছেন আরও ৩ সদস্য

বাসস, *ঢাকা*

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন পুনর্গঠন করে আরও তিনজন নতুন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে সরকার। ফলে কমিশনের সদস্য ১১ জনে উন্নীত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

কমিশনের নতুন তিন সদস্য হলেন অধ্যাপক সৈয়দা শাহিনা সোবহান, বিসিএস (স্বাস্থ্য), (অবসরপ্রাপ্ত); ফিরোজ আহমেদ, বিসিএস (অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস), (অবসরপ্রাপ্ত) ও খোন্দকার মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি), (অবসরপ্রাপ্ত)।

মৃত্যুবার্ষিকী

মো. শামসুল হক

অবসরপ্রাপ্ত আয়কর কর্মকর্তা ও *ইনকাম ট্যাক্স ম্যানুয়াল রিভিউ* বইয়ের লেখক মো. শামসুল হকের ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ২৬ অক্টোবর। এ উপলক্ষে মরহুমের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার জিরুইন গ্রামে কোরআনখানি ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। **বিজ্ঞপ্তি**

বিপদে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসব বিষয় মাথায় রেখে ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি পরিবেশ অধিদপ্তর গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে সেন্ট মার্টিনের সৈকতে আলো জ্বালিয়ে বারবিকিউ, দোকানপাটে বেচাকেনা, সৈকতের পাথর সংগ্রহ, মোটরসাইকেলসহ যেকোনো ধরনের যানবাহনে চলাচল নিষিদ্ধসহ ১৪টি বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু গণবিজ্ঞপ্তি কার্যকর কিংবা তদারক করা হয়নি।

সর্বশেষ ২০২৩ সালে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটক নিয়ন্ত্রণ, টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন নৌপথে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল সীমিত করাসহ ১৩টি বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। ওই বছরের ২৩ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 'সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং টেকসই পর্যটন নীতিমালা ২০২২' শীর্ষক নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সর্বশেষ বৈঠক হয়।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে দিনে ৯০০ পর্যটককে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে। আগ্রহীদের মাথাপিছু সরকারকে এক হাজার টাকা করে রাজস্ব দিতে হবে। দ্বীপের হোটেলে রাতযাপন করতে হলে দিতে হবে দুই হাজার টাকা। আগামী পর্যটন মৌসুম অর্থাৎ নভেম্বর থেকে এই নির্দেশনা কার্যকরের কথা থাকলেও এখন কেউ সেন্ট মার্টিন যেতে পারছেন না।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটন নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগের বিষয়টি নিয়ে উল্টো প্রচার শুরু হয়। সেখানে মার্কিন ঘাঁটি তৈরিসহ নানা ধরনের প্রচার চলতে থাকে।

সর্বশেষ গত সপ্তাহে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় সেন্ট মার্টিনে চার মাস পর্যটকদের যাতায়াত ও অবস্থান সীমিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নভেম্বরে পর্যটকেরা যেতে পারলেও রাতে থাকতে পারবেন না। আর ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে গিয়ে রাতেও থাকতে পারবেন। তবে ওই সময় দিনে দুই হাজারের বেশি পর্যটক যেতে পারবেন না। আর ফেব্রুয়ারিতে পর্যটকেরা সেখানে যেতে পারবেন না।

সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠে নেমেছে 'কক্সবাজারে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পরিবেশ ও পর্যটন উন্নয়ন জোট' নামের একটি সংগঠন। জোটের নেতৃত্বে থাকা অনেকের সেন্ট মার্টিনে আবাসিক হোটেল রয়েছে। এসব হোটেল প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা দ্বীপটি বাঁচাতে চাই। এটি দেশের সবার সম্পদ। পর্যটকেরা দায়িত্বশীল আচরণ করলে দেশের ওই সম্পদ রক্ষা পাবে।'

নারী বলেই কি কমলা এগোতে পারছেন না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রস্তুত নয়। শীর্ষে পৌঁছাতে হলে মেয়েদের একটি অদৃশ্য বাধা-হিলারি ক্লিনটনের ভাষায় 'গ্লাস সিলিং' ভাঙতে হবে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। কমলার সামনে এখন সেই একই চ্যালেঞ্জ। তিনি যদি ব্যর্থ হন, তাহলে তার একটা প্রধান কারণ হবে এ দেশের পুরুষদের, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের, নারী প্রেসিডেন্টের প্রশ্নে অনাস্থা।

নারী প্রেসিডেন্টে অনাগ্রহের কারণ

গত সপ্তাহে পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গে কমলার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় এসেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। কোনো রাখঢাক ছাড়াই তিনি আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষদের ধমকে বললেন, তাঁরা খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে কমলার প্রতি সমর্থনে অনাগ্রহী। ওবামা বলেন, 'তোমরা এটা বলছ, সেটা বলছ, কিন্তু আদতে কথা হলো নারী বলেই তোমরা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলার ব্যাপারে ইতস্তত করছ। তোমাদের উচিত তাকেই ভোট দেওয়া, কারণ সে তোমাদের মতো অবস্থা থেকে উঠে এসেছে।'

ওবামার উদ্বেগের কারণ রয়েছে। গত তিন-চারটি নির্বাচনে এ দেশের আফ্রিকান-আমেরিকান ভোটাররা যে সংখ্যায় বিল ক্লিনটন, ওবামা বা জো বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন, জনমত জরিপ অনুসারে কমলা ঠিক সেই রকম সাড়া পাচ্ছেন না। তাঁরা তিনজনই প্রায় ৯০ শতাংশ আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষদের ভোট পেয়েছেন। এবার সেই সমর্থন ৬০ শতাংশে নেমে এসেছে। কমলার ব্যাপারে সবচেয়ে কম আগ্রহ আফ্রিকান-আমেরিকান তরুণ ও যুবকদের। একইভাবে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে কমলা ১১ বা তার চেয়ে অধিক পয়েন্টে পিছিয়ে।

পুরুষ ভোটারদের এই অনাগ্রহের একটি কারণ, ট্রাম্প তাঁদের কাছে বলবান ও পুরুষোচিত নায়কের প্রতিনিধি। তিনি একজন 'আলফা মেল'। আততায়ীর গুলিতে রক্তাক্ত হওয়ার পরও তিনি নুয়ে না পড়ে হাত উঁচিয়ে বলেন, ফাইট, ফাইট। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় পুরুষের কাছেই ট্রাম্পের এই 'লড়াকু' স্বভাব পছন্দ। ট্রাম্প বলেছেন, ক্ষমতা নিয়েই তিনি দেশের ১ কোটি ১০ লাখ অবৈধ বহিরাগতকে জোর করে, প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ব্যবহার করে বহিষ্কার করবেন। যাঁরা বহিরাগতদের ব্যাপারে অ্যালার্জিতে ভোগেন, তাঁরা ট্রাম্পের এই আস্ফালনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ও আফ্রিকান-আমেরিকান যেমন আছেন, তেমনি আছেন দক্ষিণ এশীয় ভোটাররা।

নারীবাদী ডেমোক্রেটিক পার্টি

মার্কিন পুরুষদের মধ্যে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এ দেশের রাজনীতিকেরা, বিশেষত ডেমোক্রেটিক পার্টি, নারীর স্বার্থ রক্ষায় যতটা সচেতন, পুরুষদের ব্যাপারে ততটা নয়। গত অর্ধশতকে নারীবাদী আন্দোলনের ফলে মেয়েরা এখন আর ঘরে বসে নেই। সমাজে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রতিযোগিতায় তাঁদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি হড়কে পড়ছেন আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষেরা। প্রথাগতভাবে তাঁরা নারীর প্রতি কম শ্রদ্ধাশীল, কম মনোযোগী। ইউগভ নামক এক জরিপ সংস্থার প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, আমেরিকার পুরুষেরা—সাদা-কালো উভয়েই চান রাজনীতিবিদেরা তাঁদের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি আরও মনোযোগী হোন। তাঁরা মনে করছেন 'মি টু' ও নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে তাঁরা ক্রমে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন।

এই মনোভাব ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই এই দলের ওপর নারীদের প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিটি নির্বাচনে তাদের জয়ের একটা প্রধান কারণ অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্যে নারী সমর্থন। নারী ভোটারদের প্রভাবেই এই দল ক্রমে অধিক বামঘেঁষা হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে কঠোর ও কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্বে আগ্রহী পুরুষেরা ডানমুখী হচ্ছেন ও রিপাবলিকান পার্টির দিকে ঝুঁকছেন। বিশেষত ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সী পুরুষের চোখে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁদের স্বার্থের সেরা রক্ষক।

এই যে জেন্ডার গ্যাপ বা লিঙ্গ ব্যবধান, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'পলিটিকস অব রিজেন্টমেন্ট' বা ক্ষোভের রাজনীতি। কানেটিকাট থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস মার্ফি সে কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এই ক্ষোভের প্রতি মনোযোগী না হলে ডেমোক্রেটিক পার্টি আগামী নির্বাচনে বিপদে পড়বে। একই কথা বলেছেন *গার্ডিয়ান* পত্রিকার স্যাম উলফসন। ইউগভের উপাত্ত ব্যবহার করে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, তাহলে কি পুরুষ ভোটের জোরেই ট্রাম্প জিতে যাবেন?

কমলার জন্য সুখবর

কমলার জন্য একটি সুখবর হলো, পুরুষ সমর্থনে পিছিয়ে থাকলেও দেশের সব বর্ণের ও বয়সের মেয়েদের মধ্যে তাঁর সমর্থন ট্রাম্পের চেয়ে ২০ পয়েন্ট বা তার চেয়ে বেশি। সবচেয়ে বিস্ময়কর যা তা হলো ৫০ বা তার চেয়ে বেশি বয়সী নারীরাই কমলার প্রধান 'ভোটব্যাংক'। সংখ্যার হিসাবে তাঁরাই এ দেশের প্রধান ভোটদাতা। এক হিসাবমতে, এই বয়সী নারী ভোটারের সংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লাখ এবং তাঁদের ৯৭ শতাংশ নিয়মিত ভোট দিয়ে থাকেন।

এই তথ্য কমলা খুব ভালো করেই জানেন এবং সে জন্যই তাঁর প্রচারের প্রধান নজর হচ্ছে গর্ভপাতের প্রশ্ন। গর্ভপাতের নিশ্চয়তা দাবির বদলে তিনি নিজের শরীরের ওপর নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছেন। তাঁর প্রচারের স্লোগানই হচ্ছে, ফ্রিডম বা স্বাধীনতা। পঞ্চাশোর্ধ্ব নারীদের জন্য বড় চিন্তা তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা। সে কথা মাথায় রেখেই কমলা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি 'মেডিকেয়ার'-এর সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও জাতীয় পেনশন কর্মসূচি 'সোশ্যাল সিকিউরিটি'র কোনো পরিবর্তনের বিপক্ষে জোর আওয়াজ তুলেছেন।

অন্য কথায়, এবারের লড়াইটা শুধু ট্রাম্প ও কমলার মধ্যেই নয়, আমেরিকার নারী ও পুরুষ ভোটারদের মধ্যেও।

“দেশে যে লুটেরা অর্থনীতি চলছে, তার বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়নি।

শাহ আলম
সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

সাক্ষাৎকার

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনীতি ও অন্তর্বর্তী সরকারের নানা উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি **মাহমুদুর রহমান মান্না** ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি **শাহ আলম**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সোহরাব হাসান** ও **মনোজ দে**।

অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই

প্রথম আলো : জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনীতির সামনে নতুন কী সম্ভাবনা তৈরি করল?

মাহমুদুর রহমান মান্না : এই গণ-অভ্যুত্থান একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তার কারণে বাংলাদেশের সমাজে নতুন অনেক আশা জেগেছে। যাঁরা আন্দোলনটা করেছেন, তাঁরা স্পষ্টতই বলেছেন, তাঁরা একটা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চান। বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও তাঁদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সারা দেশের মানুষ একটা জীবনদানের বিদ্রোহের মতো একটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে চেতনা এসেছে। বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকার দেখে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন, তাঁরা যে পরিবর্তনের আশা করছেন, তার একটা সূচনা সম্ভবত হয়েছে।

মাহমুদুর রহমান মান্না

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রায় আড়াই মাস হতে চলল। সামগ্রিকভাবে সরকারের কার্যক্রমকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

মাহমুদুর রহমান মান্না : প্রথমত, এত কম সময় পরিসরের সরকারের কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করাটা যুক্তিসংগত হবে না। দ্বিতীয়ত, যে জটিল পরিস্থিতিতে এ সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। আমার বিবেচনায় পুরো আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সেটা খুব সংগঠিতও ছিল না। সাধারণভাবে দেশ বদলানোর একটা লক্ষ্য থাকলেও এটাকে লক্ষ্যাভিমুখী আন্দোলন বলা যাবে না। এ কারণে এই আড়াই মাসে সরকারকে যেসব জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেটা হয়তো তাদের নিজেদের ভাবনায় ছিল না।

প্রথম আলো : সংবিধানসহ বেশ কয়েকটি জায়গা সংস্কারের জন্য কমিশন হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোই তো সংস্কারের প্রধান অংশীজন। সংস্কার প্রশ্নে আপনাদের বর্তমান অবস্থান কী?

মাহমুদুর রহমান মান্না : সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের একটা সম্মিলিত অবস্থান ছিল। আমরা ৪১ থেকে ৪২টি দল বিগত সরকারের আমলে যে যুগপৎ আন্দোলন করছিলাম, সেখানে ৩১ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে আমাদের সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী নয়। কিন্তু দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের সংস্কারভাবনাগুলো আপডেট করে যেভাবে বলতে হয়, সেটা বলার চেষ্টা করছি। আগে মনে হয়েছিল, সংস্কারের সব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু এখন কিছু কিছু ক্ষেত্র, যেমন সংখ্যানুপাতিক ভোটসহ কিছু বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সামনে আসছে। এখন আমাদের কারও কারও কাছে মনে হচ্ছে, সংখ্যানুপাতিক ভোট এ মুহূর্তে বা দু-একটা মেয়াদে করা যাবে না।

প্রথম আলো : রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকলে সংস্কার কতটা কাজে আসবে?

মাহমুদুর রহমান মান্না : যে পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, তার মূল শক্তি রাজনৈতিক দল। কিন্তু আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমাদের এখানে রাজনীতিতে যারা ম্যাটার করে, সেই দলগুলোর মধ্যে এই বোধ দেখা যাচ্ছে না। এই অভ্যুত্থান সমাজের মধ্যে গুণগত পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দায়িত্বশীল দলগুলোকে দায়িত্ববান বলে মনে হচ্ছে না।

প্রথম আলো : ইতিহাসের কিছু বিষয় নিয়ে দু-একজনের বক্তব্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এটা এ মুহূর্তে তোলা কি জরুরি ছিল?

মাহমুদুর রহমান মান্না : এ মুহূর্তে এসব প্রসঙ্গ তোলা একেবারেই দরকার নেই। ভবিষ্যতে যে কতখানি দরকার আছে, সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। অনেক জিনিস আছে না, কাজের স্রোতে মিলিয়ে যায়, বিতর্কও মরে যায়, বিতর্কের আর প্রয়োজনও হয় না।

প্রথম আলো : আওয়ামী লীগকে রাজনীতি ও ভোট থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে আরেকটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ বিষয়কে কীভাবে দেখছেন?

মাহমুদুর রহমান মান্না : এটা খুব বড় একটা প্রশ্ন। বাংলাদেশের সমাজে যত বিতর্ক আছে, সেটা ভারতেও নেই। ফলে বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, সেটাকে নিষ্পত্তি করেই এগোতে হবে। ইউনূস সাহেব অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। আমার কাছে মনে হয়, এর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে ফ্যাসিবাদ থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলেছেন। সেটা করতে পারলে খুবই ভালো। তার জন্য অনেক সক্ষমতা থাকা দরকার এবং অনেক বেশি সজাগ থাকা দরকার। কিন্তু সরকারকে তেমন দেখছি না। জিনিসের দাম বাড়বে হু হু করে, রাস্তায় মানুষ যানযটে নাকাল হবে, আর এদিক দিয়ে যদি সবাইকে রাজনীতি করার স্বাধীনতা দিয়ে দেন, তাহলে সবটা লেজেগোবরে হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ তো আর ভুঁইফোড় সংগঠন নয়। মানুষ যদি জিনিসপত্রের দাম নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ করে, তার মধ্যে তো আওয়ামী লীগ ঢুকে পড়বেই। সুতরাং এ বিষয়কে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, তা নিয়ে খুব স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত।

প্রথম আলো : সরকারের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কী?

মাহমুদুর রহমান মান্না : অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবে সবার সমর্থন পেয়েছে, সেটা আমাদের দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এত রক্তদানের পর সরকার বিশেষ একটা অনন্য অবস্থানে রয়েছে, সেখান থেকে তাদের ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নেই। রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীসহ অংশীজনদের সঙ্গে সরকারের মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে হবে।

সংবিধান পুনর্লিখনের বিপক্ষে আমরা

প্রথম আলো : সাম্প্রতিক ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাবেক স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটল। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিল। কী পরিবর্তন লক্ষ করছেন?

শাহ আলম : এটি ছিল স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যুক্ত ছিল, সে কারণে একে পাশ কাটানো বা হেয়প্রতিপন্ন করা যাবে না। একই সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজেদের অবস্থান সংহত করেছে। সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে।

প্রথম আলো : কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান ঘটল, তারা কি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল?

শাহ আলম : না, তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল না। এমনকি তারা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গেও নানাভাবে আপস করেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের অপব্যবহার করেছে। এসব কারণেই অনেকে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করছেন। এটা হওয়া উচিত ছিল না। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক ধারা তৈরি হয়েছে, সেটাকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িক শক্তি কখনো গণতন্ত্রের সহায়ক হতে পারে না। যারা সত্যিকার গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার শক্তি, তাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির সংঘাত বাধবেই।

প্রথম আলো : ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানে বাম গণতান্ত্রিক জোটের কী ভূমিকা ছিল? অনেক বাম দল নিষ্ক্রিয় ছিল বলে অভিযোগ আছে।

শাহ আলম : এটা প্রথমে অরাজনৈতিক আন্দোলন ছিল। ছাত্রদের দাবি ছিল কোটা বাতিলের। ১৬ জুলাই যখন ছাত্রলীগ আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর হামলা করল, তখনই এটা সর্বাত্মক রূপ নেয়। কোটাবিরোধী আন্দোলন সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিল। তখনো কিন্তু ছাত্ররা সরকারের পদত্যাগ চায়নি। তারা ৯ দফা দাবি দিয়েছিল। তারা খুব কৌশলী ছিল, ধাপে ধাপে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছে। আমরা কিন্তু ১৬ জুলাইয়েই বলেছি, সরকারকে পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচন দিতে হবে। দুর্ভাগ্য, আমাদের আন্দোলনের খবর সংবাদমাধ্যমে তেমন আসেনি।

শাহ আলম

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে ছয়টি কমিশন গঠন করেছে। এ সম্পর্কে আপনাদের চিন্তাভাবনা কী?

শাহ আলম : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে আমরা সংস্কার নিয়ে আমাদের দাবির কথা বলেছি। তিনি আমাদের কথা শুনলেন। আমি বললাম, আপনি পশ্চিমা গণতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা তো সাংঘর্ষিক। এটা কীভাবে মোকাবিলা করবেন? আমরা স্থানীয় সরকার সংস্থার ক্ষমতায়নের ওপর জোর দিলাম। তাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহ দেখালেন।

প্রথম আলো : সংবিধান সংশোধন ও পুনর্লিখন নিয়ে বাহাস চলছে। আপনাদের অবস্থান কী?

শাহ আলম : আমরা সংবিধান পুনর্লিখনের বিরোধী। আমরা বলেছি, সংবিধানে মানবাধিকারবিরোধী, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাবিরোধী ও ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী ধারা থাকলে সেগুলো সংশোধন করুন। কিন্তু পুরো সংবিধান বাতিল করতে হবে কেন? আমরা বলেছি, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সংবিধানের যতটুকু সংশোধন প্রয়োজন, ততটুকু সংশোধন করুন।

প্রথম আলো : নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক আছে। আপনাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

শাহ আলম : আমরা আনুপাতিক নির্বাচনের কথা বলেছি। বাম দলগুলোই সবার আগে আনুপাতিক ভোটের কথা বলে এসেছে। সেই সঙ্গে আমরা না ভোট ও রিকল ব্যবস্থা চালুর কথা বলেছি। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী খরচের যে সীমা বেঁধে দিয়েছে, শ্রমিক ও কৃষক তার জোগান দিতে পারবে না। সীমা তুলে দেওয়া হোক। সরকার ইনক্লুসিভ নির্বাচনের কথা বলছে। কিন্তু নির্বাচনের নামে টাকার খেলা হলে তো গরিব ও সাধারণ মানুষ প্রথমেই বাদ পড়বে।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকার কি ঠিক পথে আছে বলে মনে করেন?

শাহ আলম : সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে যাঁদের বসিয়েছে, তাঁরা বেশ কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। ব্যাংকিং খাতসহ অনেক প্রতিষ্ঠানকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির আওতায় আনা হয়েছে। এগুলো ভালো দিক। কিন্তু সমস্যা হলো সরকার ১/১১ কেন এসেছিল, সে দিকে নজর দেয়নি।

প্রথম আলো : এবারের পরিস্থিতি তো ভিন্ন।

শাহ আলম : বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে সংকট, সে জন্য জনগণ দায়ী নয়। দায়ী হলো সাংঘর্ষিক রাজনীতি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এ দেশের মানুষ সব সময় জয়ী হয়েছে। আন্দোলনের পর যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা স্বৈরতান্ত্রিকভাবে দেশ চালিয়েছেন। ১/১১ এসেছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সামরিক ব্যুরোক্রেসির দ্বন্দ্বের কারণে। এবার জনগণই এগিয়ে এসেছে, সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র তো বদলায়নি। দেশে যে লুটেরা অর্থনীতি চলছে, তার বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়নি। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সেটা সম্ভবও নয়।

বাজারে যে সিন্ডিকেট আছে, বক্তৃতা দিয়ে তা ভাঙা যাবে না। এ জন্য বিকল্প বাজারব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। সর্বজনীন রেশনিং চালু করলে গরিব মানুষ ও সীমিত আয়ের মানুষ উপকৃত হবে। কিন্তু গত দুই মাসে সরকারের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে কোনো শক্ত পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

শিশুকে কখন থেকে ডিম দেওয়া যাবে

ভালো থাকুন

মো. ইকবাল হোসেন, *জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল*

মায়েরা নবজাতক শিশুদের খাবারের ধরন নিয়ে দুশ্চিন্তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন। আমরা জানি, ছয় মাস পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর জন্য পূর্ণাঙ্গ খাবার। ছয় মাস বয়সের পর শিশুকে বাড়তি খাবার দিতে হয়। এ সময়ে কী খাওয়াবেন বা কী পরিমাণে খাওয়াবেন, কী দিয়ে শুরু করবেন—তা অনেক মা বুঝতে পারেন না। অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে, ডিম দিলে অ্যালার্জি বা পেট খারাপ হবে কি না কিংবা শিশুর খাবারে ডিম যোগ করবেন কখন থেকে। এ বিষয়ে পাঁচজন পাঁচ রকম মতামত দিয়ে থাকেন। ডিম একটি সুপার ফুড। শিশুর মানসিক বিকাশ ও শরীর গঠনে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

কী পরিমাণ ডিম দেবেন

ডিম একটি প্রোটিনজাতীয় খাবার। একটি মাঝারি আকারের ডিম থেকে ৬-৭ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। জন্মের সময় একটি বাচ্চার ওজন তিন কেজি হলে, ছয় মাস বয়স শেষে বাচ্চার ওজন হওয়া উচিত আট কেজি। এমন ওজনের একটি শিশুর দিনে প্রায় ১৪.৫ গ্রাম প্রোটিন দরকার। এ চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু মায়ের বুকের দুধ থেকে পেয়ে থাকে। ৮-৯ গ্রাম প্রোটিন বাড়তি খাবারের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়।

এ অবস্থায় শিশুকে সারা দিনে একটা ডিম দিলে সে প্রায় ৭ গ্রাম প্রোটিন পেয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রোটিনজাতীয় খাবার দেওয়া যাবে না। তাই সম্পূর্ণ প্রোটিন ডিম থেকে না দিয়ে, মাছ-মাংস ও ডাল থেকেও দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়স থেকে সম্পূর্ণ ডিম না দেওয়া উচিত। অর্ধেক ডিম থেকে ৩-৩.৫ গ্রাম প্রোটিন পাবে। দুপুর ও রাতে ১০ গ্রাম করে মাছ-মাংস দিলে সেখান থেকে প্রায় ৪ গ্রাম প্রোটিন পাবে। বাকি ১-২ গ্রাম প্রোটিন ডাল ও সবজি থেকে পাবে। তাই ছয় মাস থেকে শিশুর খাবারে অর্ধেক ডিম কুসুমসহ দেওয়া যাবে।

দেশি মুরগির ডিম আকারে ছোট হয়। একটা দেশি মুরগির ডিমে ৩-৩.৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। তাই ছয় মাস বয়সে বাচ্চার ওজন আট কেজি হলে, একটা সম্পূর্ণ দেশি মুরগির ডিম দেওয়া যাবে।

কত মাস বয়সে সম্পূর্ণ ডিম

শিশুর বৃদ্ধি যদি ঠিক থাকে, তবে ৯ মাস বয়সের পরই সম্পূর্ণ ডিম দেওয়া যাবে। কারণ, ৯ মাস বয়সে শিশুর ওজন ১০ কেজি হলে, ওজন অনুযায়ী একটা সম্পূর্ণ ডিম খেতে পারবে। তখন দিনে বাচ্চার প্রোটিনের চাহিদা হবে প্রায় ১৮ গ্রাম।

ডিম কি খাওয়াতেই হবে

শিশুর যদি ডিমে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া না থাকে, তবে ডিম খাওয়ানো উচিত। কারণ, ডিমে প্রোটিনের পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান থাকে। ডিমে ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন এ, ডি, ই, বি ১২, আয়রনসহ কোলিনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান থাকে। এসব উপাদান শিশুর হাড়, দাঁত, ত্বক, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠনে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

» **আগামীকাল পড়ুন :** শিশুদের হাড়ের যত রোগ

মেয়র নির্বাচনে কোনো প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না

বিচিত্র

ইউপিআই

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে লড়তে কার না আগ্রহ থাকে! রাজনীতি বা সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকলেও অনেকেই জনপ্রতিনিধি হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। আর যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। জনপ্রতিনিধি পদে লড়াইয়ের সুযোগ পেলে তাঁরা কোনোভাবেই সেটা হাতছাড়া করবেন না। আর কোনো শহরের মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ করে নিশ্চিত জয়ের যদি সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তো কারোরই সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার কথা নয়।

অথচ কানাডার সাসকাচুয়ানের একটি শহরের ক্ষেত্রে ঘটছে ঠিক উল্টো ঘটনা। আগামী নভেম্বর মাসে সেখানে মেয়র নির্বাচন। মনোনয়নপত্র বিক্রির কাজও শুরু করে দিয়েছে স্থানীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ মেয়র পদে নির্বাচনে লড়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কিনছেন না মনোনয়নপত্র।

সাসকাচুয়ানের কাইলি শহরের কর্মকর্তারা বলছেন, ২০২১ সালে নির্বাচিত বর্তমান মেয়র জর্জ উইলিয়ামস চলতি বছর অবসরে যাচ্ছেন। কিন্তু এখনো কেউ এই অফিসে জনপ্রতিনিধি হয়ে বসার আগ্রহ দেখাননি।

এই শহরের মেয়র নির্বাচন করার মতো কোনো প্রার্থীও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা আম্বার ডাসনি বলেন, মেয়র পদের জন্য দুই দফায় মনোনয়নপত্র কিনতে শহরবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একজনও মনোনয়নপত্র কেনেননি বা অনলাইনেও আবেদন করেননি।

প্রতীকী ছবি

ডাসনি স্থানীয় গণমাধ্যম সিকম-এএমকে বলেন, ‘বিষয়টি কিছুটা উদ্বেগের। তবে আমি আত্মবিশ্বাসী, কেউ না কেউ শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসবেন।’

ডাসনি বলেন, আগামী ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কোনো প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেয়র কার্যালয়ের কাজ দেখভাল করতে একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করবে কাউন্সিল।

ডাসনি আরও বলেন, ‘ওই সভায় আমরা উপনির্বাচনের জন্য আবার একটি তারিখ নির্ধারণ করব। মেয়রের শূন্য পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা উপনির্বাচনের তফসিল দিয়েই যাব। অন্যান্য কাউন্সিলর পদে ভোটের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।’

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫০৫

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

স্লিপ অ্যাপনিয়ার চিকিৎসা না নিলে কী হতে পারে?

অন্যান্য সমস্যার মতোই স্লিপ অ্যাপনিয়াও একটি রোগ। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। চিকিৎসা নিলে দিব্যি স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব। তবে চিকিৎসা না নিলে নানান রকম জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। রোগটি পুষে রাখলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, এমনকি স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১			২		৩		৪
		৫					
৬	৭				৮	৯	
	১০			১১		১২	১৩
১৪			১৫		১৬		
১৭			১৮				
		১৯					২০
	২১			২২			

বাঁ থেকে ডানে : ১. স্নেহ। ৩. জিওলজাতীয় মাছ। ৫. মেঝেতে অঙ্কিত নকশাবিশেষ। ৬. শীতকালে রোপিত কৃষিজাত ফসল। ৮. কাঁচা দুধের মাখন। ১০. চাপ দেওয়া। ১২. ঢিলা। ১৪. স্পর্শমণি। ১৭. ছন, পাটজাতীয় ক্ষুদ্র ও সরু গাছ। ১৮. একেবারে নষ্ট। ১৯. মসলারূপে ব্যবহৃত ঝাঁজালো মূলবিশেষ। ২১. রাত্রি। ২২. বেলজাতীয় অম্ল ফল, কপিত্থ।

ওপর থেকে নিচে : ১. তৃণনির্মিত পেতে বসার আস্তরণ। ২. কুঁড়েমি। ৩. শোভন। ৪. রক্ষক। ৫. চারপাশ। ৭. বিবেচনা। ৯. আধার। ১১. নিশ্চল। ১৩. মৃত্তিকা। ১৪. ঊর্ণা। ১৫. আঁশবিহীন সুস্বাদু মাছ। ১৬. অনিমন্ত্রিত আগন্তুক। ১৯. ৮০ সংখ্যা বা সংখ্যক। ২০. বেঠিক।

গত সমস্যার সমাধান

ধ	রি	ত্রী		বাঁ	ধা	ধ	রা
	জি		সেঁ	চা		ব	
ব	ক	ব	ক		হ	ল	ফ
স্ত্র		হ		পা	ল্লা		র
	হু	তা	শ	ন		বা	সা
ঘা	ট		য়		ব	ক	
ট		তা	ন	পু	রা		দা
তি	র্য	ক		ব	হ	নী	য়

রিপলি’স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

কথা অমৃত

কিছু মানুষ আমার উপদেশ এতই মূল্যবান মনে করে যে তারা তা কাজে না লাগিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে।

গর্ডন আর ডিকসন
কানাডীয়-মার্কিন লেখক (১৯২৩-২০০১)

সুডোকু

2				3	5	7		
			7	1				3
	3						4	9
6	8							
			1		2			
							3	8
5	4						8	
3				4	8			
		7	5	9				1

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

5	4	1	2	3	9	7	8	6
2	7	9	8	6	5	4	1	3
3	8	6	1	4	7	9	2	5
4	5	8	9	2	1	3	6	7
1	3	7	5	8	6	2	4	9
6	9	2	3	7	4	8	5	1
8	6	5	7	9	2	1	3	4
9	2	4	6	1	3	5	7	8
7	1	3	4	5	8	6	9	2

চুটকি

এক ধনীর দুলালের জন্মদিন। বাবার কাছ থেকে উপহার হিসেবে সে মনে মনে চাইছে একটা ঝা-চকচকে নতুন গাড়ি।
কিন্তু সে কথা বাবাকে সরাসরি বলতে চাইছে না। তাই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলল, ‘বাবা, জন্মদিনে উপহার হিসেবে কী পেলে সবচেয়ে খুশি হব, জানো?’ বাবা বলল, ‘কী চাইছ?’
ধনীর দুলাল বলল, ‘এমন একটা যন্ত্র, যার কাঁটা মুহূর্তে ০ থেকে ৯০-এ উঠে যায়!’
পরদিন ধনীর উপহার পেল একটা ওজন মাপার যন্ত্র!

পিনাটস • চার্লস শুলজ

২ লাখ টাকা জরিমানা | ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবৈধ সিসা কারখানায় অভিযান চালিয়ে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লিফট দুর্ঘটনায় এক কর্মকর্তার মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লিফট দুর্ঘটনায় এক কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে ও প্রতিকারের বিষয়ে সুপারিশ দেওয়ার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। লিফট দুর্ঘটনায় নিহত কর্মকর্তার নাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক (হিসাব) পদে কর্মরত ছিলেন। গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামের উল্টো দিকে উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (কারস) ভবনে লিফট দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গাজীপুরে জামায়াতের আমির

জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হবে ২৪-এর বিপ্লব

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হবে ২৪-এর গণবিপ্লব। এই গণবিপ্লবের চেতনাকে পাশ কাটিয়ে কোনো দল যেন ভিন্ন পথে হাঁটার চিন্তা না করে। যারাই হাঁটবে, তাদেরই স্বৈরাচারের রাস্তা ধরতে হবে। বর্তমান প্রজন্ম আর এই ব্যর্থতা দেখতে প্রস্তুত নয়।

গতকাল শুক্রবার গাজীপুর মহানগরে দলের রুকন সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান এ কথা বলেন। সেখানকার নগপাড়ার একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা জামায়াত এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

শফিকুর রহমান বলেন, 'আমি আমার দলকে সতর্ক করছি এবং সব রাজনৈতিক দলকেও সতর্ক করছি, জনগণের চেতনার বিপক্ষে আমরা যেন কেউ না দাঁড়াই। আমাদের অবশ্যই জনগণের পক্ষে শক্ত করে দাঁড়াতে হবে। জনগণের ন্যায্য দাবি যদি থাকে, সে দাবিকে পাশ কাটানোর চেষ্টা বা দুঃসাহস আমরা যেন কেউ না দেখাই।'

প্রকাশিত প্রতিবেদনের একাংশের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

'আগে ছিল গায়েবি মামলা,এখন ইচ্ছেমতো আসামি' শিরোনামে *প্রথম আলোতে* ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদনের একাংশের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর বিএনপির সাবেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নবীউল্লাহ।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, ১৮ ও ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কাজলায় নিহত দুজনের ঘটনায় করা মামলায় ঢাকা জেলা প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়। এর নেপথ্যে নবীউল্লাহ রয়েছেন বলে প্রতিবেদনে যে কথা বলা হয়েছে, তা সঠিক নয়। তিনি দাবি করেন, মামলায় কে বাদী আর কে আসামি—এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

নবীউল্লাহর দাবি, মামলার আসামি পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মাসুদ হাসান পাটোয়ারী ঈর্ষান্বিত হয়ে নবীউল্লাহর জামাতার প্রতিষ্ঠান যেন পরিবেশপত্র ছাড়পত্র না পায়, সে জন্য জেলা প্রশাসনকে দিয়ে মামলা করিয়েছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন বলে মাসুদ ওএসডি হয়েছিলেন।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

আলোচ্য মামলার বাদী আবু বকর ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক। এতে ঢাকা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রফিকুল হককেও আসামি করা হয়। তিনি ঢাকা জেলা প্রশাসকের সই জালিয়াতি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়ে মাতুয়াইলে চালু করা একটি হিমাগারে ২০২০ সালে অভিযান চালিয়েছিলেন।

হিমাগারের মালিক ছিলেন নবীউল্লাহর জামাতা সিরাজউদ্দৌলা। তাঁকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনায় মামলার বাদী ছিলেন ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মচারী মোশারফ হোসেন। সাক্ষী ছিলেন অন্য দুই কর্মচারী। জালিয়াতির বিষয়টি ঢাকা জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিল পরিবেশ অধিদপ্তর। তখন পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন উপপরিচালক ইলিয়াস মাহমুদ ও সহকারী পরিচালক মোক্তাদির হাসান। এ ছাড়া অধিদপ্তরের পরিচালক মাসুদ হাসান পাটোয়ারী ছিলেন নবীউল্লাহর আরেক মেয়ের স্বামী। ২০১৮ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।

তাঁদের সবাইকে জুলাই আন্দোলনে দুজন নিহত হওয়ার করা হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছে। তাঁরাই অভিযোগ করেছেন, নবীউল্লাহ ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁর অনুসারী আবু বকরকে দিয়ে মামলায় এঁদের আসামি করিয়েছেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিরা শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে বই তুলে দেন। গতকাল বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে। ছবি : দীপু মালাকার

তথ্যচিত্রে উঠে এল জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রদর্শনীতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের দৃশ্য, পুলিশের আন্দোলন দমানোর চেষ্টা, পুলিশের গুলিতে মানুষের মৃত্যু, লাশ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য উঠে আসে।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতি ধরে রাখতে ভিডিও এবং স্থিরচিত্রের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় 'জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতির লড়াই : তথ্যচিত্র প্রদর্শনী' শিরোনামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) ক্যাফেটেরিয়ায় প্রদর্শনীটির আয়োজন করে 'জাস্টিস ফর জুলাই' সংগঠন।

প্রদর্শনীতে কোটা সংস্কার ও ছাত্র-জনতার আন্দোলনের দৃশ্য, পুলিশের আন্দোলন দমানোর চেষ্টা, পুলিশের গুলিতে মানুষের মৃত্যু, লাশ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, জনতার উদ্যমী স্লোগান, ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ওপর হামলা এবং পুলিশের ছাত্রলীগকে সুরক্ষিত রেখে হামলা চালানোর সুযোগ করে দেওয়াসহ অনেক দৃশ্য উঠে এসেছে।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, আন্দোলনের সময়কার বিভিন্ন গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্র, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রাফিকস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রলীগ কর্মী ১৫ জুলাইয়ের হামলায় ছিলেন, তাঁদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আন্দোলনের সময়ের বিভিন্ন গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। ছবি : প্রথম আলো

তথ্যচিত্রের বিষয়ে 'জাস্টিস ফর জুলাই' সংগঠনের আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আল-আমিন বলেন, 'মূলত আমরা পাবলিক সোর্স থেকেই এগুলো সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, ফেসবুক পোস্ট, আমাদের নিজস্ব যে অডিও-ভিডিও কালেকশন আছে, তা থেকে এই তথ্যচিত্র করেছি। আমরা নিজেরাও তো আন্দোলনের সময়েরই মানুষ। সম্পূর্ণ জিনিসটাকে আমরা একসঙ্গে সাজিয়েছি।'

আবদুল্লাহ আল-আমিন বলেন, 'আমাদের তথ্যচিত্রকে পরিপূর্ণ ডকুমেন্টেশন বলা যাবে না। ডকুমেন্টেশনটা এখনো চলমান। আমরা এটা এই কারণে করছি যাতে এটা মানুষের চেতনায় থাকে, মনে থাকে। আমরা আমাদের ডকুমেন্টারি সম্পন্ন হলে সারা দেশে দেখানোর ব্যবস্থা করব, বিশেষ করে ক্যাম্পাসগুলোতে। ক্যাম্পাসগুলোতে আগে; এরপর সারা দেশে আমাদের প্রদর্শনী করার ইচ্ছা আছে।'

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

শিক্ষার্থীরা বড় হলে, বড় হবে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'স্বপ্ন মানে গন্তব্য। আমি কোথায় যেতে চাই, এর জন্য যে কাজ, সেটাই স্বপ্ন। তোমরা বড় হলে বাংলাদেশ বড় হবে। তাই নিজেকে বড় করার স্বপ্ন দেখতে হবে।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ঢাকা মহানগরের স্কুল কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণ উৎসবে এ কথা বলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

গতকাল শুক্রবার সকালে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে শুরু হয় স্কুল কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠান। দুই দিনের আয়োজনের প্রথম দিন সকালের উদ্বোধন পর্বে ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ। আলোচনার পর দেওয়া হয় সেরা পাঠক পুরস্কার।

দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, কোন বই পাঠককে কীভাবে প্রভাবিত করবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। অনেক বইয়ের মধ্য থেকে হয়তো একটি বই বদলে দিতে পারে সব ভাবনা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যেভাবে বিশ্বের ভান্ডার সামনে এনে দেয়, এর মূল্যায়ন করা অসম্ভব।

গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান বলেন, বইয়ের মূল্য এর গায়ে লেখা দাম নয়, বইটি থেকে পাঠক কী পেলেন, সেটি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এই আয়োজনের সঙ্গে গ্রামীণফোন দুই দশক ধরে আছে উল্লেখ করে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, এখানে উপস্থিত সবাই আলোকিত মানুষ হওয়ার পথের যাত্রায় বিজয়ী।

বিশ্বসাহিত্যের পাঠ শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবইয়ের বাইরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে বলে মন্তব্য করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক শামিম আল মামুন।

সরকারি জমিতে দোকান উচ্ছেদ অভিযানে বাধা

মানিকগঞ্জ সদর

সরকারি খাস জায়গা থেকে সাত দিনের মধ্যে নির্মাণাধীন দোকান সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ভাড়াড়িয়া বাজারে সরকারি খাসজমিতে স্থানীয় এক প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে দোকানঘর নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় ও উপজেলা ভূমি প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার বাধা দিলেও ওই পরিবারের লোকজন দোকানের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

শেষ গত বৃহস্পতিবার বিকেলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) জহিরুল আলম সরেজমিনে দোকানের নির্মাণকাজ বন্ধ ও নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নিতে অভিযান চালালে ওই পরিবারের লোকজন বাধা দেন।

এলাকাবাসী জানান, ভাড়ারিয়া বাজারের সরকারি খাসজমি দখল করে আটটি দোকানঘর নির্মাণ করছেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। ২০২১ সালে এসব খাসজমি উদ্ধারে তৎপর হয় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। ওই সময় খাসজমিতে নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য দুইবার দোকানমালিকদের

মানিকগঞ্জের ভাড়ারিয়া বাজারে খাসজমিতে চলছে দোকানঘর নির্মাণ। ছবি : প্রথম আলো

নোটিশ দেয় উপজেলা ভূমি প্রশাসন। পরে ব্যবসায়ীরা আদালতে একটি মামলা করলে উচ্ছেদ অভিযান স্থবির হয়ে পড়ে। মঙ্গলবার থেকে ওই বাজারে সরকারি জমি দখল করে দোকানঘর নির্মাণ শুরু করেন সায়েম খান। বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্মাণাধীন দোকানঘর উচ্ছেদ অভিযানে যান সহকারী কমিশনার (ভূমি) জহিরুল ইসলাম। এতে সায়েমসহ তাঁর লোকজন বাধা দেন।

এ বিষয়ে সায়েম খান বলেন, সরকারি জমি দখল করে তিনি দোকানঘর নির্মাণ করছেন না।

এ বিষয়ে জহিরুল আলম বলেন, সরকারি খাস জায়গা থেকে সাত দিনের মধ্যে নির্মাণাধীন দোকান সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্র্যাব সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার পেলেন প্রথম আলোর মাহমুদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মাহমুদুল হাসান

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার (বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড) পেয়েছেন *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান। ঢাকার অপরাধজগৎ ও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নিয়ে তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য তিনি এ পুরস্কার পান।

গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ভবন মিলনায়তনে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। 'অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' ক্যাটাগরিতে মাহমুদুল এ পুরস্কার পান। এ ছাড়া অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন (টেলিভিশন/রেডিও) ক্যাটাগরিতে ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের নাজমুল সাঈদ এবং মাদক বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের (প্রিন্ট/অনলাইন) জন্য ঢাকা পোস্টের জসীম উদ্দীন বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও ক্র্যাব নাইট' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্র্যাব সভাপতি কামরুজ্জামান খান ও স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

হাসনাত-সারজিসের আসার খবরে জাপার বিক্ষোভ

রংপুর

হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করতে আজ শনিবার রংপুরে যাচ্ছেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ

সারজিস আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রংপুর*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলমের আসার খবরে রংপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় পার্টি (জাপা)। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে নগরের সেন্ট্রাল রোডের দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার কার্যালয়ে ফিরে আসে।

মিছিল থেকে হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলমের বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন জাপার নেতা-কর্মীরা।

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করতে আজ শনিবার হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম রংপুরে যাবেন বলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই খবর জানার পর জাপার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এর আগে ১৪ অক্টোবর দলটির পক্ষ থেকে হাসনাত ও সারজিসকে রংপুরে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।

এ বিষয়ে জাপার কো-চেয়ারম্যান ও রংপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোস্তাফিজার রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'যেহেতু পুলিশের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা আইজি মহোদয়ের সঙ্গে তাঁরা (হাসনাত-সারজিস) রংপুর সফরে আসছেন, এ কারণে আমাদের কর্মসূচি থাকবে না। প্রতিবাদস্বরূপ বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা। তাঁরা যখন ব্যক্তিগত সফরে আসবেন, তখন আমরাও কর্মসূচি দেব।' দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, মহানগর জাতীয় পার্টির সদস্যসচিব এস এম ইয়াসির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাপার নেতা-কর্মীদের মিছিলের ব্যাপারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুরের প্রতিনিধি ইমরান আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সংলাপ করছেন। এর মধ্যে জাতীয় পার্টির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ। এ নিয়ে তাঁরা দুজন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন।

মেয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে, বাইরে অপেক্ষারত মায়ের মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রে গতকাল শুক্রবার কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন মেয়ে। মা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের মাঠের পাশে অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে বুকে ব্যথা হলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গুচ্ছ পরীক্ষা দিতে এসে এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পুলিশকে জানানো হলে প্রক্রিয়া শেষে তাঁর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

জানা যায়, মা হারানো পরীক্ষার্থীর নাম আরোয়া তাবাসসুম। তিনি ২০২৩-২৪ সেশনের কৃষি গুচ্ছ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মায়ের নাম শামীম আরা বেগম। তাঁদের স্থায়ী বা স্থানীয় কোনো ঠিকানাই তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

ঘটনাস্থলে থাকা আশপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শামীম আরা বেগম মেয়েকে পরীক্ষার হলে রেখে মুহসীন হলের মাঠের পাশে অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। আশপাশের মানুষ ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রায়ই ঘটছে ছিনতাই, নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় জাবি শিক্ষার্থীরা

বিপিএটিসি-বিশমাইল সড়ক

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হওয়ার পাশাপাশি নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

- সর্বশেষ ১২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন।
- প্রশাসন সোহেল আহমেদকে সভাপতি করে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করে।

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্র (বিপিএটিসি) থেকে বিশমাইল পর্যন্ত দুই কিলোমিটার এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে প্রায় ঘটছে ছিনতাইয়ের ঘটনা।

মুঠোফোন, মানিব্যাগ, স্বর্ণালংকার খোয়ানো যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হওয়ার পাশাপাশি নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় পথচারীরা। কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, ওই এলাকায় এ ধরনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনসহ থানা-পুলিশের কাছে বিভিন্ন সময় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না।

১২ অক্টোবর রাতে মীর মশাররফ হোসেন হলের ফটক-সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাসেল হোসেন ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) সোহেল আহমেদকে সভাপতি করে ৯ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বলছে, ওই এলাকায় পুলিশ বক্স এবং পুলিশি টহল নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে তারা।

ওই এলাকায় ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন, এমন অন্তত ১৫ জন ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলেছেন এই প্রতিবেদক। তাঁদের দেওয়া ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায়, মহাসড়কের ওই এলাকায় তিন থেকে পাঁচজনের গ্রুপ করে ছিনতাইকারীরা সন্ধ্যার পরপরই ওত পেতে থাকে। তারা মূলত জয় বাংলা ফটকের বিপরীতের জঙ্গল, ডেইরি ফার্মের প্রাচীরের ভেতর এবং মীর মশাররফ হোসেন হলের ফটক-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নেয়। সন্ধ্যার পর অটোরিকশা, মোটরসাইকেল বা হেঁটে যাতায়াতকারীদের টার্গেট করে ছিনতাইকারীরা। তারা ধারালো চাপাতি, রডসহ নানা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অটোরিকশাতে যাতায়াতকারীদের থামিয়ে মুঠোফোন, মানিব্যাগ এবং স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়। তাদের কথা না শুনলে ছুরিকাঘাত করে পাশের জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত দুই বছরে ওই এলাকায় অর্ধশতাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই মুঠোফোন ও মানিব্যাগ খুইয়েছেন। ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন অনেকে, নিহত হয়েছেন অন্তত একজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ বলেন, 'ওই এলাকায় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বক্স স্থাপনের জন্য ঢাকা জেলা পুলিশের কাছে লিখিত দিয়েছি। মীর মশাররফ হোসেন হলের ফটকে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পাশাপাশি মীর মশাররফ হোসেন হল এলাকায় আনসার ক্যাম্প স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে এবং পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।'

সাভার মডেল থানার ওসি মো. জুয়েল মিয়া বলেন, 'ওই এলাকায় একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। আমরা থানা কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি ওই এলাকায় পুলিশের টহল বাড়ানোর জন্য।'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
অস্থায়ী কার্যালয় : জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ভবন,
১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬
ই মেইল : bctibd2013@gmail.com ওয়েবসাইট : www.bcti.gov.bd

নং-১৫.৬৪.০০০০.২০২.৯৯.০০১.২৩-২৫৯৫ তারিখ : ২১ অক্টোবর ২০২৪

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট জার্নাল-এর জন্য

লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট জার্নাল-এর ১৪তম সংখ্যার চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন বিষয়ে গবেষণাধর্মী এবং বিশ্লেষণমূলক লেখা, চলচ্চিত্র সমালোচনা, নিউ-মিডিয়ার গতিপ্রকৃতি ও ব্যাপ্তি, বিশ্ব চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা, অনুবাদ ও সাক্ষাৎকার, প্রযুক্তি ও প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী লেখকদের নিকট থেকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪। জার্নালটি Peer Reviewed Journal বিধায় রচনার শেষে গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র যথাযথভাবে (APA ফরমেট-এ) সন্নিবেশিত থাকতে হবে এবং বিসিটিআই-এর ওয়েবসাইটের গবেষণা ও প্রকাশনা অংশে আপলোডকৃত লেখকের জন্য জ্ঞাতব্য নীতিমালা অনুসরণপূর্বক লিখিত হতে হবে। উল্লেখ্য, লেখার শব্দসীমা হবে অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)।

লেখকগণকে লেখার বিষয়বস্তুর সাথে ক্যাপশনসহ প্রাসঙ্গিক ছবি পাঠাতে হবে। লেখা সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে। বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণপূর্বক লেখার হার্ডকপি সরাসরি বিসিটিআই-এর ঠিকানায় এবং সফটকপি (বাংলা : NiKosh এবং ইংরেজি Times New Roman ফন্টে) ই-মেইলযোগে (bcti.journal@gmail.com) এবং হার্ডকপি সরাসরি বিসিটিআই-এর ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচিত লেখার জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে এবং লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।

(মো. জাহিদুল ইসলাম)
পরিচালক
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, অস্থায়ী কার্যালয় : জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (অডিটোরিয়াম ভবন), ১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬। ফোন : ৫৫০৭৯৩৪৪, ফ্যাক্স : ০২-৫৫০৭৯৩৪৫।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Power Development Board

Directorate of Purchase
BPDB, WAPDA Building, Dhaka,
Tel: 02223383081
www.bpdb.gov.bd

The Following e-Tenders is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of:

SL No	Tender ID No.	Package No.	Reference No.	Description of Goods/Works	Last Selling Date and Time	Closing Date and Time	Opening Date and Time
1.	1027857	GR-05 FY 2024-25	27.11.0000.304.25.304.24 dated: 21/10/2024	Procurement of Hydraulic Acid (HCI) and Sodium Hydroxide (NaOH) and Scale Inhibitor for Water Treatment Plant of Chandpur 150 MW CCPP, BPDB, Chandpur	07-11-2024 13.00	07-11-2024 14.00	07-11-2024 14.00

This is online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted.
To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.
The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System Portal have to be deposited online through any registered Bank Branches.
Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).
For more details please contract to the PE's Support Desk (01755591658).

(Md. Abu Sayed)
ID No. 1-01401
Director
Directorate of Purchase
BPDB, Dhaka
E-mail: dir.purchase@bpdb.gov.bd

বিদ্যুৎ/জন-৩০৬(২)/২৪/১০/২৪

একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন ছাড়া পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশে প্রতি শীতে মানুষের দমবন্ধ হতে থাকবে।

বায়ুদূষণ মোকাবিলার বিষয়ে পাকিস্তানের পত্রিকা ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

শেয়ারবাজার পরিস্থিতি

বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনুন

সাধারণত সরকার পরিবর্তনের পর শেয়ারবাজারে চাঙাভাব দেখা দেয়। কিন্তু সম্প্রতি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ শাসনের বিদায় ও অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর গত আড়াই মাসে ক্রমাগত দরপতন ঘটায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক তৈরি করেছে।

'আস্থা পাচ্ছেন না বিনিয়োগকারীরা' শিরোনামে *প্রথম আলোয়* প্রতিবেদন প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন দুঃসংবাদ এল সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবারও দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জে বড় ধরনের দরপতনের।

প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স এদিন ৫৫ পয়েন্ট বা ১ শতাংশ কমে নেমে এসেছে ৫ হাজার ১১৪ পয়েন্টে। গত প্রায় সাড়ে চার মাসের মধ্যে এটিই ডিএসইএক্সের সর্বনিম্ন অবস্থান। এর আগে সর্বশেষ গত ১২ জুন ডিএসইএক্স সূচকটি ৫ হাজার ৮৩ পয়েন্টের সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচকটিও বৃহস্পতিবার ২০০ পয়েন্ট বা সোয়া ১ শতাংশের বেশি কমেছে।

শেয়ারবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউস লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবারের বড় ধরনের দরপতনের পেছনে বড় ভূমিকা ছিল স্কয়ার ফার্মা, ইসলামী ব্যাংক, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি বা বিএটিবিসি, গ্রামীণফোন ও রেনাটার। এই পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের বাজারমূল্য কমায় সম্মিলিতভাবে ডিএসইএক্স সূচকটি কমেছে ৪১ পয়েন্ট।

টানা দরপতনের কারণে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থাহীনতায় ভুগছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাও অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। ফলে বাজারে ক্রেতার সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ঋণগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের একটি বড় অংশের শেয়ার জোরপূর্বক বিক্রি বা ফোর্সড সেলের আওতায় পড়ছে। বাজার যত নিচে নামছে, ফোর্সড সেলের চাপও তত বাড়ছে।

বাজারে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি হওয়ায় দরপতনের পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণও কমছে। ঢাকার বাজারে বৃহস্পতিবার লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩০৬ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১৬ কোটি টাকা কম। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাজার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করলেও বাস্তবতা তার বিপরীত। সংকট উত্তরণে তাঁদের কোনো পদক্ষেপের কথাও জানা যায় না।

বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড বা সিডিবিএলের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম ১৪ কার্যদিবসে সাড়ে ৬ হাজার বিনিয়োগকারী তাঁদের বিও হিসাবে থাকা সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। ফলে এসব বিও হিসাব এখন শেয়ারশূন্য বিও হিসাবে পরিণত হয়েছে।

শেয়ারবাজার এখন দ্বিমুখী সংকটের মুখে। একদিকে বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ নিষ্ক্রিয়; অন্যদিকে নতুন বিনিয়োগকারীও খুব বেশি আসছেন না। বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাজারে নানা ধরনের অনিয়ম চলে আসছে। তাই বাজারে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু রাতারাতি ও এককভাবে কারও পক্ষে বাজার থেকে সব অনিয়ম দূর করা কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজই করতে হবে বাজার-সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আস্থায় নিয়ে, ধীরে ধীরে।'

প্রশ্ন হলো কাজটি করবে কে এবং কীভাবে। শেয়ারবাজার এত দিন চলে আসছিল তুঘলকি কায়দায়। কতিপয় বড় প্রতিষ্ঠানকে অন্যায় সুবিধা দেওয়ার জন্য নীতিকৌশল ঠিক করা হতো। এতে তারা লাভবান হলেও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সর্বনাশ হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন তথা বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে বাস্তবমুখী নীতি ও পরিকল্পনা নিতে হবে। অনিয়ম ও কারসাজি বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যে যাঁরা শেয়ারবাজার থেকে কারসাজি করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করেছেন, তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

১০০ কোটি টাকার বালু লুট

প্রশাসনকে আরও কঠোর ভূমিকা রাখতে হবে

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অবৈধ কর্মকাণ্ড ও লুটতরাজের বড় একটি উৎস ছিল নদ-নদীর বালু লুট। সেটি করতে গিয়ে নদ-নদীগুলো এবং তৎসংলগ্ন জনপদের সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে। দলীয় প্রভাব ও ক্ষমতাচর্চার কাছে স্থানীয় প্রশাসনও খুব একটা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। কোথাও কোথাও তাদের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্নও তৈরি হয়। কিন্তু সরকার পতনের পর অনেক জায়গায় বালু লুটের উৎসব এখনো চলছে। পুরোনো বালুখেকোর জায়গায় যুক্ত হয়েছে নতুন বালুখেকো।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত সুনামগঞ্জের সদরগড় এলাকায় অন্তত ১০০ কোটি টাকার বালু লুট হয়েছে। সেখানে চলতি নদে বালু লুট বন্ধে স্থানীয় প্রশাসন বাঁশের বেড়া দিয়েছিল, যাতে নদের ভেতর বাল্কহেড ও নৌকা না ঢুকতে পারে; কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। বালুখেকোরা বেড়া দেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে ফেলে। শুধু তা-ই নয়, পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে শত শত বাল্কহেড ও নৌকায় বালু নেওয়া হয়েছে।

বালু ব্যবসায়ী, শ্রমিক, পরিবেশ আন্দোলনকারীসহ স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য, প্রশাসন থেকে বিভিন্ন সময় কিছু কিছু উদ্যোগ নিলেও পুলিশ অনেকটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় ছিল। পুলিশের দুর্বলতা আর যোগসাজশে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বালুখেকোরা। এর সুযোগ নিচ্ছেন রাজনৈতিক দলের কর্মী, সাংবাদিকসহ অনেকে। এলাকাবাসী এই বালু লুটের পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছেন সদর থানা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের লোকজনকে। এর সঙ্গে নদীতীরের কিছু লোকের একটি সিন্ডিকেটের কথাও বলেছেন তাঁরা। যাঁরা পুলিশকে 'ম্যানেজ' করে থাকেন। তবে দায়িত্বরত পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে বালুখেকো সিন্ডিকেট খুবই শক্তিশালী। অল্প কয়েকজন পুলিশ সদস্য দিয়ে শত শত নৌকা নিয়ে আসা বালু আটকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ সুনামগঞ্জ জেলা শাখার নেতারা বলছেন, চলতি নদ এখন মাফিয়া চক্রের কবলে। আগে এলাকার সাধারণ বারকি শ্রমিকেরা ছোট ছোট নৌকা দিয়ে বালু তুলে সংসার চালাতেন, এখন ড্রেজারের কারণে হাজার হাজার বারকি শ্রমিক বেকার। লুটেরাদের কারণে তাঁদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা এই নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত অভিযান হচ্ছে। এটি অব্যাহত থাকবে।'

আমরা মনে করি, শুধু অভিযান চালিয়ে বালু লুট বন্ধ করা সম্ভব হবে না। অবৈধ বাল্কহেড জব্দ করে ধ্বংস করতে হবে। জব্দ করতে হবে বালু বহনকারী সব ধরনের যানবাহন। সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিঠিপত্র

শিশুশ্রম

শিশুশ্রম একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা, যা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়; বরং বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই একটি উদ্বেগের বিষয়। শিশুশ্রমের প্রভাব শুধু শিশুরা নয়, বরং পুরো সমাজ ও অর্থনীতির ওপর পড়ে। শিশুদের শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য এবং মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এটি বাধা সৃষ্টি করে। শিশুশ্রম বন্ধ করতে হলে রাষ্ট্রের উচিত একটি শক্তিশালী নীতিমালা গ্রহণ করা। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশে ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১.২৫ কোটি শিশু শ্রমের শিকার। এই শিশুদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা শিশুশ্রমের মূল কারণ।

সমস্যা সমাধানে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে শিশুদের জন্য শিক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য সমাজের সব স্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ এবং সুখী ভবিষ্যৎ গড়তে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

মাহবুবুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

রাষ্ট্র ও রাজনীতি

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রশ্নের মীমাংসা কীভাবে হবে

সোহরাব হাসান

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরই সরকার গঠনের ধরন ও কাঠামো নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল।

নতুন সরকার কার কাছে শপথ নেবে? এক পক্ষ মনে করেছিল, যে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানে বিজয় লাভ করেছে, সেই সরকারের রাষ্ট্রপতির কাছে নতুন সরকারের শপথ নেওয়া ঠিক হবে না। আন্দোলনে বিজয়ীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাখ লাখ মানুষকে সাক্ষী রেখে শপথ নেবেন।

অপর পক্ষ মনে করল, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে শপথ নেওয়াই সমীচীন হবে। ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার বঙ্গভবনে তাঁর কাছেই শপথ নিল। সরকার গঠনে আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানও ভূমিকা রাখেন। তিনিই প্রথম আন্দোলনকারী ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেন। সংবাদ সম্মেলন করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদের ১ উপধারায় আছে, 'প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে যদি (ক) তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন অথবা (খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন।' একই অনুচ্ছেদের ৩ উপধারায় আছে, 'প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অযোগ্য করিবে না।'

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর যেহেতু সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করেছেন, সেহেতু তাঁর পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়াটা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়; কিন্তু ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিটি যে সামনে এল, এর মীমাংসা কীভাবে হবে?

সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্পিকার তো পদত্যাগ করেছেন। সংবিধান মানলে নতুন স্পিকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত

বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ ঠেকাতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থান। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

তিনিই স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন। পদত্যাগ করুন আর সংসদ ভেঙে যাক, যা-ই হোক না কেন। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর পঞ্চম সংসদের সূচনা অধিবেশনে (৫ এপ্রিল ১৯৯১) এরশাদ আমলের স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী সভাপতিত্ব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ধার করে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা।' এরশাদের পতনের পরপরই চতুর্থ সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বা থাকা না-থাকার বিষয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কিন্তু আমরা যতটা জানতে পেরেছি, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা কম। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি ওঠার পর বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের তিন নেতা প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অবস্থান জানিয়েছেন। দলটি এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চায় না।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগসহ পাঁচ দফা দাবি মানতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। পাঁচ দফার দ্বিতীয় দাবি ছিল ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা, যা ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার পূরণ করেছে।

স্বাভাবিক সময়ে আমাদের রাষ্ট্রপতিদের তেমন কাজ থাকে না। সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের ৩ উপধারা অনুযায়ী, 'কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত সবকিছু রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।'

কিন্তু 'অস্বাভাবিক সময়ে' কিংবা সংসদের অনুপস্থিতিতে আবার রাষ্ট্রপতিরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস সশস্ত্র বাহিনী থেকে আসা একটি অভ্যুত্থান-প্রয়াস ঠেকিয়েছিলেন। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদও ২০০৭ সালে নিজের নেতৃত্বে গঠিত তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে দুই বছরের জন্য আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেছিলেন।

আইনজ্ঞ ও সংবিধানবিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সংবিধান মানলে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে সরানোর কোনো উপায় নেই। এমনকি তিনি যদি পদত্যাগও করেন, তাহলেও অন্য কাউকে এই পদে বসানো যাবে না সাংবিধানিকভাবে। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে সদ্য ভেঙে দেওয়া সংসদের স্পিকারই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

আর যদি সংবিধান মানা না হয়, তাহলে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় অনুযায়ী যে কাউকে যেকোনো পদে তাঁরা বসাতে পারেন; কিন্তু এ বিষয়ে আন্দোলনকারী ছাত্রনেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলগুলো একমত হবে কি না, সেই প্রশ্নও আছে। ছাত্রনেতারা বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলছেন। তবে রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে, অন্তর্বর্তী সরকারকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা কোনোভাবে চায় না পরিস্থিতি জটিল হোক।

রাজনৈতিক দলগুলোর কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা করলে তাঁরা জানান, বর্তমান রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ নিয়ে কোনো সংকট তৈরি হলে নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনের কোনো পথনকশা না দেওয়ায় এই শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার একটি সেমিনার থেকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সমর্থক একাধিক বক্তা সংস্কারকাজ শেষ করেই নির্বাচন দেওয়ার কথা বলেছেন।

অন্যদিকে নির্বাচনের ধরন ও প্রকৃতি নিয়েও বিএনপির সঙ্গে ছোট দলগুলোর মতভেদ আছে। বিএনপির মতো বড় দল চায় বর্তমান পদ্ধতিতেই নির্বাচন হোক। জামায়াতে ইসলামীসহ বেশির ভাগ দল আনুপাতিক হারে ভোটের পক্ষে।

রাষ্ট্রপতির থাকা না থাকার বিষয়ে বিএনপির বাইরে কোনো দল আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে গত বুধবার বঙ্গভবনে ঘেরাও কর্মসূচির নেপথ্যে কারা ছিলেন? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শহীদ মিনারে সমাবেশ করে পাঁচ দফা দাবি পেশ করে রাজু ভাস্কর্যে এসে মিছিল শেষ করে। কিন্তু ইনকিলাব মঞ্চসহ কয়েকটি সংগঠন একই দাবিতে বঙ্গভবন ঘেরাও করে। সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেসব সংগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। তবে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'ঘেরাও কর্মসূচির প্রয়োজন নেই। আমরা জনগণের মনোভাব জানতে পেরেছি।'

সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যেও দ্বিমত আছে।

সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন তাঁর এই পদে থাকা উচিত নয় কিংবা তাঁর প্রতি সরকারের আস্থা নেই, তাহলে তিনি নিজের পদত্যাগের বিষয়েও সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের মতামত নিতে পারেন। এই অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'যদি কোনো সময় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে আইনের এই রূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বপূর্ণসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।'

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

প্রোগ্রামিং শিক্ষা

অভিভাবকেরা যেটি বিবেচনায় নিতে পারেন

বি এম মইনুল হোসেন

আমাদের দেশের অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য ছোটবেলা থেকেই প্রথাগত স্কুলশিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করে থাকেন। গান শেখা, ছবি আঁকা, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় আমাদের কোমলমতি শিশুরা। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে বর্তমানে সে তালিকায় যুক্ত হয়েছে প্রোগ্রামিং শেখার বিষয়টিও। ইংরেজিতে 'ফিয়ার অব মিসিং আউট' বা 'ফোমো' নামে একটি কথা আছে। এটি এমন এক অস্বস্তিকর অনুভূতি, যাতে মনে হয় কিছু তথ্য, ঘটনা বা অভিজ্ঞতা অজানা থেকে যাচ্ছে, যেগুলো জানলে অর্থাৎ 'মিস' না হলে জীবনটা আরও ভালো হতে পারত। প্রোগ্রামিং না জানা নিয়ে এখন অনেকের, বিশেষ করে অভিভাবকদের, এ 'ফোমো' অনুভূতি হচ্ছে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের প্রশ্ন-উত্তরের ওয়েবসাইট 'স্ট্যাক ওভারফ্লো' ডেভেলপার সমীক্ষা ২০২০ অনুসারে, শতকরা ৫৪ ভাগ পেশাদার ডেভেলপার ১৬ বছর বয়সের আগেই তাঁদের প্রথম লাইন কোড লিখেছেন, শতকরা ৩৫ ভাগ লিখেছেন ১৩ বছর বয়সের আগে। ১০ বছর বয়সের আগেই লিখেছেন শতকরা ৮ দশমিক ৯ ভাগ ডেভেলপার। ২০২৪-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৯ ভাগ জানিয়েছেন, তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা অবস্থাতেই প্রোগ্রামিং বা কোড লিখতে শিখেছেন। শতকরা ৩৫ দশমিক ৫ ভাগ শিখেছেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ১৮ বছরের কম বয়সীদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জানিয়েছেন, তাঁদের কোডিং শেখার অন্যতম উৎস ছিল ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের অনলাইন কনটেন্ট।

প্রথমে একটু বলার চেষ্টা করি 'প্রোগ্রামিং' আসলে কী! সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। আমরা যদি কাউকে দিয়ে কোনো একটি কাজ করিয়ে নিতে চাই, নির্দেশ বা অনুরোধ জানাতে চাই, সে ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে কাজটি বুঝিয়ে দিই। যিনি কাজটি করবেন, তিনি যদি বাংলা ভাষা বোঝেন, তাহলে আমরা বাংলায় কথা বললেই হলো। কিন্তু দেশের বাইরে কোথাও গিয়ে যদি দেখা যায় শ্রোতা শুধু ইংরেজি বোঝেন, তাহলে ইংরেজিতেই নির্দেশনা দিতে হবে, অন্যথায় তিনি কী করতে হবে বুঝতে পারবেন না এবং কাজটিও সম্পন্ন হবে না। কম্পিউটারও আমাদের জন্য অনেক ধরনের কাজ করে দেয়। কম্পিউটার (যন্ত্র) বাংলা-ইংলিশ কিছুই বোঝে না। তবে এটিরও নিজস্ব ভাষা আছে। কেবল সে ভাষায় নির্দেশ দিলে কম্পিউটার সেটি পালন করতে পারবে, সে অনুযায়ী আমাদের জন্য কাজটি করে দিতে পারবে। একেবারে কম কথায় বললে, যন্ত্রের সে ভাষার নামই 'প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ'।

সবার কি যন্ত্রের সে ভাষা শেখার দরকার আছে? যাঁরা ভবিষ্যতে তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়বেন না বা ক্যারিয়ার গড়বেন না, তাঁদেরও কি প্রোগ্রামিং শিখতে হবে? একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। ইংরেজি বা চায়নিজ ভাষা না শিখলে জীবন থেমে থাকবে না। কিন্তু যদি চীন দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করতে হয়, কথা বলতে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়, তাহলে সে ভাষা শেখা থাকলে যে কাজের গতি বেড়ে যাবে, সেটি সহজেই বোধগম্য। বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় প্রায় সব বিষয়ে কম্পিউটারনির্ভর বেশ কিছু সফটওয়্যার বা সিস্টেম ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সেসব ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিংয়ের জ্ঞান থাকলে কাজগুলো করাটা অনেক সহজতর হয়। ব্যাপারটা সেই প্রাইমারি স্কুল থেকেই আমাদের আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শেখার মতো, যাতে করে সারা বিশ্বে যোগাযোগের কাজটি করা যায়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও কম্পিউটারের বৈশ্বিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সেটি শেখা থাকলে ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে।

> 'প্রোগ্রামিং এখন আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই কোডিংয়ের কাজ অনেকখানি করে ফেলবে। মানুষ বরং মনোযোগ দিতে পারে জীববিজ্ঞান, শিক্ষা, উৎপাদন বা কৃষিকাজের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।'

অন্যদিকে কেউ ইংরেজির ওপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতেই পারেন, তার মানে এই নয় যে ইংরেজি মাধ্যমে অনুষ্ঠিত রসায়নবিজ্ঞানের আলোচনার জন্যও তিনিই উপযুক্ত। বরং রসায়নবিজ্ঞানে বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন কেউ, যিনি মোটামুটি ইংরেজি ভাষা জানেন, তিনিই এই কাজের জন্য অধিকতর উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন। একইভাবে কেউ কম্পিউটারবিজ্ঞানী বা সফটওয়্যার প্রকৌশলী হলেই শুধু প্রোগ্রামিংয়ের ব্যবহার আছে দেখেই অন্য কার্যক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত হয়ে যান না, বরং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন কেউ যদি প্রোগ্রামিংটা আয়ত্ত করে নিতে পারেন, তিনিই উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন।

আরেকটি প্রশ্ন, কারও যদি প্রোগ্রামিং শিখতে ভালো না লাগে, তাকে কি জোর করার প্রয়োজন আছে? এককথায় উত্তর হচ্ছে, প্রয়োজন নেই। কারও গান শিখতে ভালো না লাগলে, ছবি আঁকতে ভালো না লাগলে জোর করে সেটি কতটুকু করানো যায়? অনেক ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে মাত্র একটি হলো প্রোগ্রামিং। একেকজন শিশু একেক ধরনের কাজে আনন্দ পাবে। কেউ হয়তো ধাঁধা সমাধান করতে পারে, কারও হয়তো অঙ্ক করতে ভালো লাগে, কারও হয়তো হাতে-কলমে কোনো একটি কাজ শিখতে ভালো লাগে, কারও হয়তো ভালো লাগে বিতর্ক করতে, কেউ হয়তো চাইবে স্কাউটে অংশগ্রহণ করতে। এমনও হতে পারে, এখন প্রোগ্রামিং ভালো লাগছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে কাজের জন্য দরকার হলে তখন শিখে ফেলল।

অতএব, কেউ প্রোগ্রামিং না জানার মানে বর্তমান থেকে পিছিয়ে যাওয়া নয়, 'ফিয়ার অব মিসিং আউট' অনুভূতির কারণ নেই। এনভিডিয়ার সিইও সম্প্রতি এক বক্তব্যে বলেছেন, 'প্রোগ্রামিং এখন আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই কোডিংয়ের কাজ অনেকখানি করে ফেলবে। মানুষ বরং মনোযোগ দিতে পারে জীববিজ্ঞান, শিক্ষা, উৎপাদন বা কৃষিকাজের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।'

● **ড. বি এম মইনুল হোসেন** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক
bmmainul@du.ac.bd

ইউরোপ

হাঙ্গেরির ওরবান ইউরোপে যে সংকটের জন্ম দিয়েছেন

দিমিতার বেচেভ

৯ অক্টোবর হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন। সেই বক্তব্যে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলে হাঙ্গেরির সভাপতিত্ব কেন করা দরকার, সে বিষয়ে কথা বলেন। তাঁর এ বক্তব্য ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বড় অংশটি প্রশংসা করে। কয়েকজন সদস্য বের হয়ে যান বক্তব্য শুরুর আগে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে ইউরোপের মূলধারার রাজনীতিবিদদের কাছে ওরবান ভীতিকর এক চরিত্র। এর কারণ শুধু এটা নয় যে তিনি ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনকে ক্ষমাহীনভাবে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। তিনি পূর্ব ইউরোপ ও অন্যখানে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে একটি কাল্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তরতাজা উদাহরণটা এসেছে নর্থ মেসিডোনিয়া থেকে। ২৬ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক শহর ওহরিদে মেসিডোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হ্রিস্টিজান মিকোস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি নায়কোচিত সংবর্ধনা পান। ওরবান আয়োজক দেশের জন্য একটি মূল্যবান উপহার নিয়ে যান। আর সেটা হলো ৫৩৯ মিলিয়ন ডলারের ঋণ। এ ঋণের অর্ধেকটা নর্থ মেসিডোনিয়ার স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এক বছরের মধ্যে নর্থ মেসিডোনিয়ার স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে এই ঋণ সরকারি দলের জন্য একটি নির্বাচনী প্রণোদনা। দীর্ঘদিন পর এ বছরের মে মাসে ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী দল দেশটির ক্ষমতায় এসেছে। ওরবানের সহযোগিতা নিয়ে তারা দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার আশা করছে।

ওরবান মনে করেন, পশ্চিম বলকানের দেশগুলোর দীর্ঘদিন আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়া উচিত ছিল। আলবেনিয়ার সঙ্গে বিতর্কের কারণে তিন দশক ধরে রাজনৈতিক বাধার মুখে রয়েছে নর্থ মেসিডেনিয়া। গ্রিসকে সরিয়ে বুলগেরিয়া এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নে মেসিডোনিয়ার সদস্য পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। ওরবান এ ক্ষেত্রে বুলগেরিয়ার সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

বলা হয়, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনের ঘটনা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কলেবর বাড়ানোর ধারণাটিকে পুনর্জ্জীবিত করেছে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমা ক্লাবে পুতিনের সেরা বন্ধুরা এখন ইইউতে নতুন সদস্য যুক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ।

মিকোস্কির মতো সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দ্রার ভুচিচ ও জর্জিয়ার রাজনীতির 'পুতুল খেলার বাজিগর' বিডজিনা ইভানিশভিলির মতো নেতারা ওরবানকে শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করেন না, ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিন্তার অনুসারীও তাঁরা।

রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প হাঙ্গেরির ভিক্তর ওরবানের প্রতি তাঁর অনুরাগ গোপন করেননি। গত মাসে টেলিভিশন বিতর্কে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন, 'আমাকে বিশ্বনেতাদের মধ্যে ভিক্তর ওরবানের কথা বলতে দিন, তিনি একজন সম্মানিত লোক। তাঁকে তারা শক্তিশালী লোক বলে। কিন্তু তিনি একজন কঠোর ব্যক্তি ও হাঙ্গেরির স্মার্ট প্রধানমন্ত্রী।'

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান

ট্রাম্প এ ক্ষেত্রে শুধু একা নন। রিপাবলিকানদের অনেক নেতাই তাঁর প্রতি মোহগ্রস্ত। চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে ওরবানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে উপেক্ষা করে তাঁকে 'অভিবাসীবিরোধী' একজন শক্তপোক্ত নেতা বলে মনে করেন তাঁরা।

চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে অন্য দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে একটা মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হিসেবেও কাজ করেন ওরবান। এ বছরের শুরুর দিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তাঁর ইউরোপ সফরের একটি দেশ হিসেবে হাঙ্গেরিকে বেছে নিয়েছিলেন। জানা যাচ্ছে, মেসিডোনিয়ার ঋণ এসেছে বেইজিং থেকে এবং তা হাঙ্গেরির মধ্যস্থতায়।

জুলাই মাসে ২৭টি দেশের একটি জোটের প্রতিনিধিত্ব দাবি করে ওরবান একটি শান্তি মিশনে মস্কো সফর করেন। এ ঘটনায় সদস্যদেশগুলো তীব্র সমালোচনা ও আপত্তি থাকলেও ওরবান চীন ও ব্রাজিলের সমর্থন নিয়ে ইউক্রেনের জন্য একটি শান্তি পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছেন।

ওরবানের আন্তর্জাতিক নেতা হওয়ার অভিলাষ শুধু পূর্ব ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গত মাসে তাঁর সরকার চাদে একটি সামরিক মিশন পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। আফ্রিকার সাব-সাহারা থেকে অভিবাসীদের ইউরোপে আসা ঠেকাতে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সার্বিয়া, জর্জিয়া, নর্থ মেসিডোনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত না হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এ দেশগুলো ওরবানের অনুগত দেশ হিসেবে সদস্য হতে চায়।

যদিও হাঙ্গেরিতে ওরবানতন্ত্র তার স্বর্ণসময়টা পার করে এসেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাকি সদস্যগুলো ওরবানের প্রতি তাদের অবস্থান শক্ত করেছে এবং কয়েক বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করেছে। বিরোধী দলের নেতা ও সাবেক মেয়র পিটার ম্যাগারের কাছে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ওরবানকে। ২০২৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু ওরবান নিশ্চিত করেই শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে।

● **দিমিতার বেচেভ** কার্নেগি ইউরোপের সিনিয়র ফেলো

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান, মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক নগর

বাংলাদেশের প্রশাসনিক নগর বলা হয় ঢাকাকে এবং বাণিজ্যিক নগর বলা হয় চট্টগ্রামকে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : তিতুমীর বাঁশের কেল্লা কোথায় নির্মাণ করেছিলেন?
উত্তর : নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে।
প্রশ্ন : ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা গুঁড়িয়ে দেয় কত সালে?
উত্তর : ১৮৩১ সালে।
প্রশ্ন : হাজী শরীয়তুল্লাহ কোন আন্দোলনের নেতা ছিলেন?
উত্তর : ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন।
প্রশ্ন : হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর : হাজী শরীয়তুল্লাহর ছেলে দুদু মিয়া।
প্রশ্ন : সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর : ১৮৫৭ সালে।
প্রশ্ন : সিপাহি বিদ্রোহে কারা অংশ নেন?
উত্তর : দেশি সৈন্যরা।
প্রশ্ন : সিপাহি বিদ্রোহে জয়ী হয় কে?
উত্তর : ইংরেজ বাহিনী।
প্রশ্ন : ভারতবর্ষে রানির শাসন শুরু হয় কখন?
উত্তর : সিপাহি বিদ্রোহের পর।
প্রশ্ন : উনিশ শতকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনকে কী বলা হয়?
উত্তর : বেঙ্গল রেনেসাঁ।
প্রশ্ন : হিন্দু কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৮১৭ সালে।
প্রশ্ন : হেনরি ডিরোজিও কোন কলেজের শিক্ষক ছিলেন?
উত্তর : হিন্দু কলেজের।
প্রশ্ন : হিন্দু সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর প্রতি কারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন?
উত্তর : ইয়ং বেঙ্গলের ছাত্ররা।
প্রশ্ন : ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের মাধ্যমে কে ছাত্রদের মুক্তচিন্তা দ্বারা উজ্জীবিত করেন?
উত্তর : হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।
প্রশ্ন : বাংলার শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে কীভাবে?
উত্তর : ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে।
প্রশ্ন : রাজা রামমোহন রায় কোন আন্দোলনের সূচনা করেন?
উত্তর : সংস্কার আন্দোলন।
প্রশ্ন : সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উচ্ছেদ হয় কোন আন্দোলনের ফলে?
উত্তর : সংস্কার আন্দোলন।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ইংরেজি

Experience-9

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

Doing good in examinations does not necessarily make you a responsible student. Contrary to this, responsible student takes ownership of their own study, demonstrates accountability and actively contributes to the learning environment.
পরীক্ষায় ভালো করা তোমাকে একজন দায়িত্বশীল ছাত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য নয়। এর বিপরীতে বলা যায়, দায়িত্বশীল শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের পড়াশোনার দায়দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে, জবাবদিহিতা প্রদর্শন করে এবং সক্রিয়ভাবে শেখার পরিবেশে অবদান রাখে।
It involves acknowledging the importance of your academic journey and making conscious efforts to excel academically and at personal growth. A responsible student prioritizes attending classes regularly and being punctual. A responsible student shows openness towards constructive feedback and has the mindset to take up academic challenges.

এটি তোমার একাডেমিক যাত্রার গুরুত্ব স্বীকার করা এবং একাডেমিকভাবে ও ব্যক্তিগত বৃদ্ধিতে উৎকর্ষ সাধনের জন্য সচেতন প্রচেষ্টা করা জড়িত। একজন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া এবং সময়নিষ্ঠ হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। একজন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী গঠনমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রতি উন্মুক্ততা দেখায় এবং একাডেমিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা রাখে।
His/her respect for teachers, peers and school staff contributes a positive learning environment and healthy relationships.
A responsible student sets realistic goals, manages time effectively and seeks help and support when needed. S/he embraces diversity, respecting different perspectives and fostering inclusivity.
শিক্ষক, সহকর্মী ও স্কুলকর্মীদের প্রতি তার সম্মান একটি ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ ও সুসম্পর্ক রক্ষায় অবদান রাখে। একজন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করে, কার্যকরভাবে সময় পরিচালনা করে এবং প্রয়োজনে সাহায্য ও সমর্থন খোঁজে। সে/তিনি বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে সম্মান করে এবং অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৫

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ৯টি পেনসিলের দাম ৩৫ টাকা হলে ২৭টি পেনসিলের দাম কত?
ক. ১০৫ টাকা খ. ১১৫ টাকা
গ. ১১২ টাকা ঘ. ১৭৫ টাকা

২. ১২ কেজি লবণের দাম ৪৮০ টাকা হলে ২৫ কেজি লবণের দাম কত?
ক. ৭৫০ টাকা
খ. ৮০০ টাকা
গ. ১০০০ টাকা
ঘ. ১২০০ টাকা

৩. এক ডজন ডিমের দাম ১৪০ টাকা হলে ১৫টি ডিমের দাম কত?
ক. ১২৫ টাকা খ. ১৪৫ টাকা
গ. ১৭৫ টাকা ঘ. ১৮৫ টাকা

৪. ১টি কলার দাম ৮ টাকা হলে ৯৬ টাকায় কয়টি কলা পাওয়া যাবে?
ক. ৬টি খ. ৮টি
গ. ১০টি ঘ. ১২টি

৫. ১ জন লোক একটা কাজ করতে পারে ২০ দিনে। ৫ জন লোকের ওই কাজ করতে কত দিন লাগবে?
ক. ৪ দিন খ. ৬ দিন
গ. ১০ দিন ঘ. ১৪ দিন

৬. একটি পরিবারে ৭ জন লোকের ৩০ দিনের খাবার মজুত আছে। ওই পরিমাণ খাবারে ১৫ জন লোকের কত দিন চলবে?
ক. ১২ দিন খ. ১৪ দিন
গ. ১৫ দিন ঘ. ২০ দিন

৭. কোনো পরীক্ষায় ৬০০ নম্বরের মধ্যে তুমি ৫১০ নম্বর পেয়েছ। তাহলে তুমি শতকরা কত নম্বর পেলে?
ক. ৮০% খ. ৮৫%
গ. ৮৮% ঘ. ৯০%

৮. অন্তু গণিতের একটি অধ্যায়ের ৫৬ অংশ অঙ্ক শেষ করল। সে ওই অধ্যায়ের কত অংশ শেষ করল?
ক. ৫৬ খ. ৬০
গ. $\frac{৫৬}{১০}$ ঘ. $\frac{৫৬}{১০০}$

৯. একটি ঝুড়িতে ৫০টি আমের মধ্যে ২০টি আম কাঁচা। ওই ঝুড়িতে শতকরা কতটি আম কাঁচা?
ক. ২০% খ. ২৫%
গ. ৪০% ঘ. ৫০%

১০. ২০০ টাকার ৪০% = কত?
ক. ৫০ টাকা খ. ৬০ টাকা
গ. ৭০ টাকা ঘ. ৮০ টাকা

১১. $\frac{১}{৪}$ = □ %, ফাঁকা ঘরে কত বসবে?
ক. ২৫ খ. ৩০
গ. ৩৫ ঘ. ৪০

১২. তোমার বিদ্যালয়ে ৩৬০ জন ছাত্র ও ২৭০ জন ছাত্রী আছে। তাহলে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত কত?
ক. ২০ : ৯ খ. ৫ : ৩
গ. ৪ : ৩ ঘ. ৩ : ৪

১৩. $\frac{১৭}{২}$ ও $\frac{৫১}{১০}$ এর অনুপাত কোনটি?
ক. ৫ : ৭ খ. ৫ : ৩
গ. ১ : ১৭ ঘ. ৭ : ৫

সঠিক উত্তর
১. ক ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. খ ৮. ঘ ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. খ ১৩. খ

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-৯

সাধারণ জ্ঞান

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব

প্রশ্ন : 'টুইটার' কী?
উত্তর : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।
প্রশ্ন : ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর : মেটা।
প্রশ্ন : মেটার ভার্চ্যুয়াল মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : জাক বাক্স।
প্রশ্ন : 'অশনি' কী?
উত্তর : একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের নাম।
প্রশ্ন : জাপানের মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : ইয়েন।
প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বাধিক ভাষার দেশ কোনটি?
উত্তর : পাপুয়া নিউগিনি।
প্রশ্ন : রাশিয়ার পার্লামেন্টের নাম কী?
উত্তর : ডুমা।
প্রশ্ন : রাশিয়ার মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : রুবল।
প্রশ্ন : ইউক্রেনের মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : রিভনিয়া।
প্রশ্ন : শান্তিতে ২০২২ সালে নোবেল পুরস্কার কে পান?

স্থপতি লুই আই কান

উত্তর : মানবাধিকার সংগঠন অ্যালেস বিয়ালিয়াৎস্কি মেমোরিয়াল ও সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিস
প্রশ্ন : জাতিসংঘের বর্তমান সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯৩টি।
প্রশ্ন : Veto শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : আমি মানি না।
প্রশ্ন : '5 G' কী?
উত্তর : উচ্চগতির ইন্টারনেট-সেবা।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
উত্তর : লুই আই কান।
প্রশ্ন : FTA কী?
উত্তর : মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।
প্রশ্ন : আর্টেমিস-১ কী?
উত্তর : নাসার যাত্রীবিহীন চাঁদে অভিযানের রকেট।
প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কী?
উত্তর : ইউরোপের ২৭টি দেশের একটি জোট।
প্রশ্ন : বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটি হয়েছে কবে?
উত্তর : ১৫ নভেম্বর ২০২২ সালে।
প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৮ম স্থান।
প্রশ্ন : G-20 কী?
উত্তর : বিশ্বের ২০টি বৃহৎ অর্থনীতির দেশের জোট।
প্রশ্ন : বিশ্বের ৮০০ কোটিতম মানবসন্তানের নাম কী?
উত্তর : ফিলিপাইনের ভিনিস ম্যাবানসাগের।
প্রশ্ন : ওটিটি কী?
উত্তর : ওভার দ্য টপ।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের অফিশিয়াল ভাষা কয়টি?
উত্তর : ৬টি।
প্রশ্ন : ভারতের প্রথম বেসরকারিভাবে নির্মিত রকেটের নাম কী?
উত্তর : বিক্রম এস।
প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বাধিক দ্বীপরাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর : ইন্দোনেশিয়া।
প্রশ্ন : বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাজধানী হলো কোনটি?
উত্তর : ভ্যাটিকান সিটি।
প্রশ্ন : পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান কোনটি?
উত্তর : আল-আজিজিয়া (লিবিয়া, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫৮০ সে.)।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

হিসাববিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলী, *সিনিয়র শিক্ষক*
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

৪৫. ক্যাশমেমো সাধারণত কত সেট তৈরি করা হয়?
ক. ২ সেট খ. ৩ সেট
গ. ৪ সেট ঘ. ৫ সেট

৪৬. ক্রেডিট নোট কে তৈরি করেন?
ক. ক্রেতা খ. বিক্রেতা
গ. রপ্তানিকারক ঘ. ব্যবস্থাপক

৪৭. ক্রয় ফেরতের জন্য কী তৈরি করা হয়?
ক. ডেবিট নোট খ. ক্রেডিট নোট
গ. ডেবিট ভাউচার ঘ. ক্রেডিট ভাউচার

৪৮. কোন ব্যবসায়িক দলিলটি ক্রেতা প্রস্তুত করেন?
ক. ক্যাশমেমো খ. ডেবিট নোট
গ. চালান ঘ. ক্রেডিট নোট

৪৯. ক্রেডিট নোট কে প্রেরণ করেন?
ক. ক্রেতা খ. উৎপাদক
গ. বিক্রেতা ঘ. হিসাবরক্ষক

৫০. নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কী ব্যবহৃত হয়?
ক. ক্যাশমেমো খ. ডেবিট নোট
গ. ক্রেডিট নোট ঘ. ভাউচার

৫১. বিক্রয় ফেরতের উৎস দলিল কোনটি?
ক. ডেবিট নোট খ. ডেবিট ভাউচার
গ. ক্রেডিট ভাউচার ঘ. ক্রেডিট নোট

৫২. ডেবিট নোট কে তৈরি করেন?
ক. দেনাদার খ. বিক্রেতা
গ. ক্রেতা ঘ. ক্যাশিয়ার

৫৩. কোনটির ওপর ভিত্তি করে ক্রয় জাবেদা লেখা হয়?
ক. চালান খ. ক্যাশমেমো
গ. ডেবিট নোট ঘ. ক্রেডিট নোট

৫৪. ব্যবসায়িক লেনদেনের দলিল কোনটি?
ক. ব্যাংক জমা খ. ব্যাংক জমাতিরিক্ত
গ. ভ্যাট চালান ঘ. ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত

৫৫. ক্রয় ও বিক্রয়ে প্রামাণ্য দলিল কোনটি?
ক. চালান খ. বিল ও ক্যাশমেমো
গ. ডেবিট নোট ঘ. ক্রেডিট নোট

৫৬. ব্যয়ের স্বপক্ষে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ক্রেডিট ভাউচার খ. ক্রেডিট নোট
গ. ডেবিট নোট ঘ. ডেবিট ভাউচার

৫৭. ক্যাশমেমো ব্যবহৃত হয় কখন?
ক. পণ্য ফেরত এলে
খ. নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে
গ. পণ্য ফেরত দিলে
ঘ. ধারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ৪৫. খ ৪৬. খ ৪৭. ক ৪৮. খ ৪৯. গ ৫০. ক ৫১. ঘ ৫২. গ ৫৩. ক ৫৪. গ ৫৫. ক ৫৬. ঘ ৫৭. খ

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৩৩. মহীপালের রাজত্বকাল কোনটি?
ক. ৯৯৩—১০৪১ খ্রিষ্টাব্দ
খ. ৯৯৪—১০৪২ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ৯৯৫—১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দ
ঘ. ৯৯৬—১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

৩৪. মহীপালের রাজত্বকাল ছিল কত বছর?
ক. ৪০ বছর খ. ৪৫ বছর
গ. ৫০ বছর ঘ. ৫৫ বছর

৩৫. কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক কে ছিলেন?
ক. নারায়ণ পাল খ. মহীপাল
গ. দিব্যোক ঘ. আরাম শাহ

৩৬. দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষমতা গ্রহণ করেন কে?
ক. দ্বিতীয় শূরপাল খ. আরাম শাহ
গ. রামপাল ঘ. দিব্যোক

৩৭. পাল বংশের সর্বশেষ শাসক কে ছিলেন?
ক. দ্বিতীয় মহীপাল খ. রামপাল
গ. ধর্মপাল ঘ. মদনপাল

৩৮. 'রামচরিত' গ্রন্থটি কার লেখা?
ক. সন্ধ্যাকর নন্দী খ. বিজয় নন্দী
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. কৌটিল্য

৩৯. মহীপাল প্রতিষ্ঠা করেন—
i. রংপুর জেলার মহীগঞ্জ শহর
ii. বগুড়া জেলার মহীপুর শহর
iii. দিনাজপুর জেলার মাহীসন্তোষ শহর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক. পুণ্ড্র খ. সমতট
গ. হরিকেল ঘ. বঙ্গ

৪১. দেবদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল কোথায়?
ক. গৌড়ে খ. বঙ্গে
গ. পুণ্ড্রে ঘ. সমতটে

৪২. কে শালবন বিহার নির্মাণ করেন?
ক. অতীশ দীপঙ্কর খ. অশোক
গ. শ্রীভবদেব ঘ. শশাঙ্ক

৪৩. কান্তিদেবের রাজধানীর নাম কী ছিল?
ক. কুমিল্লা খ. সিলেট
গ. ময়নামতি ঘ. বর্ধমানপুর

৪৪. চন্দ্র বংশের শাসকগণ প্রায় কত বছর রাজত্ব করেন?
ক. ১০০ বছর খ. ১৫০ বছর
গ. ২০০ বছর ঘ. ২৫০ বছর

৪৫. চন্দ্রবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে?
ক. শ্রীচন্দ্র খ. লডহচন্দ্র
গ. গোবিন্দচন্দ্র ঘ. কল্যাণচন্দ্র

৪৬. চন্দ্ররাজাদের মূল কেন্দ্র ছিল কোনটি?
ক. ময়নামতি খ. সোমপুর বিহার
গ. লালমাই পাহাড় ঘ. মহাস্থানগড়

৪৭. ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উপাধি কী ছিল?
ক. মহারাজাধিরাজ খ. পরমেশ্বর
গ. পরমভট্টারক ঘ. পরম সৌগত

৪৮. চন্দ্র বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?
ক. ত্রৈলোক্যচন্দ্র খ. লডহচন্দ্র
গ. কল্যাণচন্দ্র ঘ. গোবিন্দচন্দ্র

৪৯. বল্লাল সেনের শাসনকাল কোনটি?
ক. ১১৬০—১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ
খ. ১১৬১—১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ১১৬২—১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ
ঘ. ১১৬৩—১১৮১ খ্রিষ্টাব্দ

৫০. 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের লেখক কে?
ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. বল্লাল সেন
গ. সন্ধ্যাকর নন্দী ঘ. লক্ষ্মণ সেন

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৩৩. গ ৩৪. গ ৩৫. গ ৩৬. ঘ ৩৭. ঘ ৩৮. ক ৩৯. ঘ ৪০. ঘ ৪১. ঘ ৪২. গ ৪৩. ঘ ৪৪. খ ৪৫. ক ৪৬. গ ৪৭. ক ৪৮. ঘ ৪৯. ক ৫০. খ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ইংরেজি
- **ষষ্ঠ শ্রেণি :** গণিত
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** হিসাববিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, কৃষিশিক্ষা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** সাধারণ জ্ঞান
- **নোটিশ বোর্ড :** শিক্ষার্থীদের জন্য হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সুদবিহীন ঋণ

কৃষিশিক্ষা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

১০৭. বৃষ্টিজনিত ভূমিক্ষয় কয় ধরনের?
ক. ৩ ধরনের খ. ৪ ধরনের
গ. ৫ ধরনের ঘ. ৬ ধরনের

১০৮. আন্তরণ ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ কী?
ক. বায়ুপ্রবাহ খ. বৃষ্টির পানি
গ. হালচাষ ঘ. বনজঙ্গল পরিষ্কার করা

১০৯. আন্তরণ ভূমিক্ষয় কোথায় বেশি হয়?
ক. সমতল ভূমিতে
খ. ঢালু ভূমিতে
গ. সমুদ্র উপকূলে
ঘ. চর এলাকায়

১১০. বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কোন ধরনের ভূমিক্ষয় হয়?
ক. নালা বা গালি ভূমিক্ষয়
খ. রিল ভূমিক্ষয়
গ. বৃষ্টিজনিত ভূমিক্ষয়
ঘ. বায়ুজনিত ভূমিক্ষয়

১১১. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয় দেখা যায় কোথায়?
ক. খুলনায় খ. বরিশালে
গ. রাজশাহীতে ঘ. বগুড়ায়

১১২. যে অঞ্চলে গাছপালা কম, সে অঞ্চলে কোন কারণে ভূমিক্ষয় হয়?
ক. বায়ুপ্রবাহের ফলে খ. বৃষ্টির কারণে
গ. ভূমি কর্ষণের ফলে
ঘ. পানি নিষ্কাশনের ফলে

১১৩. ভূমিক্ষয় বেশি হয় কোন ধরনের মাটিতে
ক. দোআঁশ খ. পলি মাটি
গ. কর্দম ঘ. বেলে

১১৪. প্রকৃতপক্ষে ভূমিক্ষয়ের জন্য দায়ী কে?
ক. মানুষ খ. রাস্তাঘাট
গ. ঘরবাড়ি ঘ. গাছপালা

১১৫. কোন ধরনের মাটিতে ভূমিক্ষয় কম হয়?
ক. দোআঁশ খ. বেলে-দোআঁশ
গ. এঁটেল ঘ. এঁটেল-দোআঁশ

১১৬. কোন ফসল চাষে ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা কমানো যায়?
ক. চিনাবাদাম খ. আখ
গ. ভুট্টা ঘ. পাট

১১৭. পাহাড়ি জমিতে ভূমিক্ষয় হয়—
i. আড়াআড়ি চাষ করলে
ii. ঢাল বরাবর চাষ করলে
iii. ধাপ সৃষ্টি না করে চাষ করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১০৭. খ ১০৮. খ ১০৯. খ ১১০. ক ১১১. গ ১১২. ক ১১৩. ঘ ১১৪. ক ১১৫. খ ১১৬. ক ১১৭. গ

নোটিশ বোর্ড

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তারিখ

■ ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি ও অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের (২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১০ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের) রেজিস্ট্রেশন নিচের নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ে করতে হবে।
রেজিস্ট্রেশন ফি : জনপ্রতি ২৯৬ টাকা।
ফি জমাদান ও eSIF পূরণের তারিখ : ০১/১১/২০২৪ থেকে ৩০/১১/২০২৪ পর্যন্ত।

দরকারি নির্দেশাবলি
অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। ৯ম শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ সব তথ্য অনলাইনে এন্ট্রি করতে হবে। অনলাইনে আপলোড করা তথ্য না থাকলে শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন দাবি করা যাবে না।
নিবন্ধনের সময় লক্ষ রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর বয়স ১২ বছর পূর্ণ না হলে এবং ১৮ বছরের বেশি হলে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে না।
রেজিস্ট্রেশন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের গ্রুপ (মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) এবং বিষয় সম্পর্কে অবগত করাবেন। পরে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে কোন বিভাগ/গ্রুপ (মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) নেবে, তা নিশ্চিত হতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/গ্রুপে (মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) রেজিস্ট্রেশন করার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষকের বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করবে। উক্ত আবেদনে বিভাগ (মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে গ্রুপ বিভাজন করা যেতে পারে।
ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে OEMS/eSIF বাটনে ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে লগইন (Login) করলে Dashboard থেকে eSIF SSC 2024-এ ক্লিক করলে Payable Fees of SSC 2024 Registration-এ Applicant name, Mobile No. এবং Number of Student দিয়ে Print Sonali Seba slip-এ ক্লিক করে সোনালী সেবার স্লিপটি প্রিন্ট করতে হবে। (ফরমটি কোনোভাবেই ফটোকপি করে ব্যাংকে জমা দেয়া যাবে না); ব্যাংকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পেমেন্ট ক্লিয়ার করলে নির্ধারণ করা শিক্ষার্থীদের eSIF পূরণ করা যাবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www. dhakaeducationboard.gov.bd

সেরা হোটেল কাপেলা | বিশ্বের সেরা ৫০ হোটেলের তালিকায় এক নম্বরে আছে থাইল্যান্ডের দ্য কাপেলা ব্যাংকক। '৫০ বেস্ট' এই তালিকা প্রকাশ করেছে।

মাঠের বাইরে কাছ থেকে লিওনেল মেসিকে একনজর দেখতে কত কী-ই না করেছেন **মেহেদী জামান**। বাংলাদেশ থেকে ছুটে গেছেন স্পেন, বার্সেলোনায় প্রিয় খেলোয়াড়ের বাড়ির সামনে বসে থেকেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে পূরণ হয়েছে তাঁর স্বপ্ন। ১৯ অক্টোবর সেলফি তোলার পাশাপাশি আর্জেন্টাইন মহাতারকার অটোগ্রাফও পেয়েছেন। এই পাঁড় মেসিভক্তের কাছ থেকে শুনে অনুলিখন করলেন **মো. জান্নাতুল নাঈম**

মেসির সঙ্গে সেলফি

মেহেদীর সেলফিতে লিওনেল মেসি

বিয়ের আয়োজনে প্রিয় তারকার উপস্থিতি!

২০০০ সালের কথা। সবে চতুর্থ শ্রেণিতে উঠেছি। আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিলেন আব্বু। ওই বয়সে যন্ত্রটার কাজ খুব একটা বুঝতাম না। কিন্তু জানতাম, আমার কম্পিউটারে ফুটবলের একটা গেম আছে। নাম 'ফিফা ৯৮'। অবসরে এই গেম খেলতাম। আর্জেন্টিনা দল তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন করা থাকত, তাই এই দল নিয়েই খেলা হতো। খেলতে গিয়ে দেখলাম, গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা নামের এক খেলোয়াড়কে দিয়ে সহজেই গোল করা যায়। সেখান থেকেই আর্জেন্টিনা ও বাতিস্তুতার সঙ্গে পরিচয়। পরে ২০০২ সালে বিশ্বকাপে টিভিতে এই কিংবদন্তির খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। মন খারাপও হয়েছিল, কারণ সেটাই ছিল তাঁর শেষ বিশ্বকাপ।

বাসায় মা-বাবার রুমে ছিল টেলিভিশন। তাই নিয়মিত খেলা দেখার সুযোগ ছিল না। ফুটবল বিশ্বকাপ এলেই কেবল সবাই মিলে হইহুল্লোড় করে খেলা দেখা হতো। ২০০৬ বিশ্বকাপে আবারও প্রিয় দল আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করি। তখন জানতে পারি, মেসি নামের একজন বিস্ময়বালক এই দলে যোগ দিয়েছেন। সেবার মাত্র এক ম্যাচ খেললেও মনে ধরেছিল তাঁর খেলার ধরন।

২০০৭ সালে মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে ৬ জন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে এক অবিশ্বাস্য গোল করেন মেসি। সেই প্রথম জানলাম, বার্সেলোনায় খেলেন মেসি। এর আগে বার্সেলোনা মানে শুধু রোনালদিনহোকে চিনতাম। এভাবেই বিশ্বকাপের বাইরেও নিয়মিত ক্লাব ফুটবল দেখা শুরু করি। দিনে দিনে মেসি, বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনারও পাঁড়ভক্ত হয়ে যাই।

২০১১ সালে ঢাকায় মেসিরা এলেও নানা কারণে সেটা মিস করি।

২০১৫ সালে শেষ হয় আমার বিশ্ববিদ্যালয়জীবন। সে বছরই একটি সম্মেলনে অংশ নিতে ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। পরে প্যারিস থেকে খেলা দেখতে চলে যাই স্পেনের বার্সেলোনা। ভক্ত হিসেবে মাঠের বাইরেও লিওনেল মেসিকে দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কীভাবে যে দেখা যায়, ধারণা ছিল না। তাই ক্যাম্প ন্যুতে ঘুরলেও মেসির ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারিনি।

আস্তে আস্তে পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই। ২০১৭ সালে বিয়ে করি। বিয়েতে এত এত মানুষ থাকবে আর মেসি থাকবে না! তাই মেসি আর তাঁর স্ত্রীর ছবির কাটআউট বানিয়ে আয়োজনে রেখেছিলাম। এই পাগলামো দেখে অনেকে তখন হাসাহাসি করেছে।

২০২০ সালের দিকে আবার স্পেনে যাই। হাতে এবার মেসির ঠিকানা। গেলাম তাঁর বাড়ির সামনে। অপেক্ষা করলাম প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। কে জানে তিনি হয়তো বাড়িতে ছিলেন না। তাই দেখার ইচ্ছাও পূরণ হলো না।

মেসির দেখা না পেলেও বার্সেলোনার প্রতি ভালোবাসা থেকে আমি ফুটবল ক্লাবটির সদস্য হয়েছি। এখন ক্লাবের নির্বাচনে ভোট দিতে পারি, বিভিন্ন সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণেরও সুযোগ থাকে।

২০২২ বিশ্বকাপে মেসিকে একঝলক দেখতে কাতার গিয়েছি। মন ভরে উপভোগ করেছি আর্জেন্টিনার ম্যাচ। জানতাম, এত বড় আসরে মেসির সঙ্গে দেখা হওয়া সহজ নয়। স্বাভাবিক কারণেই নিরাপত্তার জালে বন্দী থাকবে। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন। স্টেডিয়ামে বসেই মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর সঙ্গে সেলফি তোলার সুযোগ হলো। হাতের ইশারায় 'হ্যালো' বিনিময় করেছে মেসির ছেলে থিয়াগোও।

মা বললেন, দেখা পাবে

৮ অক্টোবর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাই। ফেরার সময় হিসাব-নিকাশ করে দেখি, হাতে মেসির একটা ম্যাচ দেখার সুযোগ আছে। ইন্টার মায়ামির ঘরের মাঠে খেলা। প্লে-অফের আগে শেষ ম্যাচ হওয়ায় মেসির খেলার সম্ভাবনা ছিল। আবার ইন্টার মায়ামি পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকায় মেসিকে বিশ্রাম দেওয়াটাও অসম্ভব না। এসব অনিশ্চয়তা মাথায় রেখেই টিকিট কাটি। এখন মেসির ঠিকানা জানা দরকার। ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম। বাসার ঠিকানা পাওয়ার পর দেখা পাওয়ার আশা বাড়তে থাকে। নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে স্ত্রী-কন্যাকে ফুফির বাসায় রেখে ওই দিন রাতেই মায়ামির বিমান ধরি। সঙ্গে বউ-বাচ্চা থাকলে এত সময় ধরে ও ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে মেসির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা।

১৮ অক্টোবরই মেসির বাড়ির সামনে যাই। টানা পাঁচ ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করি। মেসিকে দূর থেকে দুবার দেখলেও ছবি তোলার সুযোগ হয়নি। পরের দিন সকালে আবারও যাই। এবারও দূর থেকে দেখা মিলেছে। একটু পর ওখানে বসে খাবার খেতে খেতে ভিডিও কলে মাকে বললাম, 'মা, দেখা তো হয় না।'

মা বললেন, 'যাও দোয়া করে দিলাম। দেখা পাবে।'

মেসি যেন খেয়াল করেন, এ জন্য আর্জেন্টিনার জার্সি পরেছিলাম। কাঁধে ছিল হলুদ ব্যাগ। অবশেষে মায়ের দোয়ায় কাজ হলো। ওই দিন দুপুরে মেসির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খেয়াল করে আমার কাছে এসে গাড়ি থামালেন মেসি। গাড়ির গ্লাস নিচে নামিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন। মেসির সঙ্গে সেলফি তুললাম। জার্সিতে অটোগ্রাফ দিলেন। এত দিনের অপেক্ষার পর মেসির সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ যেন বাঁধ মানছিল না। মেসি সেটা দেখে হাসলেন। পাগল ভক্তের কাণ্ড দেখে হয়তো খুশিও হলেন।

মেসির পাশে বার্সেলোনার আরেক কিংবদন্তি লুইস সুয়ারেজও ছিলেন। মেসিতে মগ্ন হয়ে থাকায় তাঁর সঙ্গে আর ছবি তোলা হয়নি!

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে গত সেপ্টেম্বরে হয়ে গেল হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপ বা গৃহহীনদের বিশ্বকাপ। ফুটবলের এই আসরে প্রথমবার অংশ নিল 'বাংলাদেশ হোমলেস টিম'। আটটি দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে সাতটিতে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ দল। এই দলের গল্প শোনাচ্ছেন **নাজনীন আখতার**

গৃহহীনদের ফুটবল বিশ্বকাপে

ভিসা না পাওয়ায় গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপে খেলতে যেতে পারেনি বাংলাদেশ দল। এবারও ভিসা-জটিলতায় বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নটা ফিকে হয়ে এসেছিল। তাই প্লেনে চড়ার পরও খায়রুল আলমদের বিশ্বাস হচ্ছিল না সত্যিই তাঁরা খেলতে যাচ্ছেন! অভিজ্ঞতা না থাকায় প্লেন টেক-অফের সময়টাকে মনে হয়েছিল 'বিকট শব্দ' আর 'ভয়াবহ'। দক্ষিণ কোরিয়ায় পা রাখার পরও মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছেন খায়রুল।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী খায়রুল। বাংলাদেশ হোমলেস টিমের গোলরক্ষক। বাগেরহাটে অন্যের জমিতে ঘর তুলে থাকে তাঁর পরিবার। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ক্লাসে যাওয়ার আগে সকালে ও ক্লাস থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে বর্গাজমিতে কাজ করতেন। এখনো ছুটিতে বাড়ি গেলে বাবার সঙ্গে মাঠে কাজে যান। শৈশব থেকেই মাঠে কাজ করা এই তরুণ তাঁর প্রথম বিদেশযাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

খায়রুলের মতোই উচ্ছ্বসিত কুষ্টিয়ার সেলিম রেজা। জন্মগতভাবেই এই তরুণের ডান পা ছোট। এটা তাঁর দ্বিতীয় বিদেশযাত্রা। ২০২৩ সালে চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত প্যারালিম্পিকে অংশ নিয়ে হাইজাম্পে চতুর্থ হয়েছিলেন তিনি। এইচএসসি পাস সেলিম বছরে তিন-চার মাস শহরে এসে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। বাকি সময় দৌলতপুরে বাবার সঙ্গে গ্রামে মাছ ধরেন। তিনি বললেন, প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীমঙ্গলে ক্যাম্প করে প্র্যাকটিস করছিলেন। ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্র্যাকটিসে যাওয়ার সময় খবর আসে সবার ভিসা হয়েছে। জোরে হেসে সেলিম বলেন, 'তখন কিসের আর প্র্যাকটিস! সবাই মিলে চিল্লাচিল্লি, নাচানাচি।'

২২ বছর বয়সী খায়রুল ও সেলিমদের মতো সাতজন খেলতে গিয়েছিলেন হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপ বা গৃহহীনদের বিশ্বকাপে। তাঁরা 'বাংলাদেশ হোমলেস টিম'-এর সদস্য। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীদের খেলার অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা স্পোর্টস ফর হোপ অ্যান্ড ইনডিপেনডেন্স (শি) এই দলের পৃষ্ঠপোষক। দলের সঙ্গে শি থেকেও গিয়েছিলেন চারজন।

হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপ ফাউন্ডেশনের সংজ্ঞা অনুসারে, বাড়িঘরহীন বা রাস্তায় ঘুমিয়ে রাত কাটানো ব্যক্তিরাই শুধু গৃহহীন নন, কোনো ব্যক্তির আবাসনে যদি পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকে, তাহলে তাঁকেও গৃহহীন ধরা হবে।

হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপের এবারের আসরে অংশ নেয় বাংলাদেশসহ ৪০টি দল। এর মধ্যে নির্ধারিত সময়ে ভিসা না হওয়ায় বাংলাদেশ ও নামিবিয়া মূল পর্বে খেলতে পারেননি। তবে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, হাঙ্গেরি, নামিবিয়ার সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে নামিবিয়ার সঙ্গে টাইব্রেকারে হারা ছাড়া বাকি সাতটিতেই জেতে বাংলাদেশ। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারানোর সেই সুখস্মৃতি দলের প্রত্যেকের মুখে মুখে।

দলটির অন্য সদস্যরা হলেন সজীব কর, মিতুল শেখ, প্রেন চং ম্রো, ফুংলিয়ান কাপ বম ও অ্যালবার্ট কলিন্স ত্রিপুরা। নিজেরাই কাজ করে পড়াশোনার খরচ চালান এই প্রান্তিক তরুণেরা। খেলার সময় হলে এর মধ্য থেকেই সময় বের করে নেন।

৪ ঘণ্টার আফসোস

হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশ দলটির নেতৃত্ব দেন শির প্রতিষ্ঠাতা শারমিন ফারহানা চৌধুরী। কোচ ছিলেন জহিরুল হক। দলের ব্যবস্থাপক ছিলেন সংস্থার ক্রীড়া বিভাগের প্রধান পাপ্পু মোদক। ভিসা-জটিলতায় মূল পর্বে খেলতে না পারা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্ধারিত সময়ের সাড়ে চার ঘণ্টা পর ভিসা পাওয়ায় মূল পর্বে খেলতে পারেনি বাংলাদেশ। তবে আয়োজকেরা দলকে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা দলগুলোর সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার সুযোগ দেয়। সব কটি ম্যাচ ফিফা তাদের লাইভ প্লাস অ্যাপে সরাসরি সম্প্রচার করে। মোট ১৪ মিনিটের খেলায় প্রতি দলের চারজন করে খেলোয়াড় মাঠে খেলেছেন।'

হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপের মূল পর্বে মেক্সিকো চ্যাম্পিয়ন ও ইংল্যান্ড রানারআপ হয়েছে। শারমিন ফারহানা চৌধুরী বলেন, 'শেষ পর্যন্ত আমরা বিশ্বকাপে অংশ নিতে পেরেছি এবং লাল-সবুজ পতাকা বিদেশের মাটিতে ওড়াতে পেরেছি—এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলে সবার প্রশংসা কুড়ায় আমাদের দল।'

মাঠে নামার আগে দুই রেফারির সঙ্গে বাংলাদেশ হোমলেস টিমের সদস্যরা। ছবি : সংগৃহীত

• বিচিত্র দিবস

আজ তবে ভিন্ন কিছু হোক

ক্রমেই বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে পৃথিবী—এ কথা যেমন সত্য, তেমনই এ-ও তো সত্য, পৃথিবীকে সুন্দর রাখতে অবিরাম চেষ্টা করে চলেছেন বহু মানুষ। এর মধ্যে আপনার নামটি কোথায়—পৃথিবী ধ্বংস করা ব্যক্তিদের দলে, নাকি সুন্দরের দলে? এই জিজ্ঞাসার জবাব খোঁজার দায়িত্ব রইল আপনার কাছেই। আমরা বরং সুন্দরের কথা বলি।

আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা একা নন, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চান। নিজের অস্তিত্বটুকুকেই গোটা পৃথিবী ভাবেন না; বরং পরিবেশ, প্রকৃতি, আত্মীয়-বান্ধব, প্রতিবেশী—সবার মধ্যেই নিজেদের খুঁজে পান তাঁরা। ফলে সংগত কারণেই তাঁরা প্রকৃতি বিনষ্ট করেন না। আত্মীয়-প্রতিবেশী সবার সুখ-দুঃখে এগিয়ে যান। এ জন্য কিন্তু অঢেল ঐশ্বর্যের দরকার পড়ে না; কেবল একটু ইচ্ছা আর মানবিক মন থাকাই যথেষ্ট। আপনার নিঃস্বার্থ ছোট্ট একটি কাজই নিয়ে আসতে পারে অনেক বড় পরিবর্তন।

আশপাশে কোনো অভাবী মানুষ থাকলে পাশে দাঁড়ান। পাড়া-মহল্লার পার্ক বা খেলার মাঠটি হয়তো আবর্জনায় ভরে আছে। সমমনা সবাইকে নিয়ে একদিন পরিষ্কার করে ফেলুন। পাশেই হয়তো কোথাও অনাথাশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে। একদিন বন্ধুবান্ধব মিলে তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে যান। সময় কাটিয়ে আসুন। যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলা, গাছ কাটা প্রভৃতি পরিবেশ ধ্বংসকারী কাজের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলুন। নিজের সীমিত পৃথিবীতে খিল এঁটে বসে থাকবেন না। পৃথিবী আপনার। আপনিও এই পৃথিবীর। সুতরাং দায়িত্ব নিন।

আজ ২৬ অক্টোবর, একটুখানি ভিন্নতা তৈরির দিন, ভিন্ন কিছু করা দিবস (মেক আ ডিফারেন্স ডে)। এই ভিন্ন কিছু মানে সমাজের জন্য, পৃথিবীর জন্য ইতিবাচক কোনো অবদান রাখা। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএ উইকএন্ড ম্যাগাজিনের উদ্যোগে এই দিবসের প্রচলন হয়। প্রতিবছর অক্টোবরের চতুর্থ শনিবার পালিত হয় দিনটি।

ডেজ অব দ্য ইয়ার অবলম্বনে
কবীর হোসাইন

• বেড়ানো

অ্যালিট্র্যাস্কে মুজ শিকার

ফরিদ ফারাবী

নর্থ সুইডেনের ছোট্ট গ্রাম অ্যালিট্র্যাস্কে এটা আমাদের দ্বিতীয় সফর। লেকের পাড়ের অদ্ভুত সুন্দর বাড়িটা আমাদের সুইডিশ বন্ধু ক্রিস্টোফারের গ্রামের বাড়ি। এই ধরনের বাড়িগুলোকে সুইডিশরা স্তুগা বা কেবিন বলে থাকে।

এবারের সফরে ক্রিস্টোফার আমাদের সঙ্গে নেই। তবে তার বাবা রোলফ খোঁজ রাখছেন নিয়মিত। যদিও এখান থেকে সাত কিলোমিটার দূরে থাকেন তিনি। সুইডিশ বসতবাড়ির অবস্থান বিবেচনায় অবশ্য খুব একটা দূরে থাকেন বলা যায় না।

এই পরিবারের প্রতিটা সদস্যেরই দ্রুততম সময়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ক্রিস্টোফারের সত্তরোর্ধ্ব বাবা রোলফ বা তাঁর মা গুন্নেলও ব্যতিক্রম নন। প্রতিবার তাঁদের দেখি আর উজ্জীবিত হই। হ্যাঁ, বয়স আসলেই একটা সংখ্যা!

সারা দিনের ঘোরাঘুরি শেষে সন্ধ্যার দিকে কফি হাতে বসে আছি। এমন সময় বিশাল ট্রেলার-সমেত গাড়ি নিয়ে হন্তদন্ত হাজির হলেন রোলফ চাচা, 'জঙ্গলে নতুন অভিজ্ঞতা নিতে চাও? চলো।'

কী বৃত্তান্ত জানতে না চেয়ে ঠান্ডার যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলাম। আমাদের এত জানার দরকারই-বা কী! এতটুকু বুঝি যে এই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার সুযোগ মানেই নতুন কোনো অ্যাডভেঞ্চার।

গাড়িতে আমাদের নিয়ে জঙ্গল অভিমুখে ছুটলেন চাচা। টুকটাক গল্প করতে করতে জঙ্গলের কাছে একটা বাড়িতে এসে থামলেন। ট্রেলারে রবারের বিশাল একটা ট্রের মতো জিনিস তুললেন। আমিও হাত লাগালাম।

তারপর জঙ্গলের রাস্তার একখানে এসে থামল গাড়ি। আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিল ক্রিস্টোফারের বড় ভাই ক্রিস্তেরসহ আরও একজন। ক্রিস্তেরের সঙ্গে আগেরবারই পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গেই স্নোমোবিলে ঘুরেছিলাম। টুকটাক হাই-হ্যালো করতে করতেই ট্রেলার থেকে বিশাল সেই ট্রে নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। সে জিনিস মাটিতে রেখে শেকল দিয়ে হুক আটকানো হলো চার চাকার এমন একটা বাইকের সঙ্গে, যা কিনা জঙ্গলের এবড়োখেবড়ো রাস্তায় চলতে সমর্থ। এ ধরনের বাইক মরুভূমিতেও অনেককে চালাতে দেখা যায়। তবে সুইডেনে অনেকে অসমতল রাস্তায় চালানোর জন্য ব্যবহার করেন। রোলফ চাচা নিজের গাড়ি ছেড়ে বাইকে গিয়ে বসলেন। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভেতরে ছুটল বাইক। হেডল্যাম্প লাগিয়ে আমরা বাকিরা কজন আগেই জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। আমাদের ফলো করে চাচা এগোতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন গ্রামের আরও একজন।

জঙ্গলের এই দিকটায় কেবলই ঝোপঝাড় আর ছোট ছোট গাছ। সেই এবড়োখেবড়ো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটল বাইক, ট্রে-সমেত। অক্টোবরের এই সময়েই হাত-পা জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডা পড়ে গেছে। এর মধ্যেই ছবি তুলতে গিয়ে পানি জমে থাকা গর্তে পড়ে পা ভিজে গেল। ঠান্ডায় পা জমে গেলেও পরিস্থিতির উত্তেজনায় টের পাচ্ছিলাম না। ক্রিস্তেরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কী হতে যাচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম তাঁরা গাড়ির সঙ্গে আটকানো ট্রেটাতে করে জঙ্গল থেকে কিছু একটা নিয়ে আসতে যাচ্ছে। কিছু দূর এগিয়েই একটা জটলা দেখে নিচে তাকিয়ে আসল ঘটনা টের পেলাম।

মাটিতে পড়ে আছে বিশাল একটা মুজ। মৃত। মুজকে সুইডিশরা সাধারণত অ্যালি বলে থাকে। হরিণগোত্রীয় এই প্রাণী সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে দীর্ঘ ও শক্তিশালী। আগেই জানতাম ক্রিস্তের লাইসেন্সধারী শিকারি। তাঁর মতো লাইসেন্সধারী শিকারিদের প্রতিবছর নির্দিষ্টসংখ্যক মুজ শিকারের অনুমতি দেওয়া হয়। জানতে পারলাম, কিছু সময় আগে তাঁর গুলিতেই মারা পড়েছে এই মুজ। এখন ট্রেটাতে করে নিয়ে যাওয়া হবে। এর মধ্যেই ক্রিস্তেররা তিনজন কোমরের খাপ থেকে ছুরি বের করে মুজের পেট চিরে ভুঁড়ি বের করে ফেলে দিল। আস্ত মুজকে টেনে ট্রেতে তোলা হলো। কায়দামতো বাঁধার পর চাচা আবার সেই বাইক চালিয়ে জঙ্গল থেকে রাস্তায় টেনে নিয়ে এলেন। প্রায় ২৫০ কেজি ওজনের এই প্রাণীকে টেনে নেওয়াটাও সহজ কম্ম না।

হরিণগোত্রীয় প্রাণী মুজ

রাস্তায় আনার পর মুজসহ ট্রে গাড়ির সঙ্গে চেইনে লাগিয়ে টেনে ট্রেলারে তোলা হলো। অতঃপর বাইক রেখে আমাদের নিয়ে গাড়িতে রওনা হলেন চাচা। দলের অন্য এক সদস্যের বাড়িতে মুজটাকে কাটাকাটি করে মাংস ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হবে।

অবাক হয়ে এদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। বাড়িটার সামনে এসে গ্যারেজের মতো বিশাল একটা কক্ষে ট্রেটাকে ঢোকানো হলো। বোঝাই যাচ্ছে মূলত শিকারের পশু কাটার কাজে ব্যবহৃত হয় এই কক্ষ। পাকা কসাইদের মতো অল্প সময়ে চামড়া ছাড়িয়ে ফেললেন তাঁরা। বাকি কাজ তাঁদের কাঁধে রেখে আমাদের নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন রোলফ চাচা। আমাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।

আগে ভাবতাম, এই বরফের দেশে এসব গ্রামে মানুষ করেটা কী! এবার বুঝলাম গৎবাঁধা চাকরি না, এসব থ্রিলিং ব্যাপারস্যাপারই এদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড।

উত্তরের আকাশে আলোর নাচন

বাসায় এসে ঘরে ঢোকার আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ভাগ্য আমাদের আজ আসলেই সুপ্রসন্ন। উত্তরের আকাশে হালকা সবুজ আলোর নাচন অরোরা বা নর্দান লাইটের আগমনী জানান দিল। নর্থ সুইডেনে থাকি বিধায় অরোরা আমাদের জন্য খুব নতুন কিছু নয়। এই প্রাকৃতিক ঘটনা দেখার জন্য হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে নর্থ সুইডেন বা নরওয়ে আসে অনেক মানুষ। যদিও দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা পুরোটাই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে।

সূর্য থেকে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্যাসের সঙ্গে সংঘর্ষে তৈরি করে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ডিসপ্লে। তখন আকাশে তৈরি হয় নানা আলোর প্রতিফলন, যার মধ্যে মিশে থাকে সবুজ, গোলাপি, সাদা, লাল ও হলুদ রং। এই আলোর পরিমাণ মূলত আগত কণার সংখ্যা এবং শক্তির ওপর নির্ভর করে।

বাইরের তাপমাত্রা ইতিমধ্যে মাইনাসে পৌঁছেছে। বারান্দার কাঠের পাটাতনে বরফের পাতলা আস্তর পড়ে গেছে। লম্বা সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা সহজ না। নর্দান লাইটের শো চলতে চলতেই টের পেলাম ক্ষুধা পেয়ে গেছে। অল্প সময়ে পাস্তা রান্না করে খেয়ে শোয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আকাশ ততক্ষণে কিছুটা ফিকে হয়ে গেছে। আমাদের বেডরুম থেকে লেক বরাবর বিশাল জানালা। কিছুক্ষণ পর আধো ঘুম চোখে জানালায় তাকিয়ে দেখি নর্দান লাইট অবস্থান পরিবর্তন করে লেকের ওপরে এসে নতুন করে প্রাণবন্ত হয়েছে। বিছানায় শুয়ে এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়াটা কল্পনাতেও ছিল না।

জীবন আসলেই এক জাদুর বাক্স। কখন যে সেখান থেকে কী রোমাঞ্চ বেরিয়ে আসবে বলা মুশকিল। চাই শুধু আকাঙ্ক্ষা আর ধৈর্য।

উত্তরের আকাশে হালকা সবুজ আলোর নাচন অরোরা বা মেরুজ্যোতির আগমনী জানান দিল। ছবি : সংগৃহীত

নেতৃত্ব চালিয়ে যাবেন ট্রুডো

দলীয় চাপ সত্ত্বেও আগামী নির্বাচনে লিবারেল পার্টির নেতৃত্ব দেবেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। দ্য গার্ডিয়ান

সংক্ষেপে

ভারত

লাদাখ থেকে সেনা সরানো শুরু

পূর্ব লাদাখ থেকে সেনা সরানো শুরু করে দিয়েছে ভারত ও চীন। রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলন শুরুর ঠিক আগে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর উত্তেজনা প্রশমনে দুই দেশের চুক্তি বা বোঝাপড়া অনুযায়ী এই উদ্যোগ। দুই দেশের সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, শুক্রবার থেকেই মুখোমুখি অবস্থানে থাকা সেনাদের সরানো শুরু হয়েছে। আপাতত দুটি অঞ্চলে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো ডেপস্যাং ও ডেমচক। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়াং শুক্রবার জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সমাধান সূত্র মেনে দুই দেশের সেনাবাহিনী প্রাসঙ্গিক কাজ বাস্তবায়ন শুরু করেছে। দিল্লিতে এক সরকারি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, ডেপস্যাং ও ডেমচকেই দুই দেশের সেনাবাহিনী এখনো একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাহিনী প্রত্যাহারের কাজ শুরু হয়ে গেছে।
প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

উজবেকিস্তান

প্রাচীন দুই শহরের সন্ধান

পূর্ব উজবেকিস্তানের ঘাসভরা পাহাড়ে দুটি মধ্যযুগীয় শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন উজবেকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। এ আবিষ্কার প্রাচীন সিল্ক রোড সম্পর্কে আমাদের জানাশোনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিমের সঙ্গে পণ্য আনা-নেওয়ার জনপ্রিয় বাণিজ্যপথ হিসেবে এই সিল্ক রোড পরিচিত। ধারণা করা হয়, এই বাণিজ্যপথ নিম্নভূমির শহরগুলোকে সংযুক্ত করেছিল। কিন্তু গবেষকেরা রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখেছেন, কমপক্ষে দুটি উঁচু ভূমির শহরের সঙ্গেও ওই পথ যুক্ত হয়েছিল। এ শহরগুলোর মধ্যে একটি ছিল টুগুনবুলাক। ১২০ হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত শহরটি মূলত মেট্রোপলিটন শহর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। গবেষক দলটির ধারণা, টুগুনবুলাক ও আরেকটি ছোট শহর তাসবুলাক অষ্টম ও নবম শতকে গড়ে উঠেছিল।
বিবিসি

পাকিস্তান

তালেবানের হামলায় ১০ পুলিশ নিহত

আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের একটি তল্লাশিচৌকিতে ১০ জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তান তালেবান। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে জ্যেষ্ঠ এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এএফপিকে বলেছেন, প্রায় এক ঘণ্টা ওই এলাকায় গোলাগুলি চলে। এ সময় ১০ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়েছেন। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের দেরা ইসমাইল খান এলাকায় ২০ থেকে ২৫ জন জঙ্গি পুলিশের ওই তল্লাশিচৌকিতে হামলা চালায়। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাকিস্তানে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে।
এএফপি

ট্রাম

পর্তুগালের ঐতিহ্যবাহী হলুদ ট্রাম। পর্যটক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এটি। এতে স্থানীয়দের যাতায়াতের সুযোগ কমে গেছে। গত বুধবার লিসবনের আলফামা এলাকায়। ছবি : এএফপি

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায়। ছবি : রয়টার্স

জলবায়ু বিষয়ে দুই মেরুতে অবস্থান কমলা ও ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনার পক্ষে কমলা। জলবায়ু পরিবর্তনকে 'ধাপ্পাবাজি' বলে প্রত্যাখ্যান করেন ট্রাম্প।

- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প জলবায়ু নিয়ে ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি থেকে তাঁর দেশকে সরিয়ে নেন।
- যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু নেতৃত্বের আসনে বসাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করেছে কমলার প্রচারশিবির।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

'ড্রিল, বেবি, ড্রিল' (বেশি বেশি তেল-গ্যাসকূপ খনন সমর্থন করে রিপাবলিকানদের নেওয়া একটি স্লোগান) নাকি সবুজ জ্বালানিকে উৎসাহিত করা—বৈশ্বিক জলবায়ুসংক্রান্ত এমন দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্রেটিক পার্টির কমলা হ্যারিস।

দুই প্রার্থীর এমন দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেননা এ নির্বাচনের ফলাফল ক্রমেই বসবাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠা আমাদের এ পৃথিবীর উষ্ণায়নের গতিপথ নির্ধারণ করে দিতে পারে।

জলবায়ু ইস্যুতে ট্রাম্প ও কমলা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও তাঁদের কেউই এ নিয়ে কোনো সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরেননি। এ ছাড়া এবারের নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে অনেকটা দূরে থাকছে জলবায়ু ইস্যুটি। অথচ চীনের পর যুক্তরাষ্ট্রই হলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ।

অবশ্য দুই প্রার্থীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রহস্যের কিছু নেই। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনকে বহু আগেই 'ধাপ্পাবাজি' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নির্বাচনে আবার জিতলে বাইডেন-কমলা প্রশাসনের জলবায়ুবান্ধব নীতিগুলো উল্টে দেওয়ার।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, নির্বাচনে ট্রাম্প জিতলে সবুজ জ্বালানি-সবুজ পৃথিবীতে উত্তরণের পথ বিশেষভাবে মন্থর হয়ে পড়তে পারে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলো পূরণের আশায়ও পড়তে পারে ছেদ। তা ছাড়া জলবায়ু কূটনীতি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পিছু হটায় জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা হ্রাসে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

মার্কিন নির্বাচনের মাত্র ছয় দিন পর শুরু হতে যাচ্ছে 'কপ২৯' জাতিসংঘ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন। ট্রাম্প জিতলে শীর্ষ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারীদের প্রভাবও দুর্বল হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সমর্থন গতিশীল করতে যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী রাষ্ট্রগুলোর আরও শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি অপরিহার্য বলে ধরা হয়। এ বছরের জলবায়ু সম্মেলনে যেসব বিষয়ের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে, এটি তার অন্যতম।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প জলবায়ু নিয়ে ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি থেকে তাঁর দেশকে সরিয়ে নেন। ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে নেন। তবে পুনরায় নির্বাচিত হলে নিজের আগের অবস্থানে ফেরার অঙ্গীকার করেছেন ট্রাম্প।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সান্তা বারবারার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিহ স্টোকস বলেন, 'গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার এ ধারা আমাদের আসলেই ধরে রাখতে হবে। কিন্তু ট্রাম্প জিতলে এটি সম্পূর্ণ উল্টে যেতে পারে।'

কমলার প্রচারশিবির বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা ও যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু নেতৃত্বের আসনে বসাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা।

'গ্রিন নিউ ডিল' নামের একটি প্রস্তাবেরও সহপৃষ্ঠপোষক কমলা। প্রস্তাবটিতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। অথচ এ প্রস্তাবকেই 'গ্রিন নিউ স্ক্যাম' নামে আখ্যায়িত করেছেন ট্রাম্প।

গাজায় যুদ্ধবিরতির নতুন প্রচেষ্টা

ইসরায়েলি আগ্রাসন

ইসরায়েলের নতুন নতুন শর্তের কারণে এ যুদ্ধ বন্ধে আগের অনেকগুলো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

- কাতারের রাজধানী দোহায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা আবার শুরু হচ্ছে।
- যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টার মধ্যেই গাজায় দুটি হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ইসরায়েল।

এএফপি, *জেরুজালেম*

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য নতুন করে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় অংশ নিয়েছে ইসরায়েল ও হামাসের প্রতিনিধিদল। এদিকে যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টার মধ্যেই গাজায় বড় দুটি হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ইসরায়েল। এ ছাড়া হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলাও অব্যাহত রয়েছে।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার বলেছে, দেশটির গোয়েন্দাপ্রধান গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় যোগ দেবেন। অন্যদিকে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হলে লড়াই বন্ধের অঙ্গীকার করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টায় গতি আসার একটা ইঙ্গিত ইসরায়েল ও হামাসের সর্বশেষ এ অবস্থানে পাওয়া যাচ্ছে। এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজা যুদ্ধ চলছে। ইসরায়েলের নতুন নতুন শর্তের কারণে এ যুদ্ধ বন্ধে আগের অনেকগুলো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

গত সপ্তাহে গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের হাতে নিহত হন হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার। এ ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়, সিনওয়ার নিহতের ঘটনা একটি চুক্তির পথ খুলে দেওয়ার ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

হামাসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, সংগঠনটির দোহাভিত্তিক একটি প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার কায়রোতে মিসরীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে গাজা যুদ্ধবিরতি-সম্পর্কিত 'ধারণা ও প্রস্তাব' নিয়ে আলোচনা করেছে।

এই কর্মকর্তা আরও বলেন, যুদ্ধ বন্ধের জন্য হামাস প্রস্তুত। তবে ইসরায়েলকে অবশ্যই যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। গাজা উপত্যকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের ফেরার সুযোগ দিতে হবে। বন্দিবিনিময় চুক্তিতে রাজি হতে হবে। গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, গাজায় থাকা জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে মিসরের প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কায়রো বৈঠকের পর নেতানিয়াহু ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধানকে আগামীকাল রোববার অন্যতম মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার বলেছিল, কাতারের রাজধানী দোহায় গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা আবার শুরু হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সফর শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মেদ বিন আবদুলরহমান বিন জসিম আল থানি।

এদিকে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টার মধ্যেই উত্তর গাজার জাবালিয়া ও দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে দুটি বড় ধরনের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। জাবালিয়ায় আবাসিক এলাকার একটি ব্লক পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়া হলে প্রায় দেড় শ মানুষ হতাহত হন। এ ঘটনাকে 'বড় ধরনের হত্যাযজ্ঞ' বলে মন্তব্য করেছে গাজার জরুরি পরিষেবা বিভাগ।

এ ছাড়া গাজার দক্ষিণের শহর খান ইউনিসে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় একই পরিবারের ৩৮ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৪ শিশু রয়েছে।

ইসরায়েলের হামলা ৩ সাংবাদিক নিহত

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর হাসবিয়াতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে তিন গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন। হামলার সময় নিজেদের বাসস্থানে ঘুমাচ্ছিলেন তাঁরা। গতকাল শুক্রবার ভোর চারটার দিকে হাসবিয়া শহরের ওই আবাসিক এলাকায় বিমান হামলায় দুই ক্যামেরাপারসন ও এক সম্প্রচার প্রকৌশলী নিহত হন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সম্প্রচার প্রকৌশলী মোহাম্মদ রেদা, ক্যামেরাপারসন ঘাসান নাজ্জার ও উইসাম কাসিম। তাঁদের মধ্যে নাজ্জার ও রেদা আল মায়াদিন টিভি চ্যানেলে কাজ করতেন। আর হিজবুল্লাহ সংশ্লিষ্ট আল মানার টিভি বলেছে, উইসাম কাসিম তাদের ক্যামেরাপারসন।

লেবাননের তথ্যমন্ত্রী জিয়াদ মাকারি এ হামলাকে 'যুদ্ধাপরাধ' বলে মন্তব্য করেছেন।

হিজবুল্লাহর হামলায় ১০ সেনা নিহত

এদিকে হিজবুল্লাহর হামলায় ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে ইসরায়েলি ১০ সেনা নিহত হয়েছেন। সর্বশেষ দক্ষিণ লেবাননে অতর্কিত হামলা ও রকেটের আঘাতে ইসরায়েলি পাঁচ সেনা নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হন ২৪ জন। আহত সেনাদের চারজনের অবস্থা গুরুতর।

এর ২৪ ঘণ্টার কম সময় আগে হিজবুল্লাহর হামলায় আরও পাঁচ সেনা নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছিল ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী।

গণতান্ত্রিক বিশ্ব চায় ব্রিকস

সম্মেলন শেষে পুতিন

সিনহুয়া

ভ্লাদিমির পুতিন

ব্রিকস জোটের সদস্যদেশগুলো আরও বেশি গণতান্ত্রিক ও বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ। রাশিয়ার কাজানে ব্রিকসের ১৬তম শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এসব কথা বলেন।

পুতিন বলেন, শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত 'কাজান ঘোষণায়' ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক এজেন্ডা তুলে ধরা হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই ঘোষণায় আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদের ওপর ভিত্তি করে আরও গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের সদস্যদেশগুলোর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।'

পুতিন আরও বলেন, ব্রিকসের মূল্যবোধ ধারণ করে, এমন সবার জন্য এই জোট উন্মুক্ত। বাইরের চাপমুক্ত হয়ে যৌথভাবে সমস্যার সমাধান এবং নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনার বিষয়ে এই জোটের সদস্যরা সচেষ্ট।

সংবাদ সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, কয়েক সদস্যের হাতে কুক্ষিগত থাকা সংগঠনের মতো এটি পরিচালিত হয় না। ব্রিকসের অংশীদার দেশগুলোর বিষয়ে জোটের নেতারা একমত বলেও নিশ্চিত করেন তিনি। পুতিন আরও বলেন, এই সম্মেলনে অংশ নেওয়া কিছু দেশ নিজেদের থেকে প্রস্তাব দিয়েছে এবং ব্রিকস জোটের সঙ্গে পুরোদমে কাজ করতে আগ্রহের কথা জানিয়েছে।

এদিকে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিকস জোটে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম।

গাজায় আর যুদ্ধে যাবেন না ইসরায়েলি ১৩০ সেনা

সিএনএন

ইসরায়েলে গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস চালানোর পরও অনিয়মিত সেনা (রিজার্ভিস্ট) ইয়োতাম ভিল্ককে সামরিক বাহিনীতে কাজের জন্য ডাকা হয়নি। তবে তিনি স্বেচ্ছায় ইসরায়েলের হয়ে যুদ্ধ করতে যান। এরপর তিনি গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে ২৩০ দিন কাটিয়েছেন। এ যুদ্ধ তাঁর জীবনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এখন আর তিনি যুদ্ধে যেতে চান না।

এ বছরের গ্রীষ্মে গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় কাজ করার পর ইয়োতাম সেখানে যেতে অস্বীকার করছেন। তিনি বলেছেন, সরকার যদি আবার ডাকে তিনি আর যাবেন না। তিনি মনে করেন, কিছু ক্ষেত্রে গাজায় সামরিক পদক্ষেপ জরুরি ছিল। কিন্তু এটা হওয়া উচিত ছিল শান্তি প্রচেষ্টায় সহায়ক হতে পারে, এমন কূটনৈতিক সমাধানের একটি উপায় হিসেবে। তিনি এখন বিশ্বাস করেন, গাজায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলার পাশাপাশি জিম্মি মুক্তি কঠিন করে তোলা হয়েছে। নেতানিয়াহু সরকার সেখানে শান্তি অর্জন করতে চায় না।

৯ অক্টোবর ইয়োতামসহ ইসরায়েলি ১৩০ অনিয়মিত সেনা প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের কাছে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে তাঁরা বলেছেন, গাজা যুদ্ধ শেষ করতে ও হামাসের হাতে জিম্মি ১০১ জনকে মুক্ত করতে চুক্তি সই না করলে তাঁরা সরকারের হয়ে আর কোনো কাজ করবেন না।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সীমারেখা পার হয়ে গেছে। আবার অনেকে সীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আমরা ভাঙা মন নিয়ে এই সেবা থেকে সরে দাঁড়াতে এ চিঠি লিখছি।'

ইয়োতামের সীমারেখা আগেই ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর জন্য সহজ ছিল না।

এই অনিয়মিত ইসরায়েলি সেনার মনে হয়েছে, যুদ্ধে সহযোগিতা করা থেকে সরে না দাঁড়ালে গাজায় আরেকটি দখলদারির যুদ্ধের অংশ হবেন তিনি। নেতানিয়াহু যতই বলুন না কেন, গাজায় নেতানিয়াহুর ইচ্ছা নিয়ে তাঁর সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

এক ডোজ এইচপিভি টিকা নিন, জরায়ুমুখ ক্যানসার রুখে দিন

প্যানেল আলোচক

অধ্যাপক নাজমুল হোসেন
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

মো. আনোয়ার হোছাইন আকন্দ
যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডা. শাহ আলী আকবর আশরাফি
এমআইএস-এর প্রধান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মায়া ভানডেনেন্ট
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

অধ্যাপক খান মইনুদ্দিন সোহেল
পরিচালক (মাধ্যমিক শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)

এএসএম শফিউল আলম তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ডা. রিয়াদ মাহমুদ
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

ব্রিগে. জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

অধ্যাপক ফেরদৌসী বেগম
সাবেক সভাপতি, ওজিএসবি

ডা. মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
সহকারী পরিচালক, ইপিআই অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডা. চিরঞ্জিত দাস
ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার - ইপিআই, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ

সাবিনা পারভীন
পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সঞ্চালনা
ফিরোজ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক, *প্রথম আলো*

'জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধ : এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি-চূড়ান্ত পর্যায়'উপলক্ষে ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও প্রথম আলো আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। ১৬ অক্টোম্বর ২০২৪, ঢাকার প্রথম আলো কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

নির্দেশনা

- জরায়ুমুখ ক্যানসার রোধে কিশোরীদের বিনা মূল্যে এক ডোজ টিকা দেওয়া হচ্ছে।
- ভ্যাক্সইপিআই অ্যাপের (vaxepi.gov.bd) মাধ্যমে কিশোরীরা নিজেরাই টিকার জন্য নিবন্ধন করে টিকা নিতে পারবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টিকা দিতে ব্যর্থ হলে নিকটবর্তী ইপিআই সেন্টারে টিকা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- ঢাকা বিভাগের বাইরে অন্য সাত বিভাগে ২৪ অক্টোবর থেকে এইচপিভি টিকা কার্যক্রম চলবে।
- জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে বিশ্বের ১৪০টি দেশে ২০০৬ সাল থেকে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে।
- এইচপিভি টিকা নিরাপদ ও এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

অধ্যাপক নাজমুল হোসেন
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) সাফল্যের ইতিহাস বেশ গৌরবের। এ বিষয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বে রোল মডেল বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে ইপিআইয়ের আওতায় ১০টি রোগের টিকা প্রদান কর্মসূচি চলছে। ২০০১ সাল থেকে এ কার্যক্রমে দ্য গ্লোভাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইমুনাইজেশন (গ্যাভি) আমাদের সহযোগিতা করে আসছে। কোভিডকালে তাদের সাহায্য ছিল উল্লেখযোগ্য। আজকের আলোচিত এইচপিভি ভাইরাস প্রতিষেধক ইপিআইয়ের আওতাভুক্ত অন্যান্য টিকা কর্মসূচির তুলনায় একটু ভিন্ন।

পোলিও হলে পঙ্গু হয়ে যায়, টিটেনাস হলে মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু এইচপিভির ক্ষেত্রে ভিন্ন। এ জন্য আমাদের প্রক্রিয়া পদ্ধতি ও ভিন্ন। টিকাদানের ক্ষেত্রে কিশোরদের বয়সসীমা ১০ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশীয় গবেষণায় পশ্চিমা দেশগুলোর তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার এর অন্যতম কারণ। তাই গবেষণায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বয়সসীমা ভিন্নও হতে পারে। দ্য অবস্টেট্রিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ওজিএসবি) এ বিষয়ে কিছু গবেষণা করেছে। তবে তা শুধু টিকার (ভ্যাকসিন) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

ভবিষ্যতে টিকাদানের (ভ্যাকসিনেশন) দারুণ কিছু পরিকল্পনা আছে। লোটা ভাইরাস ও টাইফয়েড কনজুগেট টিকাসহ আরও কিছু রোগের টিকা প্রদানের কথা চিন্তা করছি। বিশ্বের বহু দেশে এখনো এসব টিকার প্রচলন শুরু হয়নি। কিন্তু আমাদের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে (ইপিআই) তা ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করে যাচ্ছি।

২০২৯ সাল পর্যন্ত গ্যাভি ও সহযোগী সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক সহযোগিতা করবে। পরবর্তী সময়ে আমাদের নিজ অর্থায়নে এ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতে হবে। এশিয়ার এ অঞ্চলকে ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা তাঁর কাছে ২০৪০ সাল পর্যন্ত সহযোগিতা বর্ধিত করার আবেদন করেছেন। আমরা সর্বনিম্ন ২০৩৫ সাল পর্যন্ত এই সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। ব্যয় করা অর্থের অপচয় রোধ করা দরকার। আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই। সেখানে তরুণদের সুস্বাস্থ্যের জন্য টিকাদান নিশ্চিত করা অতি জরুরি। সবার সমন্বিত সাহায্য পেলেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

মায়া ভানডেনেন্ট
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

উদ্দিষ্ট কিশোরীদের এইচপিভি টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এইচপিভি ক্যাম্পেইন-২০২৪ আয়োজনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। অবশ্যই এটি একটি অনেক বড় উদ্যোগ। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ এ ধরনের উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে সক্ষম ও উদ্দিষ্ট সব কিশোরীকে এইচপিভি টিকার আওতায় আনা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রূপান্তরে কিশোরী ও নারীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। তাই তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এই আলোকে জরায়ুমুখ ক্যানসার থেকে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জরায়ুমুখ ক্যানসারে প্রতিবছর ৫ হাজার নারীর মৃত্যু হয়। সব ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে জরায়ুমুখ ক্যানসার সংখ্যায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, যা খুবই উদ্বেগজনক। জরায়ুমুখ ক্যানসারে আক্রান্তের দিক থেকে অল্প বয়সী গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারীরা বেশি ঝুঁকিতে আছেন এবং এটি প্রতিরোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জরায়ুমুখ ক্যানসার বিষয়ে আলোচনা করতে আমরা প্রায়ই সংকোচ বোধ করি। ফলে আজকের গোলটেবিল আলোচনা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রতিনিধির এখানে উপস্থিতির মাধ্যমে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহায়তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অত্যন্ত আশার কথা হলো, শুধু একটি টিকার মাধ্যমেই এইচপিভি সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। এইচপিভি টিকা গ্রহণকে মূলধারায় নিয়ে আসতে বাংলাদেশ অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।

ঢাকা বিভাগে গত বছর নভেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আংশিকভাবে বন্ধ থাকায় টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। আশা করছি, এ বছর এই ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খোলা থাকবে এবং আমরা বেশির ভাগ উদ্দিষ্ট কিশোরীদের কাছে পৌঁছাতে পারব। এ ক্ষেত্রে নব-উদ্ভাবিত অনলাইন টিকা নিবন্ধন অ্যাপটি (https://vaxepi.gov.bd/) কিশোরীরা নিজেই বা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে।

এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের এ ধাপে ৭টি বিভাগে ১০ থেকে ১৪ বছরের উদ্দিষ্ট ৬২ লাখ কিশোরীর সবার কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য পূরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন টিকাদানকর্মীর শূন্য পদ নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এসব শূন্য পদ পূরণে বাড়তি জোর দেওয়ার এখনই ভালো সময়। রাস্তায় বসবাসকারী শিশুদের জন্যও আমাদের কিছু অংশীদারত্ব রয়েছে। অল্প বয়সে যৌনকর্মী হিসেবে যুক্ত হওয়া কিশোরীরা জরায়ুমুখ ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই তাদের টিকাদানও সবচেয়ে জরুরি। এসব কিশোরীর কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা করছি।
টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইমুনাইজেশন (গ্যাভি) সহযোগিতা রয়েছে। এ ছাড়া এ কার্যক্রমে ইউএসএআইডি এবং অন্যান্য দাতা প্রতিষ্ঠানকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। যদিও উদ্দিষ্ট ৬২ লাখ কিশোরীর কাছে পৌঁছানো সহজ বিষয় নয়, তবে সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারব বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

মো. আনোয়ার হোছাইন আকন্দ
যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে ২০২৩ সালে প্রথম ধাপে ঢাকা বিভাগে এইচপিভি টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ২০ লাখের অধিক কিশোরীকে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধী এক ডোজ টিকা সফলভাবে দেওয়া হয়। গত বছর এ টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে অনেকের মধ্যে একটা ভীতি ছিল। এ টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও দ্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশনস (গ্যাভি) দ্বারা অনুমোধিত। আর গাজীপুরে দীর্ঘদিন ধরে এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো হয়েছিল। গত বছর টিকা দেওয়া ২০ লাখ কিশোরীর মধ্যে এমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

২৪ অক্টোবর থেকে ঢাকা বিভাগ ব্যতীত ৭টি বিভাগের ৫১টি জেলায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ইপিআই, শিক্ষা বিভাগ, বিভিন্ন সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন, ১৬টি মন্ত্রণালয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় একযোগে ১৮ দিনব্যাপী এইচপিভি টিকা প্রদান করা হবে। স্কুল পর্যায়ে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির কিশোরী ও স্কুলের বাইরে থাকা ১০ থেকে ১৪ বছরের কিশোরীরা এই টিকার আওতাভুক্ত। এ কার্যক্রমের প্রচারণা হিসেবে আজ আমরা এই গোলটেবিল আলোচনায় একত্র হয়েছি।

মাতৃমৃত্যু কমানো আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের দেশে পরিবারপ্রথা ও সমাজব্যবস্থায় মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা সুস্থ ও নীরোগ থাকলে পরিবারের অন্য সদস্যরাও ভালো থাকবে।

দেশে প্রতিবছর প্রায় ৫ হাজার নারী এ জরায়ুমুখ ক্যানসারের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের মোট মৃত্যুর ৬৫ শতাংশ অসংক্রামক ব্যাধির কারণে ঘটে। এর মধ্যে মরণব্যাধি ঘাতক জরায়ুমুখ ক্যানসার অন্যতম কারণ। ২৪ অক্টোবর এইচপিভি টিকা প্রদান কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে। এটা আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পালন করবেন।

আমরা ইপিআই ও অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় বেশ সফলভাবেই কাজ করছি। ৮৭ শতাংশ মানুষ আমাদের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতাভুক্ত। এর ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সহযোগিতায় মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে; মানুষ সুস্থ ও নীরোগ থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ঢাকা বিভাগের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারব।

ডা. শাহ আলী আকবর আশরাফি
এমআইএস-এর প্রধান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সরকারিভাবে কিশোরীদের বয়সসীমা ১০ থেকে ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের (ভেরিফিকেশন) জন্য সিটিজেন ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যেন অভিভাবকেরা তাঁদের কন্যাসন্তানের জন্মসনদ দিয়ে টিকার নিবন্ধন করতে পারেন। টিকা নিবন্ধনের জন্য জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর থাকা আবশ্যক।

একজন কিশোরী ১৭ সংখ্যার জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর ও জন্মতারিখ দিলে যাচাইকরণের জন্য ৬ সংখ্যার একটি ক্যাপচা কোড পাবে। এ তথ্য বিডিআরএসের তথ্যের সঙ্গে মিললে নিবন্ধনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য চলে আসবে।

জন্মনিবন্ধন সনদ না থাকা বা নিবন্ধন করতে না পারা কিশোরীদেরও টিকা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সরকার মাইক্রো প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির সব কিশোরীর টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে। সে ক্ষেত্রে কারও বয়স ১০ বছরের কম বা ১৪ বছরের বেশি হলে আমরা বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ও বিডিআরএসের তথ্যভান্ডার ব্যবহার করি। সরকারি তথ্য সহায়তার মাধ্যমে মোবাইল ফোনে এইচপিভি টিকা ২০২৪ বিষয়ক বার্তা পাঠিয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) আমরা অনুরোধ করেছি। এর মাধ্যমে অভিভাবকেরা সচেতন হবেন ও টিকা কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। টিকা কার্যক্রম শতভাগ আধুনিকায়নের জন্য ইপিআইকে অনুরোধ করা হয়েছে।

জন্মনিবন্ধন শতভাগ আধুনিক হয়ে ওঠেনি। তাই ম্যানুয়ালি কিছু নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ আধুনিক অনলাইন প্রক্রিয়ার জন্য আমাদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল দরকার। এ লোকবলের সাহায্য আমরা ইউনিসেফ থেকে পাচ্ছি।

এ প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করার জন্য ইউনিসেফ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ব্যানবেইস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন অধিদপ্তর, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, ব্রিটিশ কাউন্সিলসহ সবার সম্মিলিত সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছি।

ব্রিগে. জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

গতবার এইচপিভি টিকাদানের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। বাজারে কিছু বাণিজ্যিক টিকা রয়েছে। তাদের ডোজের মাত্রা ভিন্ন হওয়ায় এক ডোজ এইচপিভি টিকা কার্যকরী কি না, তা নিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকেরা এবং সংবাদমাধ্যমগুলো প্রচারণা চালালে ভুল ধারণাটি দূর করা যাবে।
বিশ্বের অন্যান্য দেশে এইচপিভি নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গত বছর ঢাকা বিভাগের সাফল্য ৭৫ শতাংশ দেখানো হচ্ছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ের কর্মীরা ৯০ শতাংশের বেশি সফলভাবে টিকা গ্রহণ করেছে বলে জানাচ্ছেন।

এখানে তথ্যের এমন বিভ্রান্তি কেন? মাঠপর্যায়ের কর্মীরা স্কুল বা কলেজের দায়িত্বরত প্রধানের কাছে ছাত্রীসংখ্যা জানতে চাইলে তাঁরা তা বাড়িয়ে বলেন। শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা সব সময় বাড়িয়ে বলা হয়। এখানে হয়তো সরকারি অনুদানের কোনো ব্যাপার আছে। কিন্তু মাইক্রো প্ল্যানের জন্য সঠিক সংখ্যাটা জানা জরুরি। তাই ইপিআই বা মাঠপর্যায়ে দায়িত্বরত ব্যক্তিরা উপস্থিতি খাতা থেকে সঠিক তথ্য আনতে পারলে লক্ষ্যমাত্রা বেড়ে যাবে।

কওমি মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা একধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এ টিকা শুধু নারীদের জন্য, তাহলে পুরুষের জন্য কী ব্যবস্থা? আমরা এ ধরনের কথা অনেক শুনেছি। তাদের মধ্যে এখনো হয়তো সে সচেতনতার বার্তা পৌঁছায়নি।

অনেক ছাত্রীর ১৭ সংখ্যার জন্মনিবন্ধন সনদ নেই। আবার অনেক শিশুর জন্মনিবন্ধন সনদ হাতে লেখা। ঢাকায় এ সমস্যা বেশি দেখা গেছে। তাই জন্মনিবন্ধন না থাকা বা জন্মনিবন্ধন ১৭ সংখ্যার নয়, এমন কিশোরীদেরও যেন টিকা দেওয়া যায়, সে সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতিও ঠিক করতে হবে। মানুষকে আরও সচেতন ও টিকাদানে অনুপ্রাণিত করার বিষয়েও ভাবতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অন্য প্রচারমাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

ডা. মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
সহকারী পরিচালক, ইপিআই অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের (এইচপিভি) এক শর বেশি সেরোটাইপ রয়েছে। জরায়ুমুখ ক্যানসার তৈরিতে ১৬ ও ১৮ নম্বর সেরোটাইপ ৭০ শতাংশ ভূমিকা রাখে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগ পুরুষেরা বহন করেন আর নারীরা ভুক্তভোগী হন। বিশ্বব্যাপী নারীদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার দিকে থেকে জরায়ুমুখ ক্যানসার চতুর্থ।

বাংলাদেশে ক্যানসার-জাতীয় রোগগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্যানসারের কারণ জরায়ুমুখ ক্যানসার। দেশে প্রতি লাখ নারীর মধ্যে ১১ জন এ ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং প্রতিবছর প্রায় ৫ হাজারের মতো নারী জরায়ুমুখ ক্যানসারে মারা যায়। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি এবং ১০ থেকে ১৪ বছরের কিশোরীদের এক ডোজ এইচপিভি টিকা দিয়ে নারী জরায়ুমুখ ক্যানসারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এইচপিভি টিকাদানের মাধ্যমে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারি। ক্যাম্পেইনে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি ও ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের ৯৫ শতাংশ টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে।

অনলাইনে ভ্যাক্সইপিআই অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করে তাদের টিকা দেওয়া হবে। এই অ্যাপে কিশোরীরাই নিবন্ধন করতে পারবে। ২০১৬-১৭ সালে গাজীপুরে একটি পরীক্ষামূলক টিকা কার্যক্রম করেছিলাম। সেখানে ৯৫ শতাংশ টিকা দেওয়া হয়েছিল। তাদের কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। ফলে এ টিকা সুরক্ষিত ও কার্যকর। গত বছর ঢাকা বিভাগে ১৫ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত টিকা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল ২০ লাখ ১৮ হাজার ৪৩ জনকে টিকা দেওয়া। এর মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এ বছর ২৪ অক্টোবর থেকে ঢাকা বাদে বাকি ৭টি বিভাগে এ কার্যক্রম চলবে। এবার শতভাগ নিবন্ধনের মাধ্যমে টিকা নিশ্চিতকরণের চেষ্টা থাকবে। কওমি মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোকে ঠিকমতো টিকার আওতায় নিয়ে আসতে পারিনি। অটিস্টিক কন্যাশিশুদেরও টিকার আওতায় আনার চেষ্টা করছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবহির্ভূত কিশোরীদের বিদ্যমান টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে টিকা দেওয়া হবে। এ কার্যক্রম সফল করার জন্য আমরা মাঠপর্যায়ে কর্মী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে যুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যাপক ডা. ফেরদৌসী বেগম
সাবেক সভাপতি, ওজিএসবি

আমরা যারা গাইনোকোলজিস্ট, একবারে কাছ থেকে এ রোগে আক্রান্ত নারীদের ভোগান্তি দেখেছি।

জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকার যথেষ্ট চাহিদা তৈরি হয়েছে। আশপাশের মানুষজন এ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছে। এ টিকা নেওয়া দরকার, এ প্রত্যাশা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে।

আমরা দেশেই গবেষণা করে দেখিয়েছি যে এইচপিভি টিকা নিরাপদ। টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া যথাযথ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্যাভি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাই যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা রাখছি। গতবার ৭৫ শতাংশ টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এবার আশা করছি শতভাগ টিকার আওতাভুক্ত হবে। গতবার থেকে শিক্ষা নিয়ে অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগানো অত্যন্ত প্রয়োজন।

টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। বিবাহিতরা টিকা নিতে পারবেন কি না, প্রায়ই এ প্রশ্ন আসে। অনেকেই মনে করেন এ টিকা বিবাহিতরা নিতে পারবেন না।এ জন্য স্কুলের বাইরে প্রচারণা আরও জোরদার করতে হবে। এরপরও টিকা নিয়ে অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন থাকে। টিকা সম্পর্কিত সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। ওজিএসবি থেকে বিশেষ দল এসব উত্তর দিয়েছে। এরপরও কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের জানাবেন। আমরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

আমরা ১৬৫তম দেশ হিসেবে টিকা কার্যক্রমে যোগ দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমরা শতভাগ সাফল্য অর্জন করে প্রথম হতে চাই। নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষার যেকোনো বিষয়ে কাজে বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সহযোগিতার জন্য ওজিএসবি সব সময় সজাগ আছে।

অধ্যাপক খান মইনুদ্দিন সোহেল
পরিচালক (মাধ্যমিক শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)

এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি নিয়ে আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পক্ষ থেকে বলতে পারি, আমাদের কাজ শুধু সহযোগিতা করা। বাকি সব কাজ আপনাদের।

শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এ কাজে যুক্ত রয়েছে। এ কর্মসূচি যাদের কেন্দ্র করে, মূলত তারা বেশির ভাগই আমাদের আওতায়। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এ কর্মসূচিকে সফল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আমাদের দেশের কন্যাশিশুদের নিয়ে আপনাদের কর্মসূচি সফল করতে নির্দেশনা, পরিপত্র, চিঠিসহ আরও যা যা প্রয়োজন সব সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আপনাদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা পেলে শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যা প্রয়োজন, সে নির্দেশনা এবং সহযোগিতা করা হবে।

গত বছর শুধু ঢাকা বিভাগে এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এবার ২৪ অক্টোবর থেকে ঢাকা বিভাগ ছাড়া দেশের অন্যান্য ৭টি বিভাগে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। আমি আশা করি, এবার এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।

এএসএম শফিউল আলম তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচিতে সচেতনতা বাড়াতে আমরা একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছি। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে মূলত কোরআন শিক্ষা এবং নীতিনৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমাদের ৪৪ হাজার ২০০ সেন্টার আছে, যেখানে শিশুদের কোরআন ও নৈতিক শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
আমাদের স্কুল ও সেন্টারে যে শিশুরা আছে, তাদের বয়সসীমা ৫ থেকে ৬ বছর। আরেকটি আছে ৮ বছর ১৪ বছরের যারা কোরআন শিক্ষায় আছে। এর মধ্যে আমাদের ২৫ শতাংশ নারী শিক্ষক রয়েছেন, যাঁদের আমরা এখানে যুক্ত করতে পারি। এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচিতে ধর্মীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সচেতনমূলক বার্তা প্রচার করা যায়।

টিকাদানের ক্ষেত্রে যে বয়সসীমা বেছে নেওয়া হয়েছে, সেখানে আমাদের প্রশ্ন আছে। বাংলাদেশকে গ্যাভি যে বয়সসীমার পরামর্শ দিয়েছে, আমাদের নির্দিষ্ট একটা টিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা দিয়ে আমরা এই টিকাদান কর্মসূচিটা পরিচালনা করছি। আমাদের চ্যালেঞ্জটা হলো, নির্ধারিত বয়সসীমা যদি বাড়ানো যায়, তাহলে ভালো হয়। কারণ, বড় একটা অংশ টিকার আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এ জন্য আমাদের কাভারেজ শতভাগ হচ্ছে না।

ডা. চিরঞ্জিত দাস
ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার-ইপিআই
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ

জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধের মূল হাতিয়ারই ভ্যাকসিন। আর বাংলাদেশ সরকার ১০ থেকে ১৪ বছরের যে বয়সসীমা নির্ধারণ করেছে, তা সবচেয়ে আদর্শ সময়। সুতরাং এটাই আমাদের ফলো করতে হবে, এখানে দ্বিধা করার কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এক ডোজ না একাধিক ডোজ। বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের মতে এবং বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত মতে বলা হয়েছে, এইচপিভির জন্য এক ডোজ টিকাই চলবে। এইচপিভি টিকা এক ডোজই যথেষ্ট, এটি ফার্মাসিস্ট কোম্পানিগুলোও মেনে নিয়েছে। তাই এখানে সংশয় প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নেই।

গত বছর ঢাকা বিভাগের অর্জন ৭৫ শতাংশ, তবু এখানে কিছু ঘাটতি ছিল। প্রতিবছর ১ লাখ নারীর মধ্যে ১১ জন নারী জরায়ুমুখ ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন। জাতীয়ভাবে ইপিআই কার্যক্রমে ১৫ লাখ টিকা দিয়েছি, সে হিসাবে গড়ে আমরা ১৫০ জন নারীকে সুরক্ষিত করতে পেরেছি। আমরা যে ২৫ শতাংশ অকার্যকর হয়েছি, সেখানে গড়ে ৫০ জন নারী এখনো ঝুঁকিতে। তাই এখানেই এখন ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না এবং উচ্চ ঝুঁকিতে যে শিশুটি আছে, তাকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সরকারকে আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি। যদিও আমরা বলছি ৯০ শতাংশ আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু প্রতিটি কন্যাশিশুর কাছে আমরা পৌঁছাতে চাই।

সাবিনা পারভীন
পরিচালক (পরিকল্পনা)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সব সময় একজন সহযোদ্ধা হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাশে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ছিল। মাঠপর্যায়ে সম্মুখসারিতে আমাদের কর্মীরাও এই কার্যক্রম চলমান রাখতে সহযোগিতা করে চলেছেন।

যে পদ্ধতিতে জরায়ুমুখ ক্যানসারের টেস্টগুলো করেছি, কিছু রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। আমাদের এমসিডব্লিউসির মাধ্যমে যে টেস্ট করেছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছরই প্রায় ২৫ হাজারের মতো স্ক্রিনিং হয়। এর মধ্যে দু-তিন হাজার পজিটিভ কেস থাকে, তখন তা সঙ্গে সঙ্গেই বিভাগীয় হাসপাতালগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়েই ১০ থেকে ১৪ বছরের কন্যাশিশুদের যদি এইচপিভি টিকা দেওয়া যায়, তাহলে প্রথমেই জরায়ুমুখ ক্যানসার রুখে দেওয়া সম্ভব।

ঢাকা বিভাগের যে অভিজ্ঞতা, সেখানে পরিবার পরিকল্পনার লোকবলও ছিল। তাঁদের ট্রেনিং করানো হয়েছিল। আমাদের টার্গেট গ্রুপ ৭৫ লাখের মতো। আমরা গত বছর ১৫ লাখের মতো টিকা দিয়েছি। এই টার্গেট গ্রুপের মোট সংখ্যাটা কত? যেহেতু এটা আনুমানিক একটা সংখ্যা এবং ভুল তথ্যের কারণে টার্গেট বেশি থাকায় সাফল্য কম; তাই লক্ষ্যের তথ্য সঠিক হলে সাফল্য বাড়বে।

স্কুল ঝরে পড়া শিশুদের জন্য আমাদের কিছু কার্যক্রম আছে। এ ক্ষেত্রে আমরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতাও নিয়ে থাকি। যেহেতু এই পুরো প্রক্রিয়া মেয়েদের, তাই এই ক্যাম্পিংয়ে নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে করালে সহজ হবে। বিষয়টিতে সবার মনোযোগ দেওয়ার অনুরোধ রইল।

ডা. রিয়াদ মাহমুদ
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক
ইউনিসেফ বাংলাদেশ

স্কুলগুলো খুললে ক্যাম্পেইন আরও জোরদার করতে হবে; যাতে রেজিস্ট্রেশন সবাই নিশ্চিত করে ফেলে। কারণ, রেজিস্ট্রেশন না হলে শিক্ষার্থীরা টিকা পাবে না। ক্যাম্পেইন শেষ হলে আগামী বছর থেকে শুধু ৫ম শ্রেণি পড়ুয়া অথবা স্কুলবহির্ভূত ১০ বছরের শিশুরা টিকা পাবে। সুতরাং ২০২৪ ক্যাম্পেইনে কোনো কিশোরীকে বাদ দেওয়া যাবে না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত কিশোরীরাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারাই কিন্তু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এই সংখ্যা কিন্তু বেশি না, মাত্র ৩%। আমাদের টার্গেটের ৬২ লাখের মধ্যে ১ লাখ ৮৬ হাজার মেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত। সংখ্যায় অল্প হলেও এখানে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের যত কৌশল আছে, যাঁরা মাঠে আছেন, তাঁরা সব শক্তি দিয়ে জানাবেন টিকাটা নিতেই হবে।

যত রকম তরুণ সংগঠন ও যুব দল আছে বিশেষ করে শিক্ষার্থী ভাইবোনদের ব্যবহার করতে হবে।

পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান—এসব অঞ্চলেও আমরা কাজ করছি স্কুলগুলো নিয়ে। এদের সংখ্যাটা কম, কিন্তু এরাই রয়েছে বেশি ঝুঁকিতে।

আরেকটি কথা বলতে চাই, টিকাদান শিশুদের জন্য বিনিয়োগ, এটি খরচ নয়। ইউনিসেফ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটা জরিপ করেছে, তাতে দেখেছি ১ ডলার বিনিয়োগ করলে পরিবর্তে রিটার্ন আসছে ২৫.২ ডলার। টিকাদানের কারণে প্রতিবছর ৯৪ হাজার শিশুর জীবন বাঁচে। টিকার কারণে ৫০ লাখের রোগ হয় না। তাই টিকাদান একটি বিনিয়োগ, এ জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানাই।

সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমেছে | গত জুলাই-আগস্টে ৪,২২৩ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে। তবে নিট সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমেছে ২৪ শতাংশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কারখানায় তৈরি চুলা গ্রামে এখনো চুলার প্রচলন আছে। তাই সিমেন্ট দিয়ে তৈরি চুলা কারখানায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য। প্রতিটি চুলা ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়। গতকাল রংপুরের বুড়িরহাট এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

সুদের হার বাড়ছে, ব্যবসায়ীরা চাপে

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব

সুদহার অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা আপাতত তুলে রাখছেন অনেক উদ্যোক্তা।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আবারও নীতি সুদহার বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে ব্যাংকঋণের সুদহারও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সুদ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীল ছোট, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীদের কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশে চলমান অস্থিরতায় অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপণ্য নয়—এমন পণ্যের চাহিদা কমে গেছে। তাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের বিক্রিতে ধস নেমেছে। এমন পরিস্থিতিতে ঋণের সুদহার বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। সুদহার অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা আপাতত তুলে রাখছেন অনেক উদ্যোক্তা। শুধু সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কৌশলের যৌক্তিকতা নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন।

গত বছরের জুনেও ব্যাংকঋণের সুদের হার ছিল ৯ শতাংশ। বর্তমানে সেটি বাড়তে বাড়তে ১৪-১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত সপ্তাহে আরেক দফা নীতি সুদহার বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এতে আরেক দফা ব্যাংকঋণের সুদহার বাড়তে পারে বলে শঙ্কা রয়েছে উদ্যোক্তাদের।

গাজীপুরের টঙ্গীর মাজুখান এলাকার এক্সক্লুসিভ ক্যান নামক কারখানা রঙের ছোট-বড় ক্যান, আইসক্রিমের বক্স, মবিলের ক্যান, ওষুধের বোতল তৈরি করে। গত মাসে প্রতিষ্ঠানটির একটি কারখানার ঋণের সুদ বাবদ সাড়ে ১৩ শতাংশ হারে ১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। ৯ শতাংশ সুদহারে আগে এই কিস্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৮ লাখ টাক। তার মানে সুদহর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ব্যয় বেড়েছে ৫৯ লাখ টাকা।

এক্সক্লুসিভ ক্যানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ নাসির প্রথম আলোকে বলেন, 'এমনিতেই ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমরা এক দফা মূলধন হারিয়েছি। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য নতুন করে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। এর মধ্যে সুদহার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সব মিলিয়ে ব্যবসায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে।'

> যখন মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছিল, তখন ওষুধ দেওয়া যায়নি। সঠিক সময়ে সঠিক ওষুধ না দেওয়ায় বহুমুখী সমস্যা দেখা দিয়েছে। মূল্যস্ফীতির অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। শুধু সুদের হার বাড়ালে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে না।
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

তিন যুগ ধরে স্যানিটারি, প্লাস্টিকের দরজা, আসবাব ও গৃহস্থালি পণ্যের ব্যবসা করছে ন্যাশনাল পলিমার গ্রুপ। শিল্পগোষ্ঠীটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ মাহমুদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের পণ্যের চাহিদা এরই মধ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। চাহিদা কমে যাওয়ায় উৎপাদনও কমাতে বাধ্য হয়েছি। তবে স্থায়ী খরচ কমানোর কোনো সুযোগ নেই। ফলে প্রতি ইউনিট পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে। সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় সেটি আরও বাড়বে।'

রিয়াদ মাহমুদ আরও বলেন, বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে দফায় দফায় সুদহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভালো কোম্পানিও চাপে পড়ে যাবে। অনেকে রুগ্‌ণ হয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের নীতি সহায়তা দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২০২০ সালের এপ্রিলে সরকারের পরামর্শে ব্যাংকঋণের সুদ সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্দিষ্ট করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তখন মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে মেয়াদি আমানতের সুদহারও বেঁধে দেওয়া হয়, সে হার ছিল ৬ শতাংশ। এরপর দীর্ঘদিন ব্যাংক খাতে ঋণ ও আমানতের ক্ষেত্রে সুদহার ৯-৬-এ সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ অর্থনীতি নানা সংকটে পড়লে গত বছরের জুলাইয়ে সুদের হার বাড়তে শুরু করে।

গত আগস্টে আহসান এইচ মনসুর গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার পর মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে নীতি সুদহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এরই অংশ হিসেবে গত দুই মাসে দুই দফা নীতি সুদহার বাড়ানো হয়। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার নীতি সুদহার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানোর ঘোষণা দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে ওভারনাইট রেপো সুদহার ১০ শতাংশে উন্নীত হবে। ফলে ঋণসহ সব ধরনের ব্যাংকিং পণ্যের সুদের হার বাড়বে। বাজারে অর্থের সরবরাহ কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

> উচ্চ সুদহারসহ সার্বিক পরিস্থিতির কারণে আমরা আপাতত তৈরি পোশাক কারখানায় বিনিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সুদের হার বাড়লে নতুন বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
>
> **শামস মাহমুদ**, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শাশা ডেনিমস

নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আমার প্রতিষ্ঠানের গত তিন মাসে ব্যাংকঋণের সুদহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এভাবে চলতে থাকলে ঋণের কিস্তিই দেওয়া হবে। মূল টাকা আর পরিশোধ হবে না। বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে শুধু ঋণখেলাপিই বাড়বে। নতুন করে কর্মসংস্থান হবে না।

তৈরি পোশাকশিল্পের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে তাদের সক্ষমতার তুলনায় ৬০-৭০ শতাংশ ক্রয়াদেশ আছে—এমন তথ্য দিয়ে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠানই লোকসান দিয়ে চলছে। তীব্র গ্যাস-সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নতুন করে সুদহার বাড়লে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লোকসান বাড়বে।

দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। অথচ ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ দশমিক ৮ শতাংশ। এদিকে চলতি বছরও বিনিয়োগে সুখবর মিলছে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ২৮ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ঋণপত্র খোলা হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪৩ দশমিক ৭১ শতাংশ কম। এমনকি এই সময়ে প্রাথমিক কাঁচামাল আমদানি কমেছে ৯ দশমিক ৮১ শতাংশ।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শাশা ডেনিমস তাদের ৪৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত করেছে। তৈরি পোশাক কারখানা ও ডেনিম কাপড় উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছিল প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে তারা শুধু ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডেনিম কারখানার সক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শাশা ডেনিমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মাহমুদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'উচ্চ সুদহারসহ সার্বিক পরিস্থিতির কারণে আমরা আপাতত তৈরি পোশাক কারখানায় বিনিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সুদের হার বাড়লে নতুন বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর যেসব চ্যালেঞ্জ আসবে, সেগুলো মোকাবিলায় এখনই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য অর্থায়ন দরকার। সুদহার বেশি থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠানই ঋণ নেবে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জুলাইয়ে ১৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল, ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সেপ্টেম্বর তা কমে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ হয়। এখনো খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপরে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, যখন মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছিল, তখন ওষুধ দেওয়া যায়নি। সঠিক সময়ে সঠিক ওষুধ না দেওয়ায় বহুমুখী সমস্যা দেখা দিয়েছে। মূল্যস্ফীতির অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি আছে কি না, এনবিআর নিত্যপণ্যে শুল্ক-করে পর্যাপ্ত ছাড় দিচ্ছে কি না, অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি আছে কি না—এসব বিষয়ে খতিয়ে দেখা দরকার। তা না করে শুধু সুদের হার বাড়ালে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে না। তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়ীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কোনো দিশা না পেলে ব্যবসায়ীরা হতাশ হয়ে যাবেন। এখন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছয় মাসের পরিকল্পনা জানালে ব্যবসায়ীরা আস্থা পাবেন।

সাক্ষাৎকার

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের বিনিয়োগবিষয়ক শীর্ষ দুই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্বে এসেছেন **আশিক চৌধুরী**। স্কাই ডাইভিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড করা আশিক চৌধুরী এর আগে সিঙ্গাপুরে বহুজাতিক এইচএসবিসি ব্যাংকের কর্মকর্তা ছিলেন। দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন *প্রথম আলো*কে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শফিকুল ইসলাম**।

আগামী বছরের শুরুতে নতুন বিনিয়োগে উন্নতি দেখা যাবে

প্রথম আলো : বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে সরাসরি দেশের বিনিয়োগবিষয়ক শীর্ষ দুই সংস্থার দায়িত্ব পেয়েছেন। নতুন জায়গা কেমন মনে হচ্ছে?

আশিক চৌধুরী : আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি যে এখন দেশের সেবা করতে পারব। আমার বর্তমান অবস্থান দেশের প্রধান বিপণন কর্মকর্তার। সুতরাং লক্ষ্য খুব পরিষ্কার, দেশের বিনিয়োগ ইকোসিস্টেমের (পরিস্থিতির) উন্নতি করতে হবে। বিদ্যমান বিনিয়োগকারীরা দেশের দূত হিসেবে কাজ করবেন; নতুন বিনিয়োগ নিয়ে আসবেন। প্রথম কাজ হিসেবে তাই বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথা বলছি। তাঁদের অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করা হবে।

প্রথম আলো : এই সময়ে আপনি কী করতে পারবেন বলে আশা করেন?

আশিক চৌধুরী : বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছে। এই সময়ে কোন বিষয়গুলো সংস্কার করা হলে তা বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে উপকারী হবে, তা নিয়ে কাজ করছি। তাঁদের কোন সমস্যা কত দিনের মধ্যে সমাধান করা যাবে, সেটিও স্পষ্ট করে জানানো হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য কিছু পথনির্দেশনাও ঠিক করে দিতে পারব বলে আশা করছি।

> বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দুটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ জানান। এক. দুনীতি। দুই. সেবা প্রদানে বিলম্ব হওয়া। এই দুটি বিষয় একই সঙ্গে সামলাতে ডিজিটালাইজেশনের চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প নেই।
>
> **আশিক চৌধুরী**, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিডা ও বেজা

প্রথম আলো : বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ কোথায় পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করেন?

আশিক চৌধুরী : বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীদের খুবই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। একটা ব্যবসা শুরু করতে কতগুলো পৃথক জায়গা থেকে নিবন্ধন নেওয়া লাগে, সেটি বিবেচনা করলেই তা বোঝা যায়। এসব কারণে আমরা প্রচুর বিনিয়োগ আগ্রহ পেলেও প্রকৃত বিনিয়োগ পাই না। এ ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দুটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ জানান। এক. দুর্নীতি। দুই. সেবা প্রদানে বিলম্ব হওয়া। এই দুটি বিষয় একই সঙ্গে সামলাতে ডিজিটালাইজেশনের চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প নেই। প্রতিষ্ঠান ডিজিটালাইজড করলে দুর্নীতি কমবে এবং সেবার মান ও গতি বাড়বে।

প্রথম আলো : চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিরোধের কারণে চীন থেকে অনেক শিল্প ভিয়েতনামে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। জাপানি বিনিয়োগও প্রত্যাশিত মাত্রায় হচ্ছে না। এ বিষয়ে কী ভাবছেন?

আশিক চৌধুরী : এ দুটি দেশ থেকে বিনিয়োগের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তবে সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। অনেক কোম্পানি ভিয়েতনাম ছাড়াও বিকল্প জায়গা খুঁজছে। আমরা সেটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারি। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট কিছু শিল্পকে লক্ষ্য করে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো।

প্রথম আলো : অনেক সময় বলা হয় বিনিয়োগে বড় বাধা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। আপনি তো আমলা নন। আপনি বিষয়গুলো কীভাবে দেখবেন?

আশিক চৌধুরী : আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পৃথিবীর সবখানেই আছে। তবে যেসব আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা ধাপ বিনিয়োগে অহেতুক জটিলতা তৈরি করে, সেগুলো বাদ দেওয়ার চিন্তা রয়েছে। সেবাদানের সময় কমিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যে অনেকগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন বিডা ও বেজায় একটি কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট (সিআরএম) পদ্ধতি থাকলেও তা ব্যবহার হয় না। সেটাকে সক্রিয় করা হচ্ছে, যাতে ঠিক সময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়। সরকারের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের আলাদা এক দরজায় সেবা (ওএসএস) রয়েছে। এগুলোকে এক ছাতার নিচে আনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জায়গায় কথা বলছি।

প্রথম আলো : আগের সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। অনেকেই সেটিকে বাস্তবায়ন অযোগ্য ও রাজনৈতিক ঘোষণা বলে মনে করেন। দেশে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটিও সফল অর্থনৈতিক অঞ্চল নেই। এখনো আমরা ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চলের আলাপে স্থির থাকব কি না?

আশিক চৌধুরী : আমি মনে করি, কতগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) হচ্ছে, সেটি বিনিয়োগকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং সব সুবিধাসহ সফলভাবে পাঁচটি ইজেড করা গেলে সেটিই যথেষ্ট হবে। আগামী ১৫ বছরের জন্য এমন একটা রোডম্যাপ (পথনকশা) দিতে চাই। যেখানে বলা থাকবে, কয়টা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন হবে। সংখ্যাটা ১০০ না-ও হতে পারে। চাহিদা অনুসারে পরে ইজেডের সংখ্যা বাড়বে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কয়েকটি ইজেডের কাজ দ্রুত শেষ করে সেগুলো বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তর করা। কোন অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ কত সময়ের মধ্যে শেষ হবে, সেটিও সুনির্দিষ্টভাবে বিনিয়োগকারীদের বলা হবে। যাঁরা ইতিমধ্যে জমি নিয়েছেন, তাঁদের পরিষেবাসহ অন্যান্য সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।

প্রথম আলো : বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কী বার্তা দিচ্ছেন? আপনারাই বা তাঁদের উদ্বেগ নিরসনে কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

আশিক চৌধুরী : এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করছে। তাঁরা বলছেন, দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রচুর অপতথ্য ও ভুল তথ্য রয়েছে। এ জন্য তাঁরা আমাদের কাছ থেকে আরও সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য জানতে চান। আমরাও এ বিষয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছি। এ জন্য দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত ও সক্রিয় যোগাযোগ রাখছি।

এ ছাড়া আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন দেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলো কোন দিকে যাচ্ছে, সরকার বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা জানাতে সব অংশীজনকে নিয়ে এখন থেকে প্রতি মাসে 'স্টেট অব ইনভেস্টমেন্ট ইকোসিস্টেম' নামে একটা ওয়েবিনার করা হবে। অর্থাৎ আমরা তথ্যের প্রবাহ ও আলোচনার পরিবেশটা তৈরি করতে চাই। এসব কাজ করা গেলে আশা করছি, আগামী বছরের শুরু থেকে নতুন বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাবে।

বিজিএমইএ পরিচালনা

দশ সদস্যের সহায়ক কমিটি করল প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ পরিচালনায় সহায়ক কমিটি গঠন করেছেন সংগঠনটিতে সরকার নিযুক্ত প্রশাসক। গত বৃহস্পতিবার গঠিত এই কমিটিতে সংগঠনের নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট সম্মিলিত পরিষদ ও ফোরামের পাঁচজন করে মোট ১০ জন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

সহায়ক কমিটিতে স্থান পাওয়া সম্মিলিত পরিষদের পাঁচ সদস্য হলেন ক্ল্যাসিক ফ্যাশন কনসেপ্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. শহিদউল্লাহ আজিম, মিসামি গার্মেন্টসের এমডি মিরান আলী, উর্মি গার্মেন্টসের এমডি আসিফ আশরাফ, এম এস ওয়্যারিং অ্যাপারেলসের এমডি আ ন ম সাইফুদ্দিন ও শাশা গার্মেন্টসের এমডি শামস মাহমুদ। এই পাঁচজনই বিভিন্ন সময় বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন।

সহায়ক কমিটিতে স্থান পাওয়া ফোরামের প্রতিনিধিরা হলেন অনন্ত ক্লথিংয়ের এমডি এনামুল হক খান, ক্লিফটন ফ্যাশনের পরিচালক এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সফটেক্স কটনের এমডি রেজওয়ান সেলিম, এমিটি ডিজাইনের এমডি মো. শিহাবুদ্দোজা এবং অনন্ত অ্যাপারেলসের এমডি শরীফ জহির।

সহায়ক কমিটি গঠনের অফিস স্মারকে বলা হয়েছে, বাণিজ্য সংগঠন আইনের আলোকে বিজিএমইএর দায়িত্বে থাকা প্রশাসককে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করতে সংগঠনটির সদস্যদের সমন্বয়ে এই সহায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এর আগে গত ২০ অক্টোবর একাধিক অভিযোগে বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেনকে প্রশাসক পদে বসায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ২১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি।

গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, চট্টগ্রাম চেম্বার, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) পর্ষদ ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় বিজিএমইএতেও প্রশাসক বসানো হয়। মূলত বিদায়ী সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, এমনকি আওয়ামী লীগের পদধারী ব্যক্তিও এই সংগঠনগুলোতে নেতৃত্ব ছিলেন।

নতুন মডেলের মোটরসাইকেল বাজারজাত শুরু করেছে হিরো বাংলাদেশ। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে। ছবি : হিরো বাংলাদেশের সৌজন্যে

দেশের বাজারে হিরোর নতুন মোটরসাইকেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বাজারে 'হিরো এক্সট্রিম ১২৫ আর' মডেলের মোটরসাইকেলের বাজারজাত শুরু হয়েছে। লাল, নীল ও কালো এই তিন রঙে স্পোর্টস ঘরানার এই মোটরবাইক পাওয়া যাবে। পাঁচ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ মোটরবাইকটির দাম ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

রাজধানীর একটি হোটেলে গত বৃহস্পতিবার নতুন এই মডেলের মোটরবাইকের অগ্রিম ক্রয়াদেশ (প্রি-অর্ডার) কার্যক্রমের উদ্বোধন করে হিরো বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে হিরো বাংলাদেশের যৌথ অংশীদার নিটল নিলয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মুসাব্বির, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) বিজয় কুমার মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। হিরো বাংলাদেশের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে হিরো বাংলাদেশ জানায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গ্রাহকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী গতিশীলতার চাহিদা মাথায় রেখে মোটরবাইকটি তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস, ডিজিটাল স্পিডোমিটার এবং স্মার্ট কানেকটিভিটি। এলইডি হেডলাইট, এলইডি উইঙ্কার্স ও সিগনেচার এলইডি টেইল ল্যাম্পে আধুনিকতার ছোঁয়া। আকর্ষণীয় হুইল কভারের কারণে মোটরবাইকটি দেখতে স্পোর্টস বাইকের মতো। মোটরবাইকটির পেছনে প্রশস্ত চাকাসহ ৩৭ মিলিমিটার ডায়া ফ্রন্ট সাসপেনশন ও সেভেন স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল মনোশক রয়েছে, এর ফলে যাত্রাপথে আরামদায়ক অনুভূতি পাওয়া যাবে। মোটরবাইকটিতে একটি হ্যাজার্ড ল্যাম্প আছে। যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আরোহী ও মোটরবাইকের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেবে।

অনুষ্ঠানে নিটল নিলয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মুসাব্বির আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশে এক্সট্রিম ১২৫ আর বাজারজাত শুরু করায় আমরা উচ্ছ্বসিত। এটি আমাদের জন্য একটি নতুন সেগমেন্ট হবে। আমরা নিশ্চিত, সারা দেশের তরুণেরা এই স্টাইলিশ এবং প্রযুক্তি-চালিত মোটরবাইকের প্রশংসা করবে। এক্সট্রিম ১২৫ আর তার সেগমেন্টে বেঞ্চমার্ক সেট করবে। আমরা শিগগিরই মোটরবাইকটি সারা দেশে বাজারজাত করব।'

২০১৪ সালে হিরো মটোকর্প ও নিটল নিলয় গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে যশোরে মোটরবাইক উৎপাদনে কারখানা স্থাপনা করে, যার নাম এইচএমসিএল নিলয় বাংলাদেশ লিমিটেড। এ ছাড়া সারা দেশে ৫০০টির বেশি নেটওয়ার্ক রয়েছে।

দরপতনের মধ্যেও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইফাদ অটোস

শেয়ারবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গত সপ্তাহে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে উঠে এসেছে ইফাদ অটোস। সপ্তাহজুড়ে চলতে থাকা দরপতনের মধ্যেও কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ৫ টাকা ৩০ পয়সা বা ২৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে। তাতে সপ্তাহ শেষে এটির দাম বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ টাকা ৩০ পয়সায়।

বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাংলাদেশের বাজারে রয়্যাল এনফিল্ড বাজারজাত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে গত সোমবার। বাংলাদেশের বাজারে আলোচিত এই মোটরসাইকেল এনেছে ইফাদ গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইফাদ মোটরস। সপ্তাহজুড়ে তরুণ ও বাইকপ্রেমীদের কাছে রয়্যাল এনফিল্ডই ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। তরুণ ও বাইকপ্রেমীদের তুমুল এই আগ্রহে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ইফাদ অটোসের শেয়ারের প্রতিও বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়ে যায়।

তবে কোম্পানি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রয়্যাল এনফিল্ড নিয়ে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়লেও তাতে লাভবান হবে না শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত একই গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইফাদ অটোস। কারণ, রয়্যাল এনফিল্ড বাজারজাতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একই গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইফাদ মোটরস। আর বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ইফাদ অটোস। একই গ্রুপের প্রতিষ্ঠান হলেও দুই কোম্পানির ব্যবসা ও আর্থিক হিসাবও আলাদা। ফলে এই মোটরবাইক বিক্রির আর্থিক কোনো সুবিধা পাবে না ইফাদ অটোস। এই সুবিধা পাবে গ্রুপের অন্য প্রতিষ্ঠান।

জানতে চাইলে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ইফাদ অটোসের কোম্পানি সচিব সাজ্জাদ হোসেন তালুকদার *প্রথম আলো*কে বলেন, রয়্যাল এনফিল্ড বাজারজাতকারী ইফাদ মোটরসের সঙ্গে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ইফাদ অটোসের ব্যবসায়িক কোনো সম্পর্ক নেই। দুটি প্রতিষ্ঠান একই গ্রুপের হলেও ব্যবসা ভিন্ন ভিন্ন। ফলে রয়্যাল এনফিল্ডের বিক্রির কোনো সুফল ইফাদ অটোস পাবে না।

করপোরেট সংবাদ

হজ এজেন্সির সঙ্গে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সভা

হজ ও ওমরাহ গমনেচ্ছুদের সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা সহজ করতে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক সম্প্রতি হজ এজেন্সি মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মাকসুদা বেগম। আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মো. মোরশেদ আলম খন্দকার, মো. আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ। **বিজ্ঞপ্তি**

ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে ২০ লাখ টাকা পেলেন রানা

দিনাজপুর সদরের লালবাগ বৈশাখী মোড়ে একটি ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে বসবাস করেন মোটরশ্রমিক রানা ইসলাম। এক বছর প্লাস্টিকের ব্যাংকে টাকা জমিয়ে এ মাসে ওয়ালটনের একটি ফ্রিজ কেনেন। এই ফ্রিজ কিনেই চলমান 'ডাবল মিলিয়ন' অফারের প্রথম ২০ লাখ টাকা জিতে নেন রানা। গত মঙ্গলবার দিনাজপুর ইনস্টিটিউট মাঠে রানার হাতে চেক তুলে দেন ওয়ালটন প্লাজার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রায়হান, চিত্রনায়ক আমিন খান, সার্কেল এএসপি শেখ মোহাম্মদ জিন্নাহ আল মামুন প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

শিন স্মরণে গাইবেন জে-হোপ

কোরীয় রক তারকা শিন হে চুলের দশম মৃত্যুবার্ষিকীতে আজ গাইবেন বিটিএস তারকা জে-হোপ। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

ঢাকায় হলিউডের দুই সিনেমা

গতকাল ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছে দুই হলিউড সিনেমা *ভেনম : দ্য লাস্ট ড্যান্স* ও *স্মাইল ২*। মাল্টিপ্লেক্সটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ভেনম ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন ছবি *ভেনম : দ্য লাস্ট ড্যান্স*। এটি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ও শেষ কিস্তি। সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে ঢাকায় মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। ভেনম চরিত্রে এবারও অভিনয় করেছেন টম হার্ডি। এ ছাড়া থাকছেন জুনো টেম্পল, চিওয়েটেল ইজিওফোর ও ক্লার্ক ব্যাকো। ছবিটি পরিচালনা করেছেন কেরি মার্সেল। অন্যদিকে সাইকো-হরর ঘরানার সিনেমা *স্মাইল ২*। ১৬ অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমাটি এরই মধ্যে দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। এটি পরিচালনা করেছেন পার্কার ফিন।
বিনোদন ডেস্ক

স্মাইল ২-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

চর্চায় কিয়ারা

টক্সিক, *ওয়ার ২*-এর মতো অ্যাকশনধর্মী ছবির পর এবার কমেডি ছবিতে দেখা যাবে কিয়ারা আদভানিকে। জোর গুঞ্জন, দীনেশ বিজনের পরের ছবির নায়িকা হতে চলেছেন তিনি। এই ছবিতে কিছু অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্য থাকার কথাও শোনা যাচ্ছে। আগামী বছর জুন-জুলাই মাস থেকে দীনেশের এই ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা। এ ছাড়া শোনা যাচ্ছে, মীনা কুমারীর জীবন অবলম্বনে ছবিতেও কিয়ারাকে মূল চরিত্রে দেখা যাবে।
প্রতিনিধি, মুম্বাই

কিয়ারা আদভানি। ছবি : এএনআই

মুক্তির অনুমতি মিলল

মুক্তির অনুমতি পেয়েছে তরুণ নির্মাতা সোহেল রানা বয়াতির প্রথম সিনেমা *নয়া মানুষ*। ২৩ অক্টোবর সার্টিফিকেশন সনদ দিয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। আ মা ম হাসানুজ্জামানের 'বেদনার বালুচরে' গল্প অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন মাসুম রেজা। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনয়শিল্পী রওনক হাসান ও মৌসুমী হামিদ।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

নয়া মানুষ-এর দৃশ্য। ছবি : পরিচালক

ওটিটিতে আলো ছড়াচ্ছেন নূর

সাম্প্রতিক

মহানগর, *কাইজার* সিরিজের অভিনয় করে আলোচিত অভিনেতা মোস্তাফিজুর নূর ইমরানকে আরেক সিরিজ *রঙিলা কিতাব*-এ পাওয়া যাবে। নির্মাতা অনম বিশ্বাস পরিচালিত *হইচই অরিজিনাল* সিরিজটি মুক্তি পাচ্ছে ৮ নভেম্বর।

মকফুল হোসেন, *ঢাকা*

রঙিলা কিতাব-এ প্রদীপ নামে এক তরুণের চরিত্রে পাওয়া যাবে মোস্তাফিজুর নূর ইমরানকে। চরিত্রটি একসময় রাজনীতি করত, রাজনীতি ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে। তবে প্রদীপকে রাজনীতি ছাড়ে না। তাঁর জীবনে দুঃসহ যাতনা নিয়ে রাজনীতি ফিরে ফিরে আসে।

চরিত্রটি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার *প্রথম আলো*কে নূর বলছিলেন, সেটিকে (রাজনীতি) প্রদীপ কীভাবে ডিল (মোকাবিলা) করে সেটিই চরিত্রের মূল বিষয়। সিরিজকে অদ্ভুত প্রেমের গল্প হিসেবেও দেখা যাবে।

কিঙ্কর আহ্‌সানের *রঙিলা কিতাব* উপন্যাস ছায়া অবলম্বনে ওয়েব সিরিজটি নির্মাণ করেছেন নির্মাতা অনম বিশ্বাস। চিত্রনাট্য থেকে চরিত্রটি নিয়ে ধারণা তো পেয়েছেন, পাশাপাশি আশপাশের মানুষদের থেকেও চরিত্রের রসদ খুঁজে পেয়েছেন নূর। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী পরীমনি।

'প্রদীপের মতো প্রচুর চরিত্র চিনি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এমন অনেক চরিত্র আমি দেখেছি। সেগুলো থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছি। সেটি চরিত্রটিকে ধারণে কাজে দিয়েছে' বলেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান।

নূরকে সচরাচর অ্যাকশন চরিত্রে দেখা যায়নি; তবে *রঙিলা কিতাব*-এ অ্যাকশনটাও পরখ করে নিতে পেরেছেন তিনি। পরিচালকের সহযোগিতা তো পেয়েছেনই; সঙ্গে প্রশিক্ষক আসিফ হাসান সাগরের কাছে অ্যাকশনের কারিকুরি শিখে ক্যামেরার সামনে চর্চাও করেছেন।

এর আগে খুব বেশি সিনেমা সিরিজে অ্যাকশন চরিত্রে না পাওয়ার প্রশ্নে নূর বললেন, 'আমি তো অ্যাকশন ভালোবাসি। করতেও পছন্দ করি। হয়তো আমাকে ট্রাই করা হয়নি। অনম ভাই ট্রাই করেছে। আমিও চেষ্টা করেছি।'

ওটিটির নূর

প্রায় দেড় দশকের ক্যারিয়ারে *গেরিলা*, *আলফা*-এর মতো প্রশংসিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন নূর। তবে সাধারণ দর্শকের মধ্যে পরিচিতি পেয়েছেন ওটিটিতে এসে। নির্মাতা আশফাক নিপুনের *মহানগর* সিরিজে ইন্সপেক্টর মলয় চরিত্রে অভিনয় করে তারকাখ্যাতি পেয়েছেন তিনি। নির্মাতা তানিম নূরের *কাইজার*, আতিক জামানের *জাহান* সিনেমায়ও আলো ছড়িয়েছেন নূর। *রঙিলা কিতাব*-ও ওটিটি কাজ।

ওটিটিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন কি না? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মাধ্যমটা কোনো সময়ই বিষয় ছিল না। কাজটাই বিষয় ছিল। তবে দেখা যায়, টেলিভিশনের সময় কম পাওয়া যায়। বাজেটটাও কম থাকে। ফলে জিনিসটা খুব বেশি আগায় না। ওটিটির ক্ষেত্রে সময়টা বেশি থাকে, কাজের জন্য প্রস্তুতিও বেশি সময় ধরে নেওয়া যায়। বাজেটও ভালো লাগে। একটা কাজ করে অনেকগুলো নিশ্চয়তার জায়গা তৈরি করতে হয়।'

তবে ভালো গল্প, ভালো চরিত্র পেলে ওটিটির বাইরে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রসহ যেকোনো মাধ্যমেই কাজ করতে চান তিনি।

তবে দর্শকেরা বলেন, 'প্রত্যাশার তুলনায় নূরের কাজের সংখ্যা হাতে গোনা। বিষয়টি তিনিও মানেন। তাঁর ভাষ্য, বেশি কাজ করলে তো আর প্রত্যাশা থাকত না। ধারাবাহিকতা ধরে রাখার চেষ্টা করি। একটা কাজ ভালো হলে পরের কাজটা আরও ভালো হতে হবে। অন্যথায় ওই প্রত্যাশা থাকবে না। ভালো কাজেরও আপেক্ষিক ব্যাখ্যা আছে। যে ধরনের চরিত্র আগে করেছি, অনেকেও করেছে সেই চরিত্রগুলো না করার চেষ্টা করছি। নতুনভাবে নিজেকে এক্সপ্লোর করতে চাই।'

ধীরলয়ে পথচলা

মোস্তাফিজুর নূর ইমরান ২০০০ সালে বাগেরহাট থিয়েটারে যোগ দেন। পড়াশোনা ও অভিনয়ের টানে ঢাকায় আসেন। ভর্তি হন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে পড়ার কারণে আলাদা করে থিয়েটার করতে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে ২০০৭ সালে প্রথমবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।

বড় পর্দার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি *মানি হানি*, *একাত্তর*সহ বেশ কয়েকটি সিরিজে অভিনয় করেছেন তিনি। দেড় যুগের ক্যারিয়ারে একেকটা সিঁড়ি বেয়ে ধীরলয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নূর।

'ধৈর্য ধরে লেগে থাকা ও কাজের প্রতি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। যেকোনো কাজ করতে গেলে সময়ের দরকার হয়। কাজটাকে ভালোবাসি, এই কাজের জন্য যে ধরনের বাধাবিপত্তি এসেছে, সবই কাজেরই অংশ হিসেবে দেখেছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে চিনতে চিনতে যাওয়া যায়, সেটি হয়তো-বা লিফট দিয়ে উঠলে না-ও চেনা যেতে পারে।' বললেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান।

গেরিলা, *আলফা*, *গাড়িওয়ালা*সহ বেশ কয়েকটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। এই মাসেই মেজবাউর রহমান সুমনের *রইদ* নামে আরেকটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে নাম লিখিয়েছেন নূর। এতে নাজিফা তুষিসহ অনেকে রয়েছেন।

সংস্কার কতটা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভিনয়শিল্পী সংঘে সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন সংস্কারকামী অভিনয়শিল্পী। সংস্কারকামী শিল্পীদের সঙ্গে ছিলেন নূর।

সংস্কারের পথে শিল্পীরা কতটা এগোলেন? নূর বলেন, 'আমরা চেষ্টাটা করছি। তবে সংস্কারটা কী, সংস্কারটা কেমন—এই মানসিকতা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়নি। এখনো সংগঠনের তালিকা দেখলে বুঝতে পারবেন, কীভাবে সংগঠনকে নষ্ট করা হয়েছে। একটি সংগঠনের যা যা করা উচিত, সেই সব জায়গার বাইরে গিয়ে সংগঠনকে নিষ্ক্রিয় জায়গায় নেওয়া হয়েছে। এটিকে ঠিক করা খুব কঠিন কাজ।'

সংস্কারকামী শিল্পীদের দাবির মুখে অভিনয়শিল্পী সংঘে অন্তর্বর্তী সংস্কার কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন অভিনেতা তারিক আনাম খান। তাঁরা সংস্কারের চেষ্টা করছেন বলে জানান নূর।

নূরের ভাষ্য, 'শিল্পীদের জন্য একটি সংগঠন হলেই তো হয়। এত সংগঠন থাকবে কেন? এই পন্থী সেই পন্থী, এই মত সেই মত; সব মতামত শিল্পীর যেটুকু করা উচিত, সেটুকু বাদ দিয়ে অনেক কিছু আছে। আমরা এখনো হাল ছাড়িনি, আশা ছাড়িনি। হয়তো সবাই বুঝবে। শিল্পীরা একে অপরের কাদা-ছোড়াছুড়ি করবেন না। আমি আশা নিয়ে আছি। সংগঠন সেভাবেই হয়তো চেষ্টা করছে।'

মোস্তাফিজুর নূর ইমরান *রঙিলা কিতাব*-এ

তিন তরুণের গান

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গান শুনিয়েছেন তরুণ সংগীতশিল্পী মাশা ইসলাম, ঋতুরাজ ও নন্দিতা। শুক্রবার 'উৎস সন্ধ্যা ২০২৪' শীর্ষক এই কনসার্টের আয়োজন করে উন্নয়ন সংস্থা উৎস বাংলাদেশ। আয়োজকেরা জানিয়েছেন কনসার্টের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ উৎস বাংলাদেশের পরিচর্যায় থাকা শিশু-কিশোরদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। ছবি : কবির হোসেন

পালিয়ে যাওয়া স্বৈরশাসক আর বন্ধুত্বের গল্প

কোরীয় সিনেমা

লতিফুল হক, *ঢাকা*

খাবার নেই। রাস্তায় বের হলে অভুক্ত শিশুদের দিকে তাকানো যায় না। তবে রাজার সেসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি ভাবছেন নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণের কথা। সেই রাজা, যিনি বাইরের শত্রুর আক্রমণের সময় দেশের জনগণকে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অবধারিতভাবেই তার রাজপ্রাসাদ লুট হয়, পুড়ে ছাই হয় প্রতিশোধের আগুনে। রাজা পালিয়ে বাঁচেন, তবে তার দম্ভ যায় না। অনেক কারণেই গল্পটা আপনার চেনা মনে হতে পারে। তবে পালিয়ে যাওয়া স্বৈরশাসক প্রসঙ্গের অবতারণা নেটফ্লিক্সের সিনেমা *আপরাইজিং*-এর কারণে। ১১ অক্টোবর প্ল্যাটফর্মটিতে মুক্তির পর থেকেই প্রশংসায় ভাসছে সিনেমাটি। কেউ সিনেমাটির তারিফ করছেন এর শিল্পমানের জন্য, কেউ আবার চমকে গেছেন সমসাময়িক অনেক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলে যাওয়ায়।

কোরিয়ার জোসন সাম্রাজ্যের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ওয়ার অ্যাকশনধর্মী সিনেমা *আপরাইজিং*। এটি বানিয়েছেন কিম সাং-ম্যান। এর দুই চিত্রনাট্যকারের একজন পার্ক চান-উক, ছবির অন্যতম প্রযোজকও তিনি; এ তথ্য ছবিটি নিয়ে আপনার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। কোরিয়ার ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই পরিচালক তাঁর *ভেনজেন্স* ত্রয়ীর জন্য পরিচিত। চিত্রনাট্যকার হিসেবে যুক্ত থাকলেও *আপরাইজিং* সিনেমায় চান-উককে ভালোভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়।

চেওন ইয়েং (গ্যাং ডং-উন) ও লি জং (পার্ক জেয়ং-মিন) সমবয়সী। পার্থক্য একটাই যে একজন ক্রীতদাস, অন্যজন প্রভাবশালী জমিদারের সন্তান। চেওন ছোট থেকেই দুর্দান্ত লড়াকু আর লি লড়াইয়ে আনাড়ি। ক্রীতদাস চেওনই প্রভু লিকে লড়তে শেখায়। দুজনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব তৈরি হয়। একই প্রাসাদের আলাদা জায়গায় বড় হতে থাকে দুজন। লড়াইয়ের দক্ষতার কারণে অনেক জায়গায়ই লির বদলে পাঠানো হয় চেওনকে। ক্রীতদাস হলেও লির সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে প্রভাবশালী ওই পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে চেওন। তবে বন্ধুত্বে ফাটল ধরে একসময়। কেন, সে প্রশ্নের উত্তর জানার আগে ঘটে আরেক ঘটনা। ১৫৯২ সালে কোরিয়া আক্রমণ করে জাপান। ফলে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন রাজা। সাধারণ জনগণকে নিয়ে এক বিদ্রোহী দল গঠন করে চেওন। আর রাজার সবচেয়ে আস্থাভাজন যোদ্ধা হয় লি। ফলে রাজা তথা লি আর চেওন একপর্যায়ে হয়ে ওঠে প্রতিপক্ষ। কে জিতবে শেষ পর্যন্ত? লি আর চেওনের বন্ধুত্ব কি জোড়া লাগবে? এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে যায় গল্প।

রাজা আর প্রজা সমান, কেবল এই কথা বলার 'অপরাধে' নির্বিচার খুন হয় সাধারণ মানুষ। এমনকি লড়াই-প্রশিক্ষণে জমিদারের সন্তানকে হারানোর 'অপরাধে'ও মার খায় ক্রীতদাস। বেশির ভাগই মারা পড়ে। পরদিন হাজির হয় নতুন আরেক ক্রীতদাস। দিনের পর দিন বঞ্চনা সইতে সইতে ক্রীতদাসেরা যখন জেগে ওঠে, তখন রাজার কী হাল হয়, ছবিতে তা-ও আছে। *আপরাইজিং* দিয়ে মূলত শ্রেণিবৈষম্যের সমাজব্যবস্থাকে থাপ্পড় মেরেছেন পরিচালক।

জাপান একসময় কোরিয়া আক্রমণ করেছিল এটা যেমন সত্য, তেমনই অনেক কোরীয় সিনেমায় বিষয়টিকে একতরফাভাবে দেখানো হয়েছে, এটাও সত্য। *আপরাইজিং*-এও এসেছে এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। তবে নির্মাতা দেখিয়েছেন, বাইরের দেশ নয়, বরং স্বদেশের স্বৈরশাসকই কখনো কখনো দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে ওঠে। অহংবোধ, বিলাসিতা, দম্ভ আর জনগণকে তুচ্ছজ্ঞান করলে সেই দেশ আর স্বৈরশাসকের কী পরিণতি হতে পারে, সিনেমায় সেটা উঠে এসেছে। *আপরাইজিং* ছবিতে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে নিজের সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে রাজা নির্বিচার সাধারণ জনগণকে মেরে ফেলতে বলছেন! কারণ, তার কাছে জনগণ নয়, বরং যেকোনোভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই বড়।

শ্রেণিবৈষম্য আর রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়া কেবল অ্যাকশনের জন্যও *আপরাইজিং* দেখা যায়। ছবিতে তলোয়ারযুদ্ধের কোরিওগ্রাফি যেভাবে করা হয়েছে, অনেক দিন সেটা মনে থাকবে। পার্ক চান-উক অ্যাকশন দৃশ্যের ওস্তাদ, তাঁর *ওল্ডবয়* সিনেমার করিডর অ্যাকশন দৃশ্য পরের বহু সিনেমাকে প্রভাবিত করেছে। এ ছবিতেও আছে মনে রাখার মতো তেমন একটা অ্যাকশন দৃশ্য। ক্লাইম্যাক্সে তিনজনের একটি দীর্ঘ অ্যাকশন দৃশ্য রয়েছে, যা চলতি বছর তো বটেই; সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যেই অন্যতম সেরা। সমুদ্রের পাড়ে চিত্রায়িত দৃশ্যটিতে কুয়াশা, আলো-অন্ধকার আর তলোয়ারযুদ্ধ দিয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্যকল্প তৈরি করেছেন নির্মাতা।

দুর্দান্ত সব দৃশ্যকল্প, সংলাপ আর অ্যাকশনের সঙ্গে ছবিটির বড় প্রাপ্তি হাস্যরস। ডার্ক হিউমারের জন্য পার্ক চান-উকের খ্যাতি আছে, এ সিনেমায়ও তা ভালোমতোই বজায় রেখেছেন তিনি। মাঝপথে ছবি কিছুটা গতি হারালেও মোটের ওপর দারুণ উপভোগ্য *আপরাইজিং*। কাকতালীয়ভাবে সাম্প্রতিক নানা বিষয়ের সঙ্গে মিল থাকায় ১২৬ মিনিটের ছবিটি একটানা দেখতে একটুও বিরক্ত লাগবে না। তবে সিনেমাটিতে বেশ কয়েকটি সহিংস অ্যাকশন দৃশ্য রয়েছে, এ ধরনের দৃশ্য দেখতে যাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন, সিনেমাটি তাঁদের এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

অনেক রাজনৈতিক বক্তব্য থাকলেও *আপরাইজিং* শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বেরই গল্প। ছোটবেলা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত লি আর চেওনের বন্ধুত্বেরই জয়গান গেয়েছে ছবিটি। চেওন চরিত্রে অভিনয় করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন গ্যাং ডং-উন। এ সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর পর নির্মাণে ফিরলেন কিম সাং-ম্যান। সেটাও হলো ফেরার মতো ফেরা।

আপরাইজিং-এর পোস্টার

একনজরে 'আপরাইজিং'

পরিচালক	:	কিম সাং-ম্যান
অভিনয়ে	:	গ্যাং ডং-উন ও পার্ক জেয়ং-মিন
স্ট্রিমিং	:	নেটফ্লিক্স

আপরাইজিং-এর দৃশ্য। ছবি : নেটফ্লিক্স

ওদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। তবে মাঠে তো শত্রুই। মাঠে আবার কিসের বন্ধুত্ব!

ঋতুপর্ণা চাকমা
সাফে সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ ভুটানের ক্লাবের সাবেক সতীর্থদের এখন আর বন্ধু ভাবতে চাইছেন না বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড

চট্টগ্রাম টেস্টেও নেই বাভুমা

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কনুইয়ের চোট নিয়েই বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। কিন্তু আয়ারল্যান্ড সিরিজের সেই চোট থেকে সময়মতো সুস্থ না হওয়ায় মিরপুরে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্টটা খেলতে পারেননি। কাল জানা গেল বাভুমার খেলা হবে না ২৯ অক্টোবর শুরু চট্টগ্রামের দ্বিতীয় টেস্টেও। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি বাভুমা।

সব ঠিক থাকলে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে মাঠে ফিরবেন বাভুমা। বিবৃতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের প্রধান কোচ শুকরি কনরাড বলেছেন, 'চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের পর আমাদের মনে হয়েছে, সে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না। তবে আমরা তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি কমিয়ে আনব, যেন শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।' সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেও বাভুমা দলের সঙ্গেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন কনরাড।

চট্টগ্রাম টেস্টের ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ দলেও একটি পরিবর্তন এসেছে। ফাস্ট বোলার তাসকিন আহমেদকে বিশ্রাম দিয়ে দলে ফেরানো হয়েছে খালেদ আহমেদকে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম ম্যাচে সিলেট বিভাগের হয়ে ৬১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন খালেদ। ফর্মে থাকা এই পেসার আজই সিলেট থেকে ঢাকায় ফিরবেন। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টার ফ্লাইটে দলের সঙ্গে যাবেন দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু চট্টগ্রামে। আজ চট্টগ্রামে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা দলও। দ্বিতীয় টেস্টের আগে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দুই দিন অনুশীলনের সুযোগ পাবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দল।

ম্যাকাওর জালে ৭ গোল বাংলাদেশের

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ বাছাই

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ম্যাকাওকে ৭-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল। অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল হ্যাটট্রিকসহ করেছে ৪ গোল। কাল নমপেনে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধে করেছে আরও ৬ গোল। এর চারটিই ম্যাচের শেষ ২০ মিনিটে।

ম্যাচের ৪০ মিনিটে প্রথম গোলটি করে ফয়সাল। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৫, ৮১ ও ৮৩ মিনিটে করেছে আরও তিন গোল। মোহাম্মদ মানিক ৬৬ ও ৭৪ মিনিটে করেছে জোড়া গোল। ৭১ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করে রিফাত কাজী। প্রথম ম্যাচে কম্বোডিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ফিলিপাইনকে ১-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ। আগামীকাল গ্রুপের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের কিশোরেরা।

বিওএর নতুন সভাপতি জেনারেল ওয়াকার

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) নতুন সভাপতি হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গতকাল নির্বাচন কমিশনার ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব মো. আমিনুল ইসলামের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে একক প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

বিওএর সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ। এরপরই সভাপতির শূন্য পদে নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নির্বাচনে খসড়া ভোটার ছিলেন ৭১ জন কাউন্সিলর। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন ফেডারেশন থেকে বেশ কয়েকজনকে অব্যাহতি দেওয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা দাঁড়িয়েছিল ৫২ জনের।

অধিনায়ক হতে আর বাধা নেই ওয়ার্নারের

খেলা ডেস্ক

২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে বল টেম্পারিংয়ে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলায় ডেভিড ওয়ার্নারকে ১ বছর নিষিদ্ধ করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। একই সঙ্গে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে আর কোনো দলকে কখনো নেতৃত্ব দিতে পারবেন না, এমন নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়েছিল। সাড়ে ৬ বছরের বেশি সময় পর সেই 'আজীবন নিষেধাজ্ঞা' থেকে মুক্তি পেলেন ওয়ার্নার। ৩৭ বছর বয়সী ওয়ার্নার এর আগে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে নিয়ম অনুযায়ী তিন সদস্যের স্বাধীন কমিশনে আবেদন করেছিলেন। কমিশন সবকিছু পর্যালোচনা করে দেখতে পেয়েছে, শাস্তি পাওয়ার পর থেকে ওয়ার্নার 'সম্মানজনক ও অনুশোচনাপূর্ণ' আচরণ করেছেন।

এ বছরের শুরুতে টেস্ট ও ওয়ানডেকে বিদায় বলেছেন ওয়ার্নার। গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্ব থেকে অস্ট্রেলিয়া ছিটকে পড়লে এই সংস্করণকেও বিদায় বলে দেন। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় তাঁর সুযোগ তৈরি হয়েছে বিগ ব্যাশে অধিনায়কত্ব করার।

ছোট পর্দায় আজ

পুনে টেস্ট-৩য় দিন	*স্পোর্টস ১৮-১, টি স্পোর্টস*
ভারত-নিউজিল্যান্ড	সকাল ১০টা
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট-৩য় দিন	*পিটিভি স্পোর্টস, এ স্পোর্টস*
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড	বেলা ১১টা
৩য় ওয়ানডে	*সনি স্পোর্টস টেন ৫*
শ্রীলঙ্কা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	বেলা ৩টা
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
ম্যানচেস্টার সিটি-সাউদাম্পটন	রাত ৮টা
এভারটন-ফুলহাম	রাত ১০-৩০ মি.
লা লিগা	*জিএক্সআর ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইট*
রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা	রাত ১টা

নতুন নেতৃত্ব বেছে নেবে ফুটবল

বাফুফের নির্বাচন আজ

বাফুফে ২১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে ভোট হবে ২০টি পদে। সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের ফুটবল অবশেষে পেতে যাচ্ছে নতুন সভাপতি। অবসান হতে চলেছে কাজী সালাহউদ্দীন-যুগের। টানা ১৬ বছর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি ছিলেন সাবেক তারকা ফুটবলার সালাহউদ্দীন। কিন্তু এবার তিনি নির্বাচনেই দাঁড়াননি। তাঁকে ছাড়াই আজ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে বাফুফের নির্বাচন। সকাল ১০টায় শুরু কংগ্রেস শেষে নির্বাচন শুরু দুপুর ২টায়, ভোট গ্রহণ চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

দুই সভাপতি প্রার্থী তাবিথ আউয়াল (বাঁয়ে) ও মিজানুর রহমান চৌধুরী।

> বাফুফে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামী চার বছরের জন্য নতুন নেতৃত্বের হাতে উঠবে দেশের ফুটবল। নির্বাহী কমিটির ২১ পদের মধ্যে ২০টির বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ৪৬ জন প্রার্থী।

এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামী চার বছরের জন্য নতুন নেতৃত্বের হাতে উঠবে দেশের ফুটবল। নির্বাহী কমিটির ২১ পদের মধ্যে ২০টির বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ৪৬ জন প্রার্থী। সভাপতি পদে প্রার্থী ২ জন, ৪ সহসভাপতি পদে প্রার্থী ৬ জন ও ১৫টি সদস্য পদে নির্বাচন করছেন ৩৭ জন। আলোচিত সংগঠক তরফদার রুহুল আমিন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সিনিয়র সহসভাপতি পদে এরই মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেছেন ইমরুল হাসান।

বাফুফের বিদায়ী নির্বাহী কমিটিতে থাকা আটজন এবারও নির্বাচন করছেন। বাকি ২৯ জনের মধ্যে বেশির ভাগ এবারই প্রথম নির্বাচনের মাঠে নেমেছেন। নির্বাচনে ভোট দেবেন বাফুফের ১৩৩ জন কাউন্সিলর। কাউন্সিলর তালিকায় জেলা ফুটবল সংস্থা থেকে এসেছেন ৫৮ জন, প্রিমিয়ার লিগের ১০ ক্লাবের ১০ জন, ৮টি বিভাগীয় ফুটবল সংস্থা থেকে ৮ জন, বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ৫ ক্লাবের ৫ জন, প্রথম বিভাগের ১৮ ক্লাবের ১৮ জন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের ৮টি করে ক্লাবের ১৬ জন, এবারই প্রথম যুক্ত হওয়া নারী লিগের শীর্ষ ৪ ক্লাবের ৪ জন, ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন ও ৫ শিক্ষা বোর্ড থেকে ৫ জন প্রতিনিধি। এ ছাড়া রেফারি, কোচেস অ্যাসোসিয়েশন ও মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কাউন্সিলর আছেন একজন করে।

বাফুফের নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের ফুটবল খুঁজে নেবে সালাহউদ্দীনের উত্তরসূরি। সবার দৃষ্টি তাই সভাপতি পদের দিকেই। বাফুফের সভাপতি পদের জন্য লড়াইয়ে আছেন তাবিথ আউয়াল ও মিজানুর রহমান চৌধুরী। তাবিথ সাবেক ফুটবলার, তিনি সালাহউদ্দিনের সময় একাধিকবার বাফুফের সহসভাপতি ছিলেন। মিজানুর রহমান দিনাজপুর জেলার ফুটবল সংগঠক। সভাপতি পদে তাঁর নির্বাচন করাটা বেশ চমকই। এই পদের জন্য আরও দুজন মনোনয়নপত্র জমা দিলেও পরে তাঁরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন।

সিনিয়র সহসভাপতি পদে ইমরুল হাসান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেলেও সহসভাপতি পদে নির্বাচন হবে। চারটি সহসভাপতি পদের জন্য প্রার্থী হওয়া ছয়জনের মধ্যে সাবেক ফুটবলার আছেন দুজন—শফিকুল ইসলাম মানিক ও সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির। বাকি চার প্রার্থী হলেন ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম, মো. ওয়াহিদউদ্দীন চৌধুরী, নাসের শাহরিয়ার জাহেদী ও সাব্বির আহম্মেদ আরেফ। দুজন সাবেক তারকা ফুটবলার প্রার্থী হওয়ায় সহসভাপতি পদে নির্বাচন নিয়েও কৌতূহল আছে।

সদস্য পদে নির্বাচন করছেন আরও কয়েকজন সাবেক ফুটবলার। তাঁরা হলেন খন্দকার রকিবুল ইসলাম, ছাইদ হাছান কানন, সত্যজিৎ দাশ রুপু, ইকবাল হোসেন, গোলাম গাউস, বিজন বড়ুয়া ও সাইফুর রহমান মনি। তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ দাশ রুপু, বিজন বড়ুয়া ও ইকবাল হোসেন বিদায়ী নির্বাহী কমিটিতেও ছিলেন। সদস্য পদে চার নারী প্রার্থীর মধ্যে বিদায়ী কমিটির নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণের সঙ্গে আছেন সাবেক ফুটবলার ও ফুটবল কোচ মাহমুদা খাতুন অদিতি, রওশন আরা আক্তার ও তাসমিয়া রেজোয়ানা। তাঁদের মধ্যে তাসমিয়া রেজোয়ানা ফিফা কর্তৃক নিষিদ্ধ বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈমের স্ত্রী।

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সম্প্রতি বাফুফের নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ভোটারদের বড় অংশটা যেহেতু জেলা ফুটবল সংস্থা থেকে আসা পুরোনো কাউন্সিলর, তাই তাঁদের ওপর আগের কমিটির প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক মনে করেন না তিনি। জেলা ফুটবল সংস্থার বিশাল ভোটব্যাংক নিয়ে তাই উপদেষ্টার প্রশ্ন আছে। অভিযোগ আছে, জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে পাশ কাটিয়ে জেলা ফুটবল সংস্থা গঠনই করা হয়েছে ভোটব্যাংক বানিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে।

ভুটানের বিপক্ষে সেমিফাইনালের আগে দারুণ চনমনে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। অনুশীলনের জন্য নিজেরাই গোলপোস্ট মাথার ওপর তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন মাঠের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কাল নেপালের ললিতপুরের আনফা কমপ্লেক্স মাঠে। ছবি : বাফুফে

আনন্দময় আবহে প্রস্তুত ঋতুপর্ণারা

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

অনুশীলন শেষে সবার আগে বাসের দিকে ছুটলেন সাবিনা খাতুন। ৩১ বছর বয়সে পা দিয়েছেন গতকালই। জন্মদিনে অবশ্য অনুশীলন করতে হয়নি তাঁকে। কোচ পিটার বাটলার পুরো দল নিয়ে কাঠমান্ডুর পাশেই ললিতপুর শহরের আনফা কমপ্লেক্স মাঠে যথারীতি সাতসকালেই অনুশীলন করিয়েছেন। তবে বিশ্রামে ছিলেন ভারতের বিপক্ষে ৯০ মিনিট খেলা ফুটবলাররা। সেই তালিকায় ছিলেন সাবিনাও। জন্মদিনে সতীর্থদের শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়েছেন দিনভর।

আনফা কমপ্লেক্সের কৃত্রিম টার্ফটা বেশ বড়। এক পাশে সাবিনা, মনিকা, তহুরা, মাসুরারা সেলফি তুলে আর নিজেদের মধ্যে মজা করেই সময় কাটিয়েছেন। আনন্দময় একটা আবহ যেন ছড়িয়ে থাকল মাঠজুড়ে। মাঠের এক পাশে ঘণ্টা দেড়েক ফরোয়ার্ডদের গোল করার পরিস্থিতিতে অনুশীলন করান বাটলার। ভুটানের গোল করার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে বলে ডিফেন্ডারদের গোল আটকানোর অনুশীলনও করিয়েছেন। মালদ্বীপের জালে ভুটানের গোল উৎসব দেখেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। ভুটানের আরও কিছু ভিডিও নিয়ে বাটলার হোটেলে ফিরেই বসেছেন মেয়েদের নিয়ে।

সপ্তম নারী সাফের প্রথম সেমিফাইনালে কাল বাংলাদেশ সময় বেলা পৌনে দুইটায় মনিকাদের প্রতিপক্ষ চেনা ভুটান, যাদের কাছে কখনো হারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। গত সাফের সেমিতে তো উড়িয়েই দিয়েছে ৮-০ গোলে। সেই ভুটানই এবার শেষ গ্রুপ ম্যাচে মালদ্বীপের জালে ১৩ গোল দিয়ে তিন ম্যাচে করেছে ১৭ গোল। অন্যদিকে ২ ম্যাচে বাংলাদেশের গোল ৪টি। তবে ধারে-ভারে বাংলাদেশই এগিয়ে।

বদলে যাওয়া ভুটানকে তবুও হালকাভাবে নিচ্ছে না বাংলাদেশ। তহুরার কথায় তাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে থাকল প্রতিপক্ষের প্রতি সমীহও, 'আমরা চাঙা আছি। ভুটান চাইবে ম্যাচ ড্র রাখতে, রক্ষণাত্মক খেলতে। স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারলে ইনশা আল্লাহ ম্যাচ বের হয়ে যাবে।' বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য ভুটানের মেয়েরা কোনো দিক দিয়েই ভয়ংকর নয়। তবু ভুটানের কোন দিকটা ভয়ংকর হতে পারে, এমন এক প্রশ্নে বাংলাদেশের 'মেসি' হেসে বললেন, 'সব দিক থেকেই ভয়ংকর। এমনি এমনি তো সেমিফাইনালে আসেনি ওরা।'

পাকিস্তানের বিপক্ষে কষ্টার্জিত ড্রয়ের পর ভারত ম্যাচে জ্বলে ওঠা বাংলাদেশকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সিনিয়র-জুনিয়র বিতর্কও ঢাকা পড়ে গেছে এখন। সবাই এক দল, এক প্রাণ। আক্রমণে ঋতুপর্ণা চাকমা গোল করালেও নিজে গোল পাচ্ছেন না। এ নিয়ে তাঁর রসিকতা, 'আমার কপালে গোল জোটে না।' তাঁর কথা শুনে হেসে ওঠেন সবাই।

গত আগস্টে ভুটানের রয়্যাল থিম্পু কলেজ এফসির হয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে সাবিনা, মারিয়া ও মনিকার সঙ্গে ঋতুপর্ণাও থিম্পুতে গিয়েছিলেন। সেই সুবাদে ভুটানকে ভালো চেনা হয়েছে তাঁর, দলটির খেলোয়াড়দের সঙ্গে হয়েছে বন্ধুত্বও, 'ভুটান অনেকটা উন্নতি করেছে। ওদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। তবে মাঠে তো শত্রুই। মাঠে আবার কিসের বন্ধুত্ব!'

বাংলাদেশের অনুশীলনের পর একই মাঠে অনুশীলন করে ভুটান। খেলোয়াড়েরা মাঠে ঢুকছিলেন হেলেদুলে, গান শুনতে শুনতে। দলটার প্রায় সবাই ছাত্রী। টুর্নামেন্টে নেপালের রেখা পোদেলের সঙ্গে সমান ৭ গোল নিয়ে শীর্ষে থাকা ভুটানের ফরোয়ার্ড দেকি লাজমকে চনমনে লাগল। দলের অন্যতম এক ডিফেন্ডার অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন কদিন আগে। তবু দাপট দেখিয়ে সেমিতে এসে ভুটান নিজেরাই বিস্মিত।

কৃতিত্বটা দিতে হয় সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া অস্ট্রেলিয়ান কোচ নিকোলা ডিমাইনেকে। ভুটানের মেয়েদের এক সুতায় গেঁথেছেন তিনি। ভুটানের খেলায় উন্নতির ছাপ স্পষ্ট। রক্ষণাত্মক কৌশল ছেড়ে এই ভুটান আক্রমণাত্মক। মাঠজুড়ে প্রেসিং করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন হলুদ জার্সির মেয়েরা। এই প্রথম অপরাজিত থেকে সাফের গ্রুপপর্ব পেরোনোর গর্ব অধিনায়ক প্রেমা চোদেনের, 'উন্নতির কৃতিত্বটা ভুটান ফুটবল ফেডারেশনের। এটা তাদের বিনিয়োগের ফল।' তবে সমীহ জানালেন বাংলাদেশের প্রতিও, 'বাংলাদেশ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। ওদের মুখোমুখি হতে অবশ্যই আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

ক্যারিয়ারের চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি পাওয়ায় দর্শক অভিনন্দনের জবাব দিচ্ছেন সৌদ শাকিল। এএফপি

শাকিলের সঙ্গে সাজিদ-নোমানও

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট

খেলা ডেস্ক

যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে! সাজিদ খান-নোমান আলীরা এই বাংলা প্রবাদকে আবারও মনে করিয়ে দিলেন। পাকিস্তানের দুই স্পিনার দেখালেন—যাঁরা বল ঘোরাতে পারেন, তাঁরা ব্যাটও চালাতে পারেন।

রাওয়ালপিন্ডির স্পিনবান্ধব পিচে শফিক, সাইম, কামরান, রিজওয়ানরা যেখানে ব্যাট হাতে থই খুঁজে পাননি, সেখানে টপ অর্ডারদের মধ্যে একমাত্র তল খুঁজে পাওয়া সৌদ শাকিলের সঙ্গে দারুণ ব্যাটিং করে পাকিস্তানকে প্রথম ইনিংসে ৭৭ রানের লিড এনে দিয়েছেন সাজিদ-নোমান। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ২৬৭ রানের জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তান গতকাল অলআউট হয়েছে ৩৪৪ রানে। ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে ৩ উইকেটে ২৪ রান নিয়ে। জো রুট ৫ ও হ্যারি ব্রুক ৩ রান নিয়ে উইকেটে আছেন। পাকিস্তান এখনো এগিয়ে ৫৩ রানে।

১৭৭ রানে সপ্তম উইকেট হারানোর সময় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ৯০ রানে পিছিয়ে ছিল পাকিস্তান। সে সময় ব্যাটিংয়ে নেমে নোমান জুটি বাঁধেন উইকেটে থিতু হয়ে যাওয়া শাকিলের সঙ্গে। পাকিস্তানের এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান তখন ব্যাট করছিলেন ৬৮ রানে। টেস্ট ক্যারিয়ারে চতুর্থ সেঞ্চুরি পাওয়া শাকিলের সঙ্গে পাকিস্তানের ইনিংসের সর্বোচ্চ ৮৮ রানের জুটি গড়ে আউট হন নোমান। তাঁর আসল পরিচয় বাঁহাতি স্পিনার। কিন্তু গতকাল যেভাবে ব্যাট করলেন, তাঁকে পুরোদস্তুর ব্যাটসম্যানই মনে হয়েছে। মারার বল মারলেন, ছাড়ার বল ছাড়লেন, রক্ষণ করলেন দারুণভাবে—সব মিলিয়ে আউট হওয়ার আগে ৮৪ বলে ৪৫ রান করেছেন তিনি ২ চার ও ১ ছয়ে।

> **মনে পড়ে**
> ২০২১ সালের পর ঘরের মাঠে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের হাতছানি পাকিস্তানের সামনে। ২০২১ সালে দুই টেস্টের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ধবলধোলাই করেছিল তারা।

নোমানের পর আউট হয়ে ফিরেছেন শাকিল। টানা দুই টেস্টে সেঞ্চুরি করা শাকিল ২২৩ বলে ৫ চারে ১৩৪ রান করে আউট হওয়ার আগে সাজিদের সঙ্গে মাত্র ৭৮ বলে গড়েছেন ইনিংসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ রানের জুটি। ৭৮ বলের এ জুটিতে অবশ্য নোমানের পর উইকেটে আসা সাজিদের অবদানই ছিল বেশি। ৭২ রানের ৪১-ই এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। দলের ২৬৫ রানে নোমান ফেরার পর উইকেটে আসেন সাজিদ। অফ স্পিনার—নিজের আসল এ পরিচয়টা পাশে সরিয়ে রেখে তিনিও করেছেন দুর্দান্ত ব্যাটিং। নোমানের মতো নয়, তিনি যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন বাজবল-ব্যাটসম্যানের ভূমিকায়। ২ চার ও ৪ ছয়ে ৪৮ বলে ৪৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন সাজিদ। ব্যাটিংয়ের সময় ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনার রেহানকে মারতে গিয়ে চিবুক ফেটে রক্ত বের হলেও দমেননি তিনি।

পাকিস্তানের ১০ উইকেটের ৮টিই পেয়েছেন ইংল্যান্ডের তিন স্পিনার রেহান আহমেদ, শোয়েব বশির ও জ্যাক লিচ। তখনই বোঝা যাচ্ছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের জন্য কী অপেক্ষা করছে। আবার ব্যাটিংয়ে নেমে সেটা টেরও পেল ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের যে ৩ উইকেট পড়েছে, ৩টিই নিয়েছেন পাকিস্তানের স্পিনাররা—২টি নোমান, ১টি সাজিদ। মুলতানে দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের ২০টি উইকেটই নিয়েছেন সাজিদ-নোমান। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম ইনিংসে ১০ উইকেটের ৯টিই তাঁদের। বলের পর ব্যাট, ব্যাটের পর আবার বল হাতে জ্বলছেন পাকিস্তানের এ দুই স্পিনার। ইংলিশদের দুরবস্থা তো হবেই!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ২৬৭ ও ৯ ওভারে ২৪/৩ (ডাকেট ১২, রুট ৫*, ব্রুক ৩*; নোমান ২/৯, সাজিদ ১/১৪)।
পাকিস্তান ১ম ইনিংস : ৯৬.৪ ওভারে ৩৪৪ (শান মাসুদ ২৬, শাকিল ১৩৪, সাজিদ ৪৮*, নোমান ৪৫; রেহান ৪/৬৬, বশির ৩/১২৯, অ্যাটকিনসন ২/২২, লিচ ১/১০৫)।

এবার এল ক্লাসিকো একটু অন্য রকম

খেলা ডেস্ক

হান্সি ফ্লিকের হাত ধরে যেন বদলে গেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগেও সর্বশেষ ম্যাচে নিজেদের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখকে উড়িয়ে দিয়েছে কাতালানরা। তবে এল ক্লাসিকোর ব্যাপারই আলাদা, এ যে মর্যাদার লড়াই! এ ম্যাচে আগের পারফরম্যান্স এত গোনায় ধরলে চলে না।

আজ রাত একটায় সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ফুটবল দুনিয়ার অন্যতম বড় দ্বৈরথে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। বায়ার্নকে হারানো বার্সার আত্মবিশ্বাস টগবগে হলেও লা লিগায় টানা ৪২ ম্যাচে অপরাজিত রিয়াল। দুই দলই দারুণ ছন্দে থাকায় এবার এল ক্লাসিকো এক অন্য রকম লড়াইয়ের আভাস দিচ্ছে।

গত মৌসুম শেষে জাভি হার্নান্দেজের বিদায়ের পর ফ্লিকের নিয়োগ নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল। কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন, বার্সার যে স্বকীয়তা, জার্মান ফ্লিক তার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। কিন্তু ধারণা বদলাতে খুব বেশি সময় নেননি বার্সার নতুন কোচ। অল্প সময়ের মধ্যে দলের ভেতর সাফল্যের ক্ষুধা ও ধারাবাহিকতা নিয়ে এসেছেন সাবেক এই বায়ার্ন কোচ।

এরপরও এল ক্লাসিকো একেবারে ভিন্ন এক লড়াই। পরিসংখ্যান কিংবা অতীত কোনোটাই এই ম্যাচে বিশেষ ভূমিকা রাখে না। যদিও এই ম্যাচ নিয়ে আলাদা করে না ভাবার কথাই জানিয়েছেন ফ্লিক। ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'সত্যি বলতে, আমি এটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। যেটা জরুরি, সেটা হলো দলকে ভালোভাবে প্রস্তুত করা। এটা দারুণ একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে।'

কার্লো আনচেলত্তি হান্সি ফ্লিক

লা লিগায় শীর্ষে থাকা বার্সার চেয়ে ৩ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকলেও রিয়াল কিন্তু দারুণভাবে ছন্দে ফিরেছে। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়নস লিগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে সেরা সময়ে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। তারপরও রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি প্রতিপক্ষকে নিয়ে বেশ সতর্ক। দুই দলের মধ্যে কারা ফেবারিট, সেটা জানতে চাইলে আনচেলত্তি বলেন, 'সত্যি কথা হচ্ছে, তারা খুবই ভালো করছে। তবে ক্লাসিকোর মতো ম্যাচে ফেবারিট বেছে নেওয়া কঠিন।'

সিরিজ হারের শঙ্কায় ভারত

পুনে টেস্ট

খেলা ডেস্ক

ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে—এমন উদাহরণ সাম্প্রতিক সময়ে খুব একটা পাওয়া যায় না। সেই ভারতের ব্যাটিং লাইনআপই কিনা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এবারের সিরিজে এখন পর্যন্ত খেলা ৩ ইনিংসেই ধসে পড়েছে হুড়মুড় করে। সর্বশেষ ধসের কারণে বেঙ্গালুরু টেস্টের পর পুনেতেও হারের শঙ্কায় ভারত। নিজেদের প্রথম ইনিংসে গতকাল ভারত গুটিয়ে গেছে মাত্র ১৫৬ রানে। ১০৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে ১৯৮ রান নিয়ে কাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে। কিউইরা এগিয়ে ৩০১ রানে।

পুনের স্পিনবান্ধব উইকেটে চতুর্থ ইনিংসে ৩০০-এর বেশি রান তাড়া করা কঠিনই। আজ তো এই রানের সঙ্গে স্কোরবোর্ডে আরও রান যোগ করবে। আর ভারতের তো টানা তিন ইনিংসে ব্যাটিং-ধসের টাটকা স্মৃতি! বেঙ্গালুরু টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৬ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত করেছিল ৪৬২ রান। তবে সেদিনও শেষ ৫৪ রান তুলতে ৭ উইকেট হারায় রোহিত শর্মার দল। যার ফলে নিউজিল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দিতে পারেনি তারা।

কাল ভারত দিন শুরু করেছিল ১ উইকেটে ১৬ রান নিয়ে। সেখান থেকে ৫০ রান পর্যন্ত আর কোনো উইকেট হারায়নি তারা। তবে ১ উইকেটে ৫০ রান করা ভারত শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে যায় ১৫৬ রানে। কিউই স্পিনার মিচেল স্যান্টনার একাই নিয়েছেন ৭ উইকেট। ঘরের মাঠে কিউই স্পিনারের সামনে এমন মুখ থুবড়ে পড়ার পর ভারতের স্পিন খেলার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুল, 'বর্তমান সময়ের ভারতীয় ক্রিকেটাররা স্পিন ভালো খেলে, সারা দুনিয়ায় এমন একটা ভুল ধারণা আছে। আসলে তারা ভালো খেলে না। তারা অন্য সবার মতোই স্পিন খেলে।'

ঘরের মাঠে এক যুগ ধরে টেস্ট সিরিজ হারে না ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত দুর্দান্ত কিছু না করতে পারলে এই যাত্রায় যে ছেদ পড়তে যাচ্ছে, তা বলাই যায়।

স্যান্টনারের উচ্ছ্বাস। ভারতের প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়েছেন কিউই স্পিনার। এএফপি

> **৭/৫৩**
> টেস্টে ভারতের বিপক্ষে এটি নিউজিল্যান্ডের কোনো বোলারের তৃতীয় সেরা বোলিং। ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলিং এজাজ প্যাটেলের ১১৯ রানে ১০ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড : ২৫৯ ও ১৯৮/৫ (লাথাম ৮৬, ব্লান্ডেল ৩০; সুন্দর ৪/৫৬, অশ্বিন ১/৬৪)
ভারত ১ম ইনিংস : ১৫৬/১০ (জাদেজা ৩৮, জয়সোয়াল ৩০, গিল ৩০; স্যান্টনার ৭/৫৩, ফিলিপস ২/২৬)

৪৬% যন্ত্র অচল, নেই অর্ধেক চিকিৎসক

দিনাজপুর মেডিকেল

৫৫৫টি যন্ত্রের মধ্যে ২৫৭টি অচল। চিকিৎসকের পদ ২১২টি; কর্মরত ১১১ জন। ৫০০ শয্যার বিপরীতে রোগী থাকেন ১ হাজারের বেশি।

রাজিউল ইসলাম, *দিনাজপুর*

মাথা ও ঘাড়ব্যথা নিয়ে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন জাহাঙ্গীর হোসেন (৬২)। চিকিৎসক তাঁকে এমআরআই (ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং) করাতে বলেন। হাসপাতালের এমআরআই যন্ত্রটি অচল। তিনি স্থানীয় একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ওই পরীক্ষা করেন।

এমআরআই করতে জাহাঙ্গীর হোসেনের খরচ হয়েছে সাড়ে ছয় হাজার টাকা। তবে এই পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে নির্ধারিত ফি তিন হাজার টাকা।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমআরআইসহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রায় অর্ধেক যন্ত্রপাতিই অচল। চলতি বছরের শুরুতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিমিউ অ্যান্ড টিসি বিভাগে হাসপাতালে অচল-সচল ও মেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তথ্য পাঠিয়েছে। এতে দেখা যায় ৫৫৫টি যন্ত্রের মধ্যে ২৫৭টি অচল। অচল যন্ত্রের মধ্যে এমআরআই ও সিটি স্ক্যানের মতো বড় যন্ত্র যেমন আছে, তেমনি আছে পালস অক্সিমিটারের মতো ছোট যন্ত্রও।

সম্প্রতি হাসপাতালের রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগ ঘুরে দেখা যায়, পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে এমআরআই যন্ত্র। দীর্ঘদিন অচল থাকায় প্রিন্টার, কম্পিউটারসহ অন্য ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশগুলো নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। পাশের কক্ষে সিটি স্ক্যান যন্ত্রটি নষ্ট ছিল প্রায় দুই বছর। সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে; তবে ফিল্ম না থাকায় সিটি স্ক্যান বন্ধ।

এমআরআই যন্ত্রটি পরিচালনা করতেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং) গোপেশ চন্দ্র সরকার। তিনি জানান, ফিলিপস কোম্পানির এমআরআই যন্ত্রটি লেক্সিকন নামের একটি প্রতিষ্ঠান ২০১৩ সালে হাসপাতালে স্থাপন করে। প্রায় তিন বছর ঠিকঠাক চলে। পরে যন্ত্রটির হিলিয়াম লেভেল কমে যায়। কোম্পানি থেকে বেশ কয়েকবার টেকনিশিয়ান এসেছেন; কিন্তু মেরামত করতে পারেননি।

কয়েকজন চিকিৎসক ও নার্স জানান, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে কিছু প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় না। প্রায় ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালের করিডর ও ওয়ার্ডে বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রতিনিধিরা থাকেন। কিছু ওয়ার্ডবয়ের সহযোগিতা নিয়ে রোগীদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান এই প্রতিনিধিরা। বেসরকারি হাসপাতালে প্রতি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সরকারি হাসপাতালের চেয়ে ২০-৪০ শতাংশ অতিরিক্ত টাকা গুনতে হয় রোগীদের। এ ছাড়া কিছু চিকিৎসকও রয়েছেন, যাঁরা সংশ্লিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেন রোগীদের।

শয্যাসংকট, ৪৮ শতাংশ চিকিৎসকের পদ শূন্য

হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ৫০০। বিপরীতে প্রতিদিন রোগী ভর্তি থাকেন ৯০০ থেকে ১ হাজার ১০০ জন। বহির্বিভাগেও প্রতিদিন সেবা নেন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত সহস্রাধিক শিশু-নারী-পুরুষ। বর্তমানে চিকিৎসক ও ওষুধসংকট, নষ্ট যন্ত্রপাতি, দালালদের দৌরাত্ম্য, আউটসোর্সিং নিয়োগ ও দায়িত্ব পালনকারীদের বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে পুরো হাসপাতাল যেন রোগী হয়ে গেছে।

১৯৯২ সালে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু। পরে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মিত হলে ২০০৬ সালে শুরু হয় স্বাস্থ্যসেবা। এরপর সময় পেরিয়েছে প্রায় দেড় যুগ। দীর্ঘ সময়ে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা উন্নতির বদলে ক্রমে অবনতি হয়েছে। রোগীদের অসন্তোষ ও ভোগান্তি বেড়েছে। হাসপাতালের সীমাবদ্ধতার এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন রোগী ও তাঁর স্বজনেরা।

হাসপাতালের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এখানে চিকিৎসকদের অনুমোদিত পদ ২১২টি। সেখানে কর্মরত আছেন ১১১ জন। হিসাব অনুযায়ী ৪৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ চিকিৎসকের পদ শূন্য। এর মধ্যে সিনিয়র কনসালট্যান্ট ১২ জনের স্থলে ৫ জন, জুনিয়র কনসালট্যান্ট ৮ জনের স্থলে ৩ জন, আবাসিক সার্জন ১৩ জনের স্থলে ৯ জন, বিভিন্ন বিষয়ে রেজিস্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রার চিকিৎসক ৭০ জনের স্থলে ৩১ জন এবং অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ১৫ পদের বিপরীতে আছেন মাত্র ১ জন। তবে মেডিকেল অফিসার ৫০ পদের বিপরীতে ৪৩ জন কর্মরত। এ ছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণির ১৩৩ পদের বিপরীতে ৬৫টি পদ শূন্য রয়েছে।

শিশু ওয়ার্ডের চিকিৎসক সেখ সাদেক আলী খান বলেন, এই ওয়ার্ডে নির্ধারিত বেডসংখ্যা ৩৯। কোনো দিন ১৪০ জন পর্যন্ত রোগী থাকে। এ ছাড়া রোগীর সঙ্গে অন্তত দুজন স্বজন থাকেন। শিশু ওয়ার্ডে ৮ জন চিকিৎসক আছেন। যেখানে কমপক্ষে ১৫ জনের দরকার। শিশুদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকে। তাই স্পর্শকাতর ওয়ার্ডটির জন্য পর্যাপ্ত জায়গাও প্রয়োজন।

এসব বিষয়ে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক এ টি এম নুরুজ্জামান বলেন, সারা দেশে প্রান্তিক হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক-সংকট আছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় জানে। হাসপাতালের এমআরআই যন্ত্রটি পুরোপুরি অচল। সম্প্রতি সিটি স্ক্যান যন্ত্রটি মেরামত করা হয়েছে। অচল যন্ত্রপাতির তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

এ টি এম নুরুজ্জামান আরও বলেন, হাসপাতালে নির্ধারিত শয্যার চেয়ে দ্বিগুণ রোগী থাকে। হাসপাতালের চতুর্থ তলা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। মেয়াদ শেষ হলেও গণপূর্ত বিভাগ হস্তান্তর করতে পারেনি। সেটি চালু হলে শয্যাসংকট কেটে যাবে। আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বিষয়ে তিনি বলেন, 'তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দেড় যুগ ধরে নষ্ট এমআরআই যন্ত্র। সম্প্রতি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিচতলায় রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগে। ছবি : প্রথম আলো

বহির্বিভাগেও রোগীদের উপচে পড়া ভিড়। সম্প্রতি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিচতলায়। ছবি : প্রথম আলো

সাবেক গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও দুই সচিব রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পৃথক হত্যা মামলায় সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন, নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সাবেক সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল শুক্রবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এ আদেশ দেন।

পুলিশ ও আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত ২০ জুলাই রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হন শামীম হাওলাদার। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। শামীমকে হত্যার ঘটনায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা ১৮ অক্টোবর মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা করেন।

জাকির হোসেনকে শামীম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে পাঁচ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অন্যদিকে আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন নাকচ করে জামিনের আবেদন করা হয়। আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে ২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও মকবুল নামের বিএনপির এক কর্মীকে হত্যার মামলায় সাবেক সচিব হেলালুদ্দীনকে ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। আদালত চার দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেন।

ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৪৭৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১০৬ জনের মৃত্যু হলো। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। চলতি বছর ডেঙ্গুতে ২৬৯ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। তাদের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭৭ জন নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এ সময় সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে, ১৩৫ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জুলাই থেকে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। জুলাইয়ে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। আগস্টে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৫২১। আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭ জন। চলতি মাসে ইতিমধ্যে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ৭৬৪।

পাঠকের লেখা-৪২

প্রিয় পাঠক, *প্রথম আলোয়* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় : readers@prothomalo.com

অলংকরণ : আরাফাত করিম

আমাদের রেডিওর দিনগুলো

মাইনুল এইচ সিরাজী, *সিরাজপুর, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী*

শীতের সকাল। মোরগ ডাক দিয়েছে সেই কখন, লেপের ওম ছেড়ে বেরোতে আলাদা সাহস আর উদ্যম দরকার। তখনই বেজে উঠল এক শীলিত কণ্ঠস্বর—সকাল সাতটা। রেডিও বাংলাদেশ। খবর পড়ছি ইমরুল চৌধুরী।

আমাদের সকালটা শুরু হতো সাতটার খবর দিয়ে। পড়তেন আসমা আহমেদ মাসুদ, ইমরুল চৌধুরী, সরকার কবির উদ্দিন, ফারুক হোসাইন।

ইমরুল চৌধুরীকে বেশি ভালো লাগত। কণ্ঠটা কাতর; কিন্তু কী অসাধারণ আবেদনময়! সরকার কবির উদ্দিন পড়তেন ভয়েস অব আমেরিকার মতো করে। তখনকার রেডিওর খবরের ভিন্ন একটা সুর ছিল। এখনকার মতো সাদামাটা ছিল না।

আমাদের রেডিওটা ছিল দুই ব্যান্ডের। কাঠের বাক্স। আকারে বড়। আব্বা শুনতেন খবর। আমরা ভাইবোনেরা গান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান আর নাটক।

সকাল আটটায় শুরু হতো খুলনা কেন্দ্রের জনপ্রিয় রম্যনাটিকা অচিন্ত্য কুমার ভৌমিকের লেখা *আয়না*। সুরত আলীর হাসি আর বিখ্যাত সংলাপ 'মারাত্মক সিরিকাস'-এ মন ভরে যেত। সঙ্গে ইজ্জত আলী আর ময়না ভাবি। সামাজিক অসংগতি নিয়ে তাঁরা ফুটিয়ে তুলতেন মনোহর বিদ্রূপ।

একই সময়ে মাঝেমধ্যে চলে যেতাম চট্টগ্রাম কেন্দ্রে। ওখানে হতো 'চলমান চট্টগ্রাম'। কুইজ থাকত। বিজয়ীদের নাম প্রচার করা হতো। রেডিওতে নিজের নাম শুনতে কী যে ভালো লাগত তখন!

এর আগে সাড়ে সাতটায় ধরতাম আকাশবাণী কলকাতা। শুনতাম 'প্রাত্যহিকী'। অসাধারণ সব চিঠি পড়া হতো ওখানে। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে পত্রলেখক মীনা শর্মাকে। আমিও লিখতাম। মীনা শর্মার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ ছিল আমার।

দুপুরের পর ঢাকা 'খ' কেন্দ্রে শুরু হতো বিজ্ঞাপন তরঙ্গ। মা-চাচিরা সিনেমার গান ছেড়ে দিয়ে রান্নাবান্না করতেন—'ও পরদেশি, আবার তুমি আসবে ফিরে, আমায় কথা দাও...'।

শুক্রবার বেলা দুইটায় থাকত নাটক। রাত ১০টায়ও নাটক থাকত। আমরা গোল হয়ে বসে শুনতাম। খুলনা কেন্দ্রের নাটক বেশি ভালো লাগত। ওখান থেকে বিশ্বসাহিত্যের নাটক প্রচার হতো বেশি। *লাড্ডু*, *দ্য লাস্ট লিপ*...এখনো মনে আছে।

বেলা পড়ে এলে মনোযোগ দিতাম বিজ্ঞাপনী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে। মূলত সিনেমার প্রচার ছিল ওগুলো। মাজহারুল ইসলাম শুরু করতেন—'হ্যাঁ ভাই...'। তবে এই অনুষ্ঠানগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলেন নাজমুল হুসাইন। তাঁর অসাধারণ সৃজনশীলতায় শ্রোতারা হুমড়ি খেয়ে পড়তেন হেনোলাক্স সুরের পরশ, মার্কোলাক্স সুর মেহফিল, হাঁস মার্কা নারকেল তেল গানের দোলায়। এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সৌভিক রেহমান প্রীণন, বিলাপিনী, তানজিনা পিয়াস রেখা, ইকবাল খন্দকার, শিমু, রোমান মোল্লা, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহসহ অনেক শ্রোতা রীতিমতো তারকা বনে গিয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় শুরু হতো 'দেশ আমার মাটি আমার', সৈনিক ভাইদের জন্য অনুষ্ঠান 'দুর্বার', 'সুখী সংসার'। দুর্বারে সপ্তাহে এক দিন থাকত অনুরোধের আসর। ওটা ছিল আকর্ষণীয়। সুখী সংসার শুরু হলে আব্বা রেডিওটা নিয়ে যেতেন। কারণ, সাড়ে সাতটায় বিবিসি। আতাউস সামাদ, মানসী বড়ুয়ারা সাগরপারের বন্ধুদের স্বাগত জানাতেন।

রাত সাড়ে আটটায় রেডিও বাংলাদেশের খবর (পরে বাংলাদেশ বেতার) ও সংবাদ পর্যালোচনা। নয়টায় উত্তরণে থাকতেন শফি কামাল। ১০টায় ভয়েস অব আমেরিকা। ইকবাল বাহার চৌধুরী, মাসুমা খাতুন কিংবা সরকার কবির উদ্দিন শুরু করতেন এভাবে—'ভয়েস অব আমেরিকা ওয়াশিংটন। আমেরিকায় এখন দুপুর বারোটা, বাংলাদেশে রাত দশটা আর ভারতে রাত সাড়ে নয়টা।' সরকার কবির উদ্দিনের শুরুটা ছিল ঢাকা রেডিও থেকে। পরে তিনি ভয়েস অব আমেরিকায় যোগ দেন।

রেডিও বাংলাদেশ ঢাকায় কখন থেকে যেন শুরু হয়েছিল নিশুতি অনুষ্ঠান। মনে পড়ছে না। রাত ১২টায় শুরু হতো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেবি নাজনীন গেয়েছিলেন—'এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল'।

আর ছিল ফুটবল-ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য।

নাজমুল হুসাইনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান আর ধারাভাষ্য শোনার জন্য পকেট-রেডিও রাখতাম। অনুষ্ঠান শেষে নাজমুল হুসাইন বলতেন, 'ভালো থাকা হয় যেন।' আর মালয়েশিয়ার কিলাত ক্লাব মাঠ থেকে চৌধুরী জাফর উল্লাহ শরাফতের বিখ্যাত কণ্ঠ ভেসে আসত—'এইমাত্র বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান আকরাম খান হাফ সেঞ্চুরি করার খ্যাতি অর্জন করেছেন...'

আমাদের বিনোদনের মাধ্যম ছিল সেই এক রেডিওই। আবাহনী-মোহামেডানের খেলা হতো ঢাকায়, রেডিওর কল্যাণে আমরা গ্রামবাসী বিভক্ত হয়ে যেতাম দুই ভাগে। খোদাবক্স মৃধা, মোহাম্মদ মুসা কিংবা আবদুল হামিদ হয়ে উঠেছিলেন আমাদের অতি চেনা আপনজন।

এখন তথ্যপ্রবাহ আর বিনোদনের দুয়ার উন্মুক্ত, অবারিত। তবু কেন জানি না, রেডিওকালের আবেগ এখন আর খেলা করে না; সেই সময়ের সুবাসটাই ছিল অন্য রকম, মায়াজড়ানো।

চট্টগ্রামে ৮ দফা দাবিতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সমাবেশ

রাজধানী অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

আট দফা দাবিতে চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি মাঠে গণসমাবেশ করেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সংগঠন বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ। গতকাল শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সমাবেশ শেষে ঢাকা অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা দেওয়া হয়।

সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। তিনি বলেন, 'সনাতনীদের এ দেশ থেকে উৎখাতের চেষ্টা হলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। যে মঞ্চ থেকে স্বাধীনতার ছয় দফা দাবি উঠেছিল, সেই মাঠে বাংলাদেশে সব মঠ মিশনের সাধুরা সমবেত হয়েছেন সনাতনীদের দাবি আদায়ে। সনাতনীদের ওপর যতই নিপীড়ন হবে, আমরা তত বেশি ঐক্যবদ্ধ হব। দাবি আদায়ে বিভাগ ও জেলায় সমাবেশ শেষে আমরা ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ করব।'

আট দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার, সংখ্যালঘু কমিশন সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন এবং দুর্গাপূজায় পাঁচ দিন ছুটি।

'আমার মাটি আমার মা, এ দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না'সহ নানা স্লোগান দিয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ মিছিল এবং দলবেঁধে এই সমাবেশে যোগ দেন। বেলা আড়াইটার পর থেকে চট্টগ্রাম নগর এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে লোকজন সমাবেশে আসতে শুরু করেন। তিনটার মধ্যে লালদীঘি মাঠ ভর্তি হয়ে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সমাবেশে যোগদানকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন স্লোগানের ব্যানার-ফেস্টুন।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বলেন, 'বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে—আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে সংবিধান সংশোধনকে মানব না। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হিন্দু হয়েছেন। আর এ দেশে একজনকে করে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। জে এম সেন হলে মামলায় আসামিদের জামিন হয়ে গেল। আমাদের ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত হানলে জামিন পায়। আর হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতির কথা বলে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হচ্ছে।'

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী আরও বলেন, 'এ দেশের জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ রয়েছি এখনো, নিঃশেষিত হয়নি। এলাকায় এলাকায় এক-একটা যুব গোষ্ঠী গড়ে তুলুন। আমাদের দেবালয় আমরা পাহারা দেব।'

পটিয়া পাঁচরিয়া তপোবন আশ্রমের অধ্যক্ষ রবীশ্বরানন্দ পুরী মহারাজ বলেন, 'এই দেশ আমার, এই মাটি আমার। এখানকার স্বাধিকারের জন্য বিপ্লবী সূর্য সেনরা জীবন দিয়েছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব। এই আন্দোলন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন।'

সমাবেশে কৈবল্যধাম আশ্রমের মহারাজ কালিপদ ভট্টাচার্য বলেন, সনাতনী সমাবেশ যাতে উজ্জীবিত হয়, এ জন্য ঐক্যবদ্ধ হোন। সনাতনী সম্প্রদায়ের আট দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারীর সঞ্চালনায় গণসমাবেশে আরও বক্তব্য দেন শংকর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ তপনানন্দ গিরি মহারাজ, ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌর দাস ব্রহ্মচারী, বাঁশখালী ঋষিধামের মোহন্ত সচিদানন্দ পুরী মহারাজ, কৈবল্যধামের মহারাজ কালিপদ ভট্টাচার্য, স্বামী গোপীনাথ মহারাজ, গোপীনাথ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

হিন্দুদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিবাদে ও ৮ দফা দাবিতে সমাবেশ করে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ। গতকাল বিকেল চারটায় চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি মাঠে। ছবি : জুয়েল শীল

ফিটনেসবিহীন যানবাহন ৫ বছরে দ্বিগুণ

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে চলতি বছরের ৯ মাসে ১ হাজার ৪৮টি দুর্ঘটনায় ১ হাজার ১৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সুজয় চৌধুরী, *চট্টগ্রাম*

চলতি বছরের ২২ এপ্রিল বিকেলে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার জিয়ানগর এলাকায় একটি বাসের ধাক্কায় নিহত হন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) দুই শিক্ষার্থী। ৪৩ বছরের পুরোনো বাসটির ফিটনেস সনদ ছিল না। ভাঙাচোরা গাড়িটি কিনে কিছু মেরামতকাজ করিয়ে সড়কে নামিয়ে দেওয়া হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর রাতে চট্টগ্রাম নগরের শাহ আমানত সেতু এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক খাবারের দোকানে উঠে যায়। এতে একজনের মৃত্যু হয়। আহত হন ১৫ জন। ওই ট্রাকেরও ফিটনেস সনদ ছিল না।

শুধু এই দুটি নয়, চট্টগ্রাম জেলায় ৭৬ হাজার ৩২০টি যানবাহনের ফিটনেস সনদ নেই, যার ২০২০ সালে ৩০ জুন পর্যন্ত ছিল ৩৭ হাজার ৩২৪টি—এ হিসাব বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চট্টগ্রাম কার্যালয়ের। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে ফিটনেসবিহীন যানবাহনের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে লক্কড়ঝক্কড় এসব যান দফায় দফায় মেরামত করিয়ে সড়কে চালাচ্ছেন পরিবহনের মালিকেরা। এতে যানবাহনের গতি কমে যাচ্ছে। ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসাবে, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ মাসে ১ হাজার ৪৮টি দুর্ঘটনায় ১ হাজার ১৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ফিটনেসবিহীন এমন যানবাহন চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনা বাড়াচ্ছে। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিএ) চট্টগ্রামের তথ্যমতে, চট্টগ্রাম শহর ও জেলায় চলাচলকারী মোট নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৩৮৯। এর মধ্যে শহরে (মেট্রো এলাকা) ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৪৪৩ ও জেলায় ৬৯ হাজার ৯৪৬। নিবন্ধিত যানবাহনের মধ্যে শহরের ৪৬ হাজার ৭০৫ ও জেলায় ২৯ হাজার ৬১৫টি যানের ফিটনেস সনদ নেই।

সনদ না থাকা যানবাহনের মধ্যে রয়েছে বাস, মিনিবাস, ট্রাক, মিনিট্রাক, প্রাইভেট কার, সিএনজিচালিত অটোরিকশা। কোনো যানবাহনের মেয়াদ শেষ হয়েছে ১০ বছর আগে, কোনোটির মেয়াদ শেষ ৫ বছর আগে।

সড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিষয়ে বিআরটিএ চট্টগ্রামের উপপরিচালক সৈয়দ আইনুল হুদা চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের যানবাহন পেলেই জব্দ করা হচ্ছে। তবে এক মাস ধরে ম্যাজিস্ট্রেট না থাকায় অভিযান পরিচালনা করা যাচ্ছে না।

বিআরটিএর কর্মকর্তারা জানান, হালকা, মাঝারি ও ভারী—এ তিন রকমের যানবাহনের জন্য আলাদা ফি নিয়ে সনদপত্র ইস্যু করে কর্তৃপক্ষ। এক বছরের জন্য এই সনদ দেওয়া হয়। যানবাহন অনুযায়ী সনদ নিতে ২৫ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। ৭৬ হাজার যানবাহন ফিটনেস সনদ না নেওয়ায় চলতি বছর অন্তত ১০ কোটি টাকা করে রাজস্ব হারিয়েছে বিআরটিএ।

দুর্ঘটনা থামছে না

চট্টগ্রামের সড়কে দুর্ঘটনার হিসাব রাখে বিআরটিএ। তাদের হিসাবে গত বছরের ১ জুলাই থেকে চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলায় ৩৩৫টি সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছে। এতে মারা গেছেন ২৭৯ জন। আহত হয়েছেন ৬৫২ জন। একই সময়ে চট্টগ্রাম মেট্রোতে দুর্ঘটনার সংখ্যা ১০৮। মারা গেছেন ৮৪ জন, আহত ১০৮। জুনের পর বিআরটিএ হিসাব হালনাগাদ করেনি।

অন্যদিকে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান তৈরি করেছে। এতে দেখা গেছে, গত ৯ মাসে এই বিভাগে ১ হাজার ৪৮টি দুর্ঘটনায় ১ হাজার ১৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ফিটনেসবিহীন যানবাহন সড়কে চলাচল করলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে বলে জানিয়েছেন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল ও এ জন্য দুর্ঘটনার জন্য বিআরটিএর দায় নিতে হবে। ধাপে ধাপে এসব যানবাহন সড়ক থেকে তুলে নিতে হবে।

বড় ক্ষতি ছাড়াই উপকূল পাড়ি দিল 'দানা', স্বস্তি

ঘূর্ণিঝড়

ঝালকাঠিতে ভেঙে গেছে এক কিলোমিটার বেড়িবাঁধ। ভারতের কলকাতায় দিনভর বৃষ্টি, অনেক সড়ক তলিয়েছে পানিতে।

প্রথম আলো ডেস্ক

বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই ঘূর্ণিঝড় 'দানা' উপকূল পাড়ি দেওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের মনে স্বস্তি এসেছে। গত দু-তিন দিন ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি মিলিয়ে উপকূল এলাকার মানুষের মনে উৎকণ্ঠা ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ঝালকাঠিতে ক্ষয়ক্ষতির কিছু খবর পাওয়া গেছে। ঝোড়ো হাওয়ায় ফরিদপুরে অনেক স্থানে ধানগাছ নুয়ে পড়েছে।

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় বেশ কিছু বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গাছপালা বিধ্বস্ত হয়েছে। বিষখালী নদীর কাঁঠালিয়া অংশের প্রায় এক কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে। স্থানীয় লোকজন জানান, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কাঁঠালিয়ার ছিটকী নেছারিয়া ফাজিল মাদ্রাসার কাঠের ভবনটি বিধ্বস্ত হয়েছে। বড় কাঁঠালিয়া গ্রামের কৃষক আবু হানিফের গোয়ালঘরে গাছচাপা পড়ে একটি গরু মারা গেছে।

গাছ পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে বড় কাঁঠালিয়া গ্রামের জেলে আলতাফ হোসেন জমাদ্দারের বসতঘর। বিষখালী নদীর কাঁঠালিয়া লঞ্চঘাট ও কচুয়া ফেরিঘাট এলাকার প্রায় এক কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে। ফলে ওই এলাকায় ফসলের খেতে পানি ঢুকে আমন ধান ও শীতকালীন শাকসবজির ক্ষতি হয়েছে। গাছ ভেঙে ও উপড়ে পড়ে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গত বৃহস্পতিবার ফরিদপুরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যেই বয়ে গেছে ঝোড়ো হাওয়া। এতে অনেক স্থানে ধানগাছ নুয়ে পড়েছে। এটা তেমন কোনো ক্ষতি নয় বলে মনে করে কৃষি বিভাগ।

ফরিদপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন গতকাল শুক্রবার রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, ধানগাছগুলো আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং এর ফলে উৎপাদনে কোনো সমস্যা হবে না।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গতকাল ভোরে জোয়ারের পানির উচ্চতা খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। এতে স্বস্তিতে আছেন খুলনার কয়রার কপোতাক্ষ ও শাকবাড়িয়া নদ-নদীর তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার জোয়ারের তোড়ে ধসে যাওয়া কয়রার দশালিয়া এলাকার কপোতাক্ষ নদের বেড়িবাঁধের সংস্কারকাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড।

গতকাল সকালে কয়রার কপোতাক্ষ নদের পারে মদিনাবাদ এলাকায় গিয়ে বহু মানুষের ভিড় দেখা যায়। জোয়ারে নদের পানি কতটুকু বেড়েছিল, সেটি দেখতে এসেছেন তাঁরা। সেখানে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে কথা হয় স্থানীয় বাসিন্দা ইদ্রিস আলীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'সারা রাত একফোঁটাও ঘুম হয়নি। কখন না জানি বাঁধ ভেঙে যায়, এই চিন্তা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বাঁধ ভাঙেনি। সকালে আকাশ পরিষ্কার, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। স্বস্তি পাচ্ছি।'

খুলনা শহর ও এর আশপাশের উপজেলায় গতকাল সকাল থেকে আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। মাঝেমধ্যে মেঘ দেখা গেলেও আবহাওয়া স্বাভাবিক ছিল।

গতকাল সকাল থেকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপকূলের আকাশে মেঘ আর রোদের লুকোচুরি চলছিল। আতঙ্কের মধ্যেও জেলেরা কেউ কেউ নদীতে নেমেছেন নৌকা ও জাল নিয়ে। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য জারি করা আগাম সতর্কসংকেত মানুষের জীবনযাত্রায় তেমন একটা প্রভাব ফেলেনি।

প্রতিনিধি, *কলকাতা* জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে ওড়িশার ধামরা মৎস্য বন্দর ও সন্নিহিত কণিকা দ্বীপ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপে। সাগরদ্বীপে যখন 'দানা' ধেয়ে আসে, তখন সেটি দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গতকাল দিনভর কলকাতা শহরে বৃষ্টি ছিল। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টিতে শহরের অধিকাংশ সড়ক ডুবে যায়। এতে মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র প্রভাবে দমকা হাওয়ায় নুয়ে পড়েছে কৃষক সিরাজ প্রামানিকের খেতের আমন ধান। আধা পাকা ধান পরখ করছেন তিনি। গতকাল ফরিদপুর সদরের কৈজুরী ইউনিয়নের আলালপুরে। আলীমুজ্জামান

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৫ অক্টোবর, ২০২৪
০৯ কার্তিক, ১৪৩১
২১ রবিউস সানি, ১৪৪৬

☑ সর্বশেষ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

উত্তর: ১৬৩তম। (সূত্র: রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস-RFS)

☑ বাংলাদেশ চা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যানের নাম কী?

উত্তর: মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন।

☑ গত পাঁচ বছরে (গড়ে) মূল বাজেটের কত শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে?

উত্তর: মূল বাজেটের ৮১ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটের ৮৭ শতাংশ।

☑ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জনক বলা হয় কাকে?

উত্তর: জার্মান অর্থনীতিবিদ ক্লাউস শোয়াব।

☑ সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের কোন দুটি দেশ যৌথভাবে নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছে?

উত্তর: ইরান ও সৌদি আরব। (ওমান সাগরে)

☑ সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের পাসপোর্ট পাওয়া ভালুকের নাম কী?

উত্তর: প্যাডিংটন বিয়ার।

☑ আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জনক কে?

উত্তর: Geoffrey Chaucer. (মৃত্যু: ২৫ অক্টোবর, ১৪০০)

☑ আন্তর্জাতিক T-20 ক্রিকেটে দলীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড কত?

উত্তর: ৩৪৪ রান, জিম্বাবুয়ে। (প্রতিপক্ষ: গাম্বিয়া)

২৫ অক্টোবর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৪৭	কবি মাহাবুব সাদিক জন্মগ্রহণ করেন।
১৪৫৯	মুসলিম ধর্ম প্রচারক এবং বাগেরহাটের স্থানীয় শাসক খান জাহান আলী মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৮২৫	ব্রাজিলের কাছ থেকে উরুগুয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।
১৯৪৫	চিয়াংকাইসেক তাইওয়ান দখল করে নেন।
১৯৬২	উগান্ডা জাতিসংঘে যোগদান করে।

Geoffrey Chaucer
(1340-1400)

জন্ম: Geoffrey Chaucer ১৩৪০ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিচয়: Geoffrey Chaucer ছিলেন একাধারে কূটনীতিক, দার্শনিক, আমলা, রাজ-উপদেষ্টা, রাষ্ট্রদূত, ইংল্যান্ডের প্রথম জাতীয় ও চতুর্দশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক কবি ও সাহিত্যরসিক। তাঁকে Father of English Literature বা Father of English Poetry বলা হয়। Chaucer একজন দার্শনিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন।

Geoffrey Chaucer তাঁর জাদুকরী বর্ণনা শক্তির জন্য বিখ্যাত। তাঁর নামানুসারে ১৩৪০ থেকে ১৪০০ সাল সময়টুকুকে Age of Chaucer নামে ইংরেজি সাহিত্যের একটি আলাদা যুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Chaucer এর পূর্বে ইংল্যান্ডে কোনো একক জাতীয় ভাষা ছিল না। 'The Canterbury Tales' ছিল ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যকর্ম। Chaucer মধ্যযুগীয় কাব্যধারা প্রত্যাখান করেছিলেন ও মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ ও জাতীয়তা বিষয়ক সাহিত্য রচনা করেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় প্রথম আধুনিকতাবাদী কবি ও Renaissance যুগের 'ভোরের তারা'। তিনিই প্রথম লেখক যাকে West Minster Abbey এর Poet's corner এ সমাহিত করা হয়েছিল।

মৃত্যু: ২৫ অক্টোবর, ১৪০০ সালে ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন।
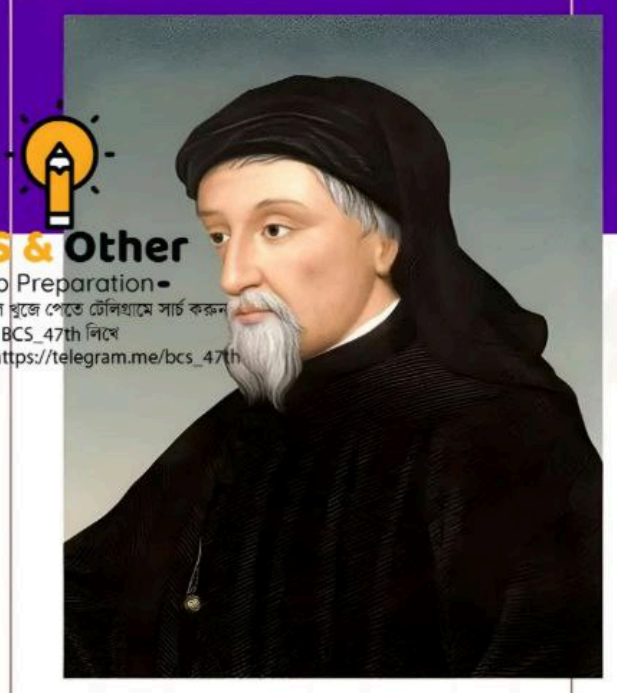
বিখ্যাত উক্তি

"Time and Tide wait for no man".

উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম

Novels:

1. The Canterbury Tales.
2. The Book of the Duchess.
3. The Parlement (Perliament) of Foules.
4. The House of Fame.
5. The Legend of Good Women.
6. Torilus and Criseyda.

Question

01. Who is the father of Modern English Poetry?
    Ans: Geoffrey Chaucer.
02. 'The Canterbury Tales' is written by-
    Ans: Geoffrey Chaucer.
03. 'Time and tide wait for no man'-
    Ans: Geoffrey Chaucer.

প্রথম আলো

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ১১৪ পদে নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, প্রশাসন-২ (সমন্বয়) শাখার ছাড়পত্র অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ১১-২০তম গ্রেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ১১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

কম্পিউটার অপারেটরের শূন্য পদ ১৪টি। বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক পাস হলে আবেদন করা যাবে। এ পদে বেতন স্কেল ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা। উচ্চমান সহকারী পদে নেওয়া হবে ২২ জন। আবেদনের যোগ্যতা স্নাতক বা সমমান পাস। এ পদের বেতন স্কেল ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটরের শূন্য পদ ৩৫টি। স্নাতক বা সমমান পাস হলে

আবেদন করা যাবে। এ পদের বেতন স্কেল ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/অফিস সহকারী পদে নেওয়া হবে ৯ জন। আবেদনের যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমান পাস। এ পদের বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর পদে নেওয়া হবে ৩৪ জন। আবেদনের যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমান পাস। এ পদের বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

যেভাবে আবেদন

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের (http://nbr.teletalk.com.bd) মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদন ফি

পরীক্ষা ফি ২০০ টাকা, সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা আবেদন করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

২৭ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর, ২০২৪।